উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৭,৯৫৮.৫২ (+৯৪০.৭৩)

নিফটি : ২৪,৩৩০.৯৫ (+২৯৮.১৫)

প্রাণভয়ে প্রাসাদ ছেড়ে বাংকারে পুতিন ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ ৩২° সর্বনিম্ন ২০°	সর্বোচ্চ ৩২° সর্বনিম্ন ২০°	সর্বোচ্চ ৩২° সর্বনিম্ন ২০°	সর্বোচ্চ ৩২° সর্বনিম্ন ১৯°

হাত ধরেও অস্বস্তিতে থালাপতি বিজয় ৭

সকলে মিলে ইতিহাস গড়েছি : আর্তেতা

ফাইনালে আর্সেনাল ১১

শিলিগুড়ি ২৩ বৈশাখ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 7 May 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 346

এবার লাশহীন, রক্তপাতহীন ভোট দেখেছিল বাংলা। কিন্তু ভোট মিটতেই উলটপুরাণ। হিংসা, ভাঙচুর শুরু বাংলাজুড়ে। ভয়ে ঘরছাড়া তৃণমূলের বহু দাপুটে নেতা। পালটা হামলা বিজেপির কর্মীদের উপর। খুন শুভেন্দুর আপ্তসহায়ক।

রক্তস্নাত বাংলা

প্রতিশোধের উন্মাদনায় ভয় বাড়ছে হিংসার

দীপ সাহা

‘একুশে তৃণমূল করেনি? তাহলে আমরা কেন করব না?’

এই মারাত্মক এবং বিপজ্জনক যুক্তিতেই এখন তোলপাড় রাজ্য। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে পাড়ার মোড়, চায়ের ঠেক, সর্বত্রই প্রতিশোধের উন্মাদনা। তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল, পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ভাঙচুর থেকে শুরু করে শাসকদলের নেতাদের ওপর নির্বিচারে হামলা চলছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ, ভোট পরবর্তী এই হিংসার আগুনে জ্বলছে গোটা বাংলা। সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ এই অন্ধ আক্রোশের ঘোর বিরোধী হলেও, উন্মত্ত জনতার ভিড়ে সে কথা শোনার যেন কেউ নেই।

ভুলে গেলে চলবে না, বাংলার মানুষ এবার একটা সত্যিকারের পরিবর্তন চেয়েছিল। সেই পরিবর্তন শুধু নবান্নের ক্ষমতার হাতবদল নয়, বরং মুমূর্ষু শিক্ষা ব্যবস্থা, ধুঁকতে থাকা অর্থনীতি এবং সর্বোপরি বাংলার রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির অবসান। ঠিক এই কারণেই মানুষ বিপুল জনাদেশ দিয়ে বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছেন। ২০১১, ২০১৬ বা ২০২১ সালে জেতার পর তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী শিবিরের ওপর যে অবর্ণনীয় সন্ত্রাস চালিয়েছিল, আজ ক্ষমতায় এসে বিজেপিও যদি সেই একই রক্তস্নাত পথে হাঁটে, তবে পরিবর্তন আর কোথায় এল? নিউটনের তৃতীয় সূত্রের দোহাই

এরপর দশের পাতায়

শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ। এই গাড়িতেই বাড়ি ফেরার সময় মধ্যমগ্রামে রাস্তা আটকে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। তিনটি গুলিতে ঘটনাস্থলেই মারা যান চন্দ্রনাথ। বুধবার রাতে।

গুলিতে খুন শুভেন্দুর আপ্তসহায়ক

কলকাতা, ৬ মে : বিরোধীরা নয়, নিশানায় এবার হবু শাসকদল বিজেপি। হাত পড়ল খোদ শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ বৃত্তে। খুন করা হয়েছে তাঁর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে। গাড়ি থামিয়ে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে তাঁকে গুলি করা হয়েছে। বারাসত থেকে মধ্যমগ্রামে ফেরার পথে দোহারিয়া নামে একটি জায়গায় ঘটনাটি ঘটে। দুর্বৃত্তরা চন্দ্রনাথ জ্ঞান হারিয়ে ফেলা পর্যন্ত ঘটনাস্থলে অপেক্ষা করে। যাতে স্পষ্ট, ঘটনাটি সাধারণ অপরাধ নয়। একবারে সুপরিকল্পিত ছক।

বুধবার রাতে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে। সূত্রের খবর, বারাসত থেকে চন্দ্রনাথের গাড়ির পিছু নিয়েছিল আততায়ীরা। দোহারিয়ার কাছে সুযোগ বুঝে গাড়ি দাঁড় করানো হয়। এরপর হেলমেট পরা বাইক আরোহী পেশাদার দুষ্কৃতীরা খুব কাছ থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে পরপর চার রাউন্ড গুলি চালায়। ঘটনাস্থলে রক্তে ভেসে যায় বিরোধী দলের এই লড়াকু কর্মীর শরীর।

রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিনি জানিয়েছেন, যে বাইকটি নিয়ে আততায়ীরা এসেছিল সেটিতে শিলিগুড়ি নম্বরের ভুয়ো প্লেট লাগানো ছিল।

শুভেন্দুর ভাই দিব্যেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, ‘ভবানীপুরে দাদার প্রচারে ছিলেন চন্দ্রনাথ। আজ বাড়ি ফেরার পথে অত্যন্ত কাছ থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা।’ রক্তাক্ত ও গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে তড়িঘড়ি স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াও হয়েছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন চন্দ্রনাথের গাড়ির চালক বুদ্ধদেব বেরাও। তাঁর অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

বিজেপির তরফে এজন্য সরাসরি তৃণমূলের দিকে আঙুল তোলা হয়েছে। দলের আইনজীবী নেতা তরুণজ্যোতি তেওয়ারি বলেন, ‘তৃণমূল খুব ভুল করল। শান্তির বাণী একতরফা হয় না। তৃণমূল আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিল।’ বিজেপির আরেক আইনজীবী নেতা তথা বিধানসভায় সদ্য নির্বাচিত

এরপর দশের পাতায়

কমিশনের দিকে দায় ঠেললেন শমীক

রিমি শীল

কলকাতা, ৬ মে : বুলডোজার সংস্কৃতিতে না বাংলার। যোগী-রাজ্যের ওই সংস্কৃতি চালুর উদ্যোগ শুরু হতেই রাশ টানল প্রশাসন। কলকাতায় নিউ মার্কেট চত্বরে বুলডোজার চালিয়ে মঙ্গলবার মাংসের দোকান উচ্ছেদের ঘটনায় ইতিমধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সাংবাদিক বৈঠকে বুধবার কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয়কুমার নন্দা সতর্ক করেছেন, ‘বুলডোজার বা এই ধরনের কিছু নিয়ে মিছিল করা যাবে না। যাঁরা মিছিল করছেন, শুধু তাঁদের বিরুদ্ধে নয়, বুলডোজার মালিক এবং যাঁরা সেটা ভাড়া দেবেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও আইনি পদক্ষেপ করা হবে।’

> **আমরা এখনও সরকার গড়িনি। তৃণমূল চলে যাওয়ার পর এই ‘ব্রিদিং টাইম’-এ রাজ্যপাল ও নির্বাচন কমিশনকে দায়িত্ব নিতে হবে।**
>
> **-শমীক ভট্টাচার্য**

বদলার সংস্কৃতি প্রত্যাখ্যান করার কথা প্রথম থেকে বিজেপির রাজ্য নেতারা বললেও হিংসায় এখনও লাগাম পরেনি। বরং রাজ্যজুড়ে রক্তাক্ত হওয়ার মতো বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। যদিও বুধবার নন্দীগ্রামে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী আইন হাতে না তুলে নেওয়ার আবেদন করেছেন। দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বার্তা দেন, ‘ওঁরা যা করেছিল, আপনারা তা করবেন না। আপনারা শান্তি বজায় রাখুন। বিজেপিকে মানুষ একবার এনেছে। আমরা এমন ভালো কাজ করব যাতে ১০০ বছর বিজেপি বাংলায় থাকে।’

ভোটগণনার পর থেকে রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য একই বার্তা দিলেও বুধবার তাঁর গলায় ছিল কিছুটা ভিন্ন সুর। বিজেপি মন্ত্রীসভার শপথগ্রহণ নিয়ে কথা বলতে তিনি গিয়েছিলেন নবান্নে। সেখানে তিনি বলেন,

এরপর দশের পাতায়

ব্রিগেডে শপথ

আসছেন নমো, থাকবে বাঙালিয়ানা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৬ মে : লোকভবনের চার দেওয়ালের মধ্যে নয়, বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ হবে উন্মুক্ত ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। বাংলায় প্রথম বিজেপি মন্ত্রীসভার শপথকে ঐতিহাসিক করে তুলতে এই কর্মসূচি। তাছাড়াও বাংলা বিরোধী তকমা ঘোচাতে বাঙালিয়ানার ছোঁয়া থাকছে ওই কর্মসূচিতে। শপথগ্রহণের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ২৫ বৈশাখকে।

ভোটের ফল প্রকাশের সন্ধ্যায় বিজেপির জয় উদযাপন করতে বাঙালি কায়দায় ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার বিগ্রেডে তাঁর উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে বিজেপি। সেদিন তিনি বাঙালিয়ানার আর কোনও দিক বেছে নেবেন কি না, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। মোদি ছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় তাঁর ডেপুটি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন।

বিজেপির বাংলা জয়ের অন্যতম কারিগর তিনিই। বাংলায় দলের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বাছাইয়ের ভারও তাঁকে দেওয়া হয়েছে। পরিষদীয় দলনেতা ঠিক করতে শপথগ্রহণের আগের দিন দুপুরে কলকাতা পৌঁছোবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। নিউটাউনের একটি হোটেলে দুপুর ২টো থেকে পরিষদীয় দলনেতা বাছাই সংক্রান্ত বৈঠক হবে। বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী বিজেপির ২০৭ জন বিধায়ককেই ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকার বার্তা পাঠানো হয়েছে।

দলীয় চর্চায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম রয়েছে সামনের সারিতে। তবে এক বা একাধিক উপমুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের সম্ভাবনা যথেষ্ট। মোদি অবশ্য পৌঁছাবেন শনিবার সকাল ১০টা নাগাদ। ১১টা থেকে হবে শপথগ্রহণ। বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে রেসকোর্স ময়দান হয়ে ব্রিগেডে পৌঁছোবেন মোদি। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি জানাতে বুধবার নবান্নে মুখ্যসচিবের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল, দুই সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো ও সৌমিত্র খাঁ এবং রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক শশী অগ্নিহোত্রী। শপথগ্রহণ সরকারি হলেও বিজেপি সেই উপলক্ষ্যে ঐতিহাসিক সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত

নিয়েছে। জমায়েতের লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ১ লক্ষ। দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, বর্ধমান ও দুই মেদিনীপুর তো বটেই, উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহলের সাংসদ ও বিধায়কপিছু ১ হাজার লোক আনতে বলা হয়েছে।

মূলমঞ্চের সামনে ১০টি সারিকে ভিভিআইপি জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। লোকভবন থেকে শপথগ্রহণের আমন্ত্রণপত্র পাঠানো শুরু হয়েছে। সেই তালিকায় দলের সাংসদ, বিধায়করা ছাড়াও উচ্চপদস্থ সরকারি আমলা, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং সমাজের বিশিষ্টরা রয়েছেন। বিজেপি শাসিত ২১টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের আমন্ত্রণ পাঠাবেন রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়াল।

এরপর দশের পাতায়

ইস্তফা নয়, আদালতে যাচ্ছেন মমতা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৬ মে : পদত্যাগ না করার সিদ্ধান্তেই অনড়। তার জন্য যে কোনও পরিণাম হলে তাই সই। তবে এখানেই শেষ নয়। নির্বাচনি ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ জানাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মামলা করবেন সুপ্রিম কোর্টে। তিনি হেরে গিয়েছেন। কিন্তু জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে বুধবার বৈঠক করেন তৃণমূল নেত্রী। সেই বৈঠকেই সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা ভোটের ফলাফলের বিরুদ্ধে আইনি যুদ্ধের সিদ্ধান্ত জানান তিনি।

বৈঠকের আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল, উঠে দাঁড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মান প্রদর্শন। মমতার নির্দেশে কার্যত ওই কাজ করতে বাধ্য হন দলের প্রবীণ নেতারাও। ঘটনাটি নিয়ে কেউ প্রকাশ্যে কিছু না বললেও দল সূত্রে প্রকাশ্যে এসেছে। ‘অভিষেকের লড়াইকে সম্মান জানাতে’ তৃণমূল নেত্রী সবাইকে উঠে দাঁড়াতে বলেন বৈঠকে। প্রতিবাদ না করে অভিষেক যে নেতাদের হাঁটুর বয়সি, তাঁরাও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

এবারের নির্বাচনি বিপর্যয়ে তৃণমূলের ভেতরে-বাইরে অভিষেক সবচেয়ে সমালোচনার মুখে। ফলাফল প্রকাশের পর মঙ্গলবার দলের সাংবাদিক বৈঠকে তিনি সেভাবে কিছু বলেননি।

এরপর দশের পাতায়

দল নয়, আপন প্রাণ বাঁচা

গৌতম সরকার

তিনদিন পার। দলের হারের পর রায়গঞ্জে সেই যে তৃণমূলের জেলা দপ্তর বন্ধ হয়েছে, আর খোলার কাউকে পাওয়া যায়নি। কোচবিহারের ভাওয়াল মোড়ে তৃণমূলের জেলা দপ্তরের একই অবস্থা। শিলিগুড়িতে জেলা দপ্তর তালাবন্ধ। বিভিন্ন এলাকায় দলীয় কার্যালয় ইতিমধ্যে ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়েছে। ফুলবাড়ি, পোড়াঝাড়, অম্বিকানগর, নিউ জলপাইগুড়ি ইত্যাদি এলাকায় রাতারাতি উধাও তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা।

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে কেয়ারটেকাররা দপ্তরের তালা খুলছেন বটে। কিন্তু দিনভর খাঁখাঁ করছে অফিসগুলি। না আছে কর্মীদের ভিড়, না আছে নেতাদের উপস্থিতি। জলপাইগুড়ি ও বালুরঘাটে জেলা পরিষদের অফিস শুনসান। সভাধিপতি, কর্মাধ্যক্ষরা আসছেন না। ফলে অতি সামান্য কাজে গিয়েও ফিরে যেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ফল প্রকাশের পর বুধবার প্রথম পুরনিগমের দপ্তরে গিয়েছিলেন। কিন্তু শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ কিংবা গঙ্গারামপুর পুরসভায় জনপ্রতিনিধিরা উধাও।

দখল তৃণমূলের পার্টি অফিস। শিলিগুড়িতে। -ফাইল চিত্র

জলপাইগুড়ির থানা মোড়ে নিয়মিত আড্ডা জমত তৃণমূল নেতাদের। তাঁদের মধ্যে জলপাইগুড়ি সদর ব্লক সভাপতি শেখর মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতি ছিল নিয়মিত। তিনদিন ধরে তিনি ও তাঁর সতীর্থরা উধাও। বিদায়ি উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের তাঁর দিনহাটার বাড়ি ছেড়ে অজানা ঠিকানায় উধাও হয়ে যাওয়ার খবর নিয়ে হইচই হয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গজুড়ে আরও অনেক জেলা

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

আর ভোটে দাঁড়াবেন না ‘অভিমানী’ রঞ্জন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৬ মে : বিধানসভা ভোটে বিপুল ভোটে পরাজয়ের জেরে সংসদীয় রাজনীতি থেকেই সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রঞ্জন শীলশর্মা। তিনি আর কোনওদিন ভোটে দাঁড়াবেন না বলে জানিয়েছেন। তবে, এখনই পার্টি ছাড়ার কথা কিছু বলছেন না। তবে আজীবন মানুষের জন্য কাজ করবেন বলে দাবি বিতর্কিত তৃণমূল কাউন্সিলারের। রঞ্জনের আক্ষেপ, ‘মানুষের জন্য সারাজীবন নিজের সবটুকু দিয়ে কাজ করেছি। আগে কী ছিল এই ৩৬, ৩৭ নম্বর ওয়ার্ড আর এখন কী হয়েছে সেগুলি দেখলেই বোঝা যাবে। তার পরেও মানুষ আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁদের হয়তো মনে হয়েছে, যিনি জিতেছেন তিনি আরও ভালো কাজ করবেন। তাই আমি মানুষের এই রায় মেনে নিয়েছি। আর কোনওদিন ভোটে দাঁড়াব না বলে সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছি।’

অন্যদিকে দলের ভরাডুবির পর সমস্ত দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তৃণমূলের টাউন ব্লক (১-এ) সভাপতি গোপাল সাহা। তিনি তাঁর ইস্তফাপত্র দলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্রয়ালের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সঞ্জয় অবশ্য বলেছেন, ‘কোনও ইস্তফার চিঠি হাতে পাইনি। খোঁজ নিয়ে দেখব।’

পেশায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ২০০৪ সাল থেকে

কখনও ৩৬, কখনও ৩৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জিতে পরপর চারবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাউন্সিলার হয়েছেন। দুটি ওয়ার্ডেই প্রভাবশালী এবং জনপ্রিয় নেতা হিসাবে রঞ্জনের ধারেকাছে কেউ নেই। বিপদে-আপদে মানুষের পাশে থাকা, বয়স্কদের নিয়ে নিয়ম করে প্রতি বছর পিকনিকে যাওয়ার মতো কাজের জন্য তাঁর গুণগ্রাহী কম নয়।

এরপর দশের পাতায়

ডাবল ইঞ্জিন বিজেপির অগ্নিপরীক্ষা

বিপুল জনাদেশ নিয়ে বাংলায় ক্ষমতায় বিজেপি। দু’হাত ভরে গেরুয়া শিবিরকে আশীর্বাদ করেছে উত্তরের জনতা। এবার পালা প্রতিশ্রুতি পূরণের। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা নিয়ে থাকা উত্তরবঙ্গের দাবি পূরণই এখন চ্যালেঞ্জ বিজেপির কাছে।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

পদ্ম শিবিরের ‘সোনার বাংলা’ প্রোজেক্টের অনেকটা জায়গাজুড়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গের বঞ্চনা। বঞ্চিত উত্তরবঙ্গের ব্যানারকে সামনে রেখে নির্বাচনি লড়াইয়ে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে বিজেপি। বঞ্চনা ঘোচাতে উত্তরবঙ্গবাসীকে প্রতিশ্রুতির ইমারতের সবচেয়ে উঁচুতে পৌঁছে দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কর্মসংস্থান, পর্যটন থেকে চা বাগান- সবক্ষেত্রেই দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ হলে উত্তরের বঞ্চনা ঘুচবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরাও। তাই কুয়াশাঘেরা দার্জিলিংয়ের পাহাড় থেকে শুরু করে কোচবিহারের বিস্তীর্ণ সমতল-সর্বত্রই এখন এক নতুন প্রত্যাশার হাওয়া বইছে। প্রতিশ্রুতি থেকে বাস্তবে উত্তরণের এই পর্বে কথা দিয়ে কথা রাখাই এখন সবচেয়ে বড় পরীক্ষা পদ্ম শিবিরের সামনে।

দীর্ঘদিন ধরে চলা রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বহুচর্চিত ‘ডাবল ইঞ্জিন’ সরকার। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে উভয় স্থানেই এখন একই দলের শাসন। আর এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক সমীকরণই উত্তরবঙ্গের বিজেপি নেতাদের দাঁড় করিয়েছে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে। এখন আর নিজেদের ব্যর্থতার দায় একে-অপরের ঘাড়ে চাপানোর কোনও সুযোগ নেই, নেই কোনও নতুন অজুহাত দেখানোর জায়গা।

উত্তরবঙ্গের মানুষ ২০২১-এর চাইতেও বেশি আসন উপহার দিয়েছে বিজেপিকে। একথা ভুলে গেলে চলবে না বাংলায় গেরুয়া সাম্রাজ্যের ভিত তৈরি করেছিল

দোমোহনিতে এইমস-এর জন্য প্রস্তাবিত জমি।

উত্তরবঙ্গই। তাই চেয়ারে বসার প্রথম দিন থেকেই উত্তরের বঞ্চনা ঘোচাতে সক্রিয় থাকতে হবে নতুন সরকারকে।

তাঁরা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেগুলি নিশ্চিতভাবেই পূরণ করবেন বলেই বুধবার উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানিয়েছেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। ভেবেচিন্তেই তাঁরা ইস্তাহার প্রকাশ করেছেন বলে দাবি শুভেন্দুর। ‘সব কথা রাখা হবে’-এক লাইনেই সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বুঝিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। নেতারা যাই বলুন না কেন, অতীত অভিজ্ঞতার নিরিখে উত্তরবঙ্গবাসী অবশ্য ‘না আঁচালে বিশ্বাস নেই’ তত্ত্বের সমর্থক। তাই আস্থা অর্জনে শুরু থেকেই সদর্থক পদক্ষেপের দাবি উঠেছে।

উত্তরবঙ্গের মানুষের মনে অবহেলার গভীর ক্ষত রয়েছে। পাহাড়, জঙ্গল আর নদীর অপরূপ সৌন্দর্যে ঘেরা এই অঞ্চলটিকে অনেকেই কেবল পর্যটনের চোখ দিয়ে দেখেছেন, কিন্তু সামগ্রিক উন্নয়নের নিরিখে এই অঞ্চলটি বারবার পিছনের সারিতেই রয়ে গিয়েছে। বিজেপি তাদের নির্বাচনি ইস্তাহার এবং একের পর এক জনসভায় এই বঞ্চনার অবসানের সুস্পষ্ট রূপরেখা তুলে ধরেছিল। শীর্ষস্থানীয় নেতারা বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গের আর্থসামাজিক কাঠামোর খোলনলচে বদলে দেওয়ার।

এরপর দশের পাতায়

ঘরছাড়া পদ্ম নেতা অবশেষে বাড়িতে

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৬ মে : ২০১৭ সালে পদ্ম-প্রতীকে পুরনির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার 'অপরাধে' নিজের এলাকায় একঘরে হয়ে পড়েন তিনি। শুধু তাই নয়, তৃণমূল কংগ্রেসের নির্দেশে তাঁকে বিভিন্ন সময় মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয় বলেও অভিযোগ। তিনি জেল খাটেন। তবে বিজেপির চরম দুর্দিনেও হাল ছাড়েননি। বরং নিজে বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় বসে দলের প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করেছেন। লাগাতার সংগঠনকে মজবুত করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। অবশেষে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে সদর্পে রায়গঞ্জ শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডে নিজের বাড়িতে ফিরলেন বিজেপি যুব মোর্চার উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি ভক্তকুমার রায়।

গেরুয়া ঝড়ে তৃণমূল বিপর্যস্ত হওয়ার পর মঙ্গলবার ওই ওয়ার্ডে একটি বিজয় মিছিল করেন ভক্ত। বিজেপির ওই মিছিলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাধারণ মানুষকে যোগ দিতে দেখা যায়। ভক্তর দাবি, তিনি বিজেপি করেন বলে তৃণমূলের নির্দেশে এলাকার অনেকে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। তবে তিনি দলমতনির্বিশেষে সকলকে নিয়ে চলার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এমনকি তৃণমূল পরিচালিত ক্লাবের চাবি এলাকার তরুণরা ভক্তর হাতে তুলে দিতে চাইছেন বলে দাবি। পালাবদলের পর তৃণমূলের একাধিক কার্যালয়ে বিজেপির পতাকা টাঙিয়ে দেন দলের কর্মীরা। যদিও ভক্ত বিষয়টিকে সমর্থন করেন না। তিনি জানিয়েছেন, তৃণমূলের অফিসে যারা বিজেপির পতাকা লাগিয়েছিল, সেগুলো খুলে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক পরিবর্তনের আবহে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন ২২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার তথা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের রায়গঞ্জ শহর সভাপতি তপন দাস। এলাকায় শান্তি ও সহাবস্থান বজায় রাখার বার্তা দিলেও পদ্ম শিবিরে তপন বা সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত কোনও রাজনৈতিক নেতাকর্মীর ঠাঁই নেই বলে স্পষ্ট জানিয়েছেন ভক্ত। তিনি সাফ বলেছেন, 'তপনের জন্য এলাকার পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। আমি এবং আমার পরিবার একঘরে হয়েছিলাম। তাই তাঁকে কোনওভাবেই বিজেপিতে নেওয়া হবে না।' পালটা তপনের বক্তব্য, 'ভক্ত রায় একজন সাধারণ নেতা। আমি বিজেপির ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।' সঙ্গে তিনি এও স্বীকার করেন, 'তৃণমূল আর কোনওদিন ক্ষমতায় আসতে পারবে না। তাই অবশ্যই বিজেপিতে যোগ দেব।'

> **বিজেপি করতাম বলে তৃণমূলের নির্দেশে আমার পরিবারকে একঘরে করে রাখা হয়েছিল। এখন অনেকে বিজেপিতে যোগ দিতে চাইছেন। কিন্তু অতীতে সন্ত্রাসে যুক্ত এমন ব্যক্তির বিজেপিতে ঠাঁই নেই।**
>
> **ভক্তকুমার রায়**
> জেলা সভাপতি,
> বিজেপির যুব মোর্চা

২০১৭ সালে রায়গঞ্জ পুরসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন ভক্ত। নির্বাচনের দিন তাঁকে পোলিং বুথ থেকে বের করে এনে তৃণমূল কর্মীরা বীভৎস মারধর করেন বলে অভিযোগ ওঠে। তিনি এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন। এরপর পুলিশি অত্যাচার চলে বলেও অভিযোগ। বেশ কয়েকবার অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের মামলায় তিনি গ্রেপ্তার হন। দীর্ঘদিন জেল খাটলেও বিজেপি ছাড়েননি। ভক্তর দাবি, প্রতিটি মামলা মিথ্যে ছিল। তাঁর কথায়, 'বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য অনেকে অনুরোধ করছেন। তবে সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আমাদের দলে স্থান নেই।'

ভক্ত বলেন, 'রাজনৈতিক কারণে এলাকার বহু মানুষ আতঙ্কের মধ্যে ছিলেন। আমাকে একাধিকবার মিথ্যে মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমাদের পরিবারের সঙ্গে এতদিন এলাকার মানুষ কথা বলতেন না। এড়িয়ে চলতেন। বিজেপির একটা ঝান্ডা, পোস্টার, ব্যানার টাঙানো যেত না। কারও বাড়িতে প্রচার করতে গেলে হাতজোড় করে অনুরোধ করতেন, আমার বাড়িতে এসো না। তৃণমূলের লোকজন দেখলে হামলা করবে।' ভক্ত আরও বলেন, 'আমরা কথা দিয়েছি পাড়ায়, ওয়ার্ডে, শহরে ও জেলার কোনও বিরোধী কার্যালয়ে গেরুয়া রং লাগাব না। রাজনীতির কারণে কারও গায়ে আঘাত করা হবে না। কোনও পরিবারে হামলা হবে না। যে যার মতো দল করবে। পাশাপাশি কারও জমি দখল হবে না, পুকুর ভরাট হবে না, মাটি-বালির দালালি চলবে না। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কোনও হিংসার রাজনীতি বরদাস্ত করা হবে না। তবে অতীতে অপরাধের সঙ্গে যুক্ত এমন কাউকে দলে নেওয়া হবে না।'

বৃষ্টি শেষে ঝাঁ চকচকে গুলমা। বুধবার ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর।

২১ মাইলে দুর্ঘটনা, মৃত ২

গাজোল, ৬ মে : তেলের ট্যাংকারের সঙ্গে মোটরবাইকের সংঘর্ষে মারা গেলেন দুজন। মৃত ওই দুজনের মধ্যে একজন বাইক চালাচ্ছিলেন। অপরজন পেছনে বসে ছিলেন। মঙ্গলবার রাত নয়টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি হয়েছে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ২১ মাইল সংলগ্ন একটি পেট্রোল পাম্প এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই দুজনকে উদ্ধার করে গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে জানান। বুধবার ময়নাতদন্তের জন্য দেহ দুটি মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃতদের মধ্যে একজন লিটন মণ্ডল (১৮)। তিনি বাবুপুর হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন। এবছরই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছেন। অপরজনের নাম পলাশ মণ্ডল (২৫)। পলাশ পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। তাঁদের দুজনেরই বাড়ি দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের নুরদিপুর গ্রামে। দুর্ঘটনার পর চম্পট দিয়েছে ওই ট্যাংকারচালক।

বারলা তাহলে কোন পথে...

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৬ মে : গেরুয়া শিবির ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় 'পুরস্কার' হিসেবে রাজ্যের সংখ্যালঘু কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান পদ জুটেছিল জন বারলার। কিন্তু গোটা নির্বাচন পর্বে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারে খুব একটা 'সক্রিয়' ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি তাঁকে। ধূপঝোরার চার্চে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের একটি অনুষ্ঠানে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত হন। ওই অনুষ্ঠানে গরহাজির ছিলেন বারলা। তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাতেও উপস্থিত ছিলেন না তিনি। তাঁর এই ভূমিকা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

বারলার নিজের বাড়ি লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের ৪টি বুথেই বিজেপি এবার লিড পেয়েছে। ভোট পর্ব মেটার পর বারলা দিল্লিতে গিয়ে বিজেপির এক সাংসদের সঙ্গে বেশ কয়েকদিন ছিলেন বলে সূত্র মারফত খবর। বারলা সম্প্রতি নিজের ফেসবুক প্রোফাইল পিকচারে একটি অরাজনৈতিক ছবি আপলোড করেন। এই সমস্ত ঘটনা পরম্পরা কোনও নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত হতে পারে বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

নিজের অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা রেখেই মঙ্গলবার বারলা বলেন, 'আমি চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। সেটা অব্যাহত থাকবে।'

এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, 'দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ভোটে সবার ভূমিকাই খতিয়ে দেখবে।'

২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ লিম্বু বিমল গুরুংয়ের অনুগামী হিসেবেই পরিচিত। বারলার সঙ্গে বিমলের সখ্য কারও অজানা নয়। মাদারিহাটের বিজেপি প্রার্থী বিমলের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় বারলা মাদারিহাটে তৃণমূলের প্রচারে যাননি বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলের।

কুমারগ্রাম থেকে শুরু করে মালবাজার কোনও আসনেই তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে সেভাবে প্রচারে দেখা যায়নি বারলাকে। দু'-একটি স্থানে উপস্থিত থাকলেও সেটা যে দায়সারা ছিল তা নিয়ে ভোটের সময়ই তৃণমূল শিবিরে নানা ধরনের কানাঘুষো চলছিল।

> **আমি চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। সেটা অব্যাহত থাকবে। বিমলের সঙ্গে বন্ধুত্ব অটুট আছে। আমরা একে অপরের সুখ-দুঃখের সঙ্গী। আগামীতে সবকিছু পরিষ্কার হবে।**
>
> **জন বারলা**

এই প্রসঙ্গে বারলা বলেন, 'বিমলের সঙ্গে বন্ধুত্ব অটুট আছে। আমরা একে অপরের সুখ-দুঃখের সঙ্গী। আগামীতে সবকিছু পরিষ্কার হবে।'

দলবদলের পরও তৃণমূলের প্রতি বারলার ভূমিকা নিয়ে ধন্দে ছিল রাজনৈতিক মহল। স্বাভাবভাবেই তৃণমূলের হারের পর বারলা যে আরও নিষ্ক্রিয় হবেন, সেটা স্বাভাবিক। এখন তিনি ফের পালটি খান কি না, তা সময়ই বলবে। তবে এর মধ্যে যে তিনি নিজের ময়দান, তথা চা বাগান নিয়ে তাঁর কাজকর্ম চালিয়ে যাবেন, এবং একরকম দলহীন ভাবে জনসংযোগ করবেন, তা তাঁর মন্তব্যে স্পষ্ট।

কর্মখালি

Gangtok Mall, hotel, Co. বিভিন্ন পদের :- পরিশ্রমী লোক চাই। (S) :- 30,000/- পর্যন্ত। 9434117292. (C/121734)

●

শিলিগুড়ির ব্যাগের দোকানের কাজের জন্য লোকাল ছেলে চাই - ১৮ থেকে ২২ বছরের মধ্যে ফোন - 9832629800. (C/121735)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫০৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪৮২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪৮৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

পড়ুয়াহীন চিলাপাতার গ্রন্থাগারে ধুলোর আস্তরণ

অভিজিৎ ঘোষ

সোনাপুর, ৬ মে : বারান্দায় চকচক করছে দামি টাইলস। সামনে ঝাঁ চকচকে ঘর। দু'দিকে বড় বড় কাচের জানলা। ভিতরে উঁকি দিলে কাঠের টেবিল, বেঞ্চে নজর যাবে। আলমারিতে থরে থরে সাজানো বই। পাশেই কম্পিউটার, তাতে ইন্টারনেট পরিষেবাও রয়েছে। চিলাপাতা জঙ্গল লাগোয়া আন্দু বনবস্তির ওই গ্রন্থাগার শহরের যে কোনও আধুনিক গ্রন্থাগারকে যেন হার মানায়। তবে ভিতরে ঢোকা গেল না। কারণ গ্রন্থাগারে তালা ঝুলছে। আর যার কাছে চাবি, তিনি তখন গ্রামে নেই। বছর তিনেক আগে যখন ওই গ্রন্থাগার উদ্বোধন হয়, তখন ছিল এলাহী আয়োজন। গ্রন্থাগারকে আগলে বনবস্তিতে নতুন করে শিক্ষার অগ্রগতি হওয়ার স্বপ্ন দেখা শুরু হয়েছিল। এই গ্রন্থাগার থেকে চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে অনেকেই সফল হবেন বলে ভেবেছিলেন।

তবে, সেই গ্রন্থাগার এখন আর নিয়মিত খোলে না। খুললেও পাঠকের দেখা পাওয়া যায় না। চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে যাঁরা বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁদের অনেকেই এখন পথ বদলেছেন। গ্রন্থাগারের দায়িত্বে থাকা স্থানীয় তরুণী মঞ্জু রাভার কথায়, 'গ্রন্থাগার যখন চালু হল, তখন ভিড় থাকত। ধীরে ধীরে সেটা কমতে থাকে। এখন তো কেউ আসেই না। যে মেয়েরা আসত, তাদের অনেকের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আর ছেলেরা কাজ করছে, কেউ অন্য জায়গায় গিয়ে কোচিং নিচ্ছে।'

কোনও সরকারি উদ্যোগে নয়, আধিকারিকরা নিজেদের উদ্যোগে এই গ্রন্থাগারটি তৈরি করেছিলেন। যার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন আইআরএস অফিসার অতুল পান্ডে। সেই সঙ্গে একঝাঁক আইএএস, আইপিএস, আইএফএস আধিকারিকদের সহযোগিতায় আলিপুরদুয়ার জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে গড়ে উঠেছিল আধুনিক গ্রন্থাগারটি। ওই গ্রন্থাগার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের তৎকালীন উত্তরবঙ্গের আইজি ডিপি সিং, ডিআইজি জলপাইগুড়ি অমিত জাভালগি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের দুই জেলার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী, সুমিত কুমার, বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফও পারভিন কাশোয়ান, অতিরিক্ত জেলা শাসক নৃপেন্দ্র সিংহ। এই সব আধিকারিক বর্তমানে বদলি হয়ে বিভিন্ন জায়গায় কাজে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের অনেকেই বিভিন্নভাবে গ্রন্থাগারে সাহায্য করেছেন। গাইড দিয়েছেন। তবে তাঁদের সেই স্বপ্নের গ্রন্থাগারে এখন পাঠক নেই।

গ্রন্থাগারের সামনে মোবাইল নিয়ে বসে কিশোররা। -সংবাদচিত্র

> **গ্রন্থাগার যখন চালু হল, তখন ভিড় থাকত। ধীরে ধীরে সেটা কমতে থাকে। এখন তো কেউ আসেই না। যে মেয়েরা আসত, তাদের অনেকের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আর ছেলেরা কাজ করছে, কেউ অন্য জায়গায় গিয়ে কোচিং নিচ্ছে।**
>
> **মঞ্জু রাভা**
> গ্রন্থাগারের দায়িত্বে থাকা
> স্থানীয় তরুণী

বনবস্তির অনেকেই কাজের খোঁজে এখন ভিনরাজ্যে। আর নতুন প্রজন্মের অনেকেই মোবাইলের নেশায় ডুবে। আবার যাঁরা চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তাঁদের অনেকেই আবার আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে গিয়ে কোচিং নিচ্ছেন। এদিন গ্রন্থাগারের ঢোকার গেটেই দেখা গেল কয়েকজন কিশোর বসে মোবাইলে গেম খেলছে। তাদের কেউ মাধ্যমিক দিয়েছে, কেউ নবম শ্রেণির ছাত্র। গ্রন্থাগারে পড়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তারা জানাল, সেখানে বড়রা পড়াশোনা করে। তবে বনবস্তিতে খোঁজ নিয়ে শোনা গেল, অন্য কথা। গ্রাম, শহরে যেমন মোবাইলের নেশায় বুঁদে রয়েছেন নতুন প্রজন্ম, সেই হাওয়া লেগেছে বনবস্তিতেও। গ্রামের এক তরুণ রাকেশ রাভার কথায়, 'গ্রন্থাগারে অনেক ভালো বই রয়েছে। তবে পড়ার লোকের অভাব। এত ভালো গ্রন্থাগার থাকলেও সেটা ব্যবহার করা নিয়ে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের উৎসাহ নেই। এটাই দুঃখের।' এনিয়ে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শিবনাথ দে বলছেন, 'ওখানে কোনও গ্রন্থাগার আছে কি না, আমার জানা নেই। যদি গ্রন্থাগার থাকে তাহলে তা ব্যবহার করা উচিত।'

রাজনীতিতে ধাক্কার মাঝে স্বস্তি শিবশংকরের

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ৬ মে : ক্রিকেট থেকে সরাসরি রাজনীতির ময়দান। তারপর শুরুতেই ধাক্কা। নির্বাচনে হারতেই সোশ্যাল মিডিয়া তোলপাড়। কেউ বলেছেন, রাজনীতিতে জড়ানো ঠিক হয়নি। কারও আবার পালটা মন্তব্য, 'রাজনীতিতে হারজিত যাই ঘটুক, শিবশংকর পাল আমাদের কাছে ক্রিকেটারই।' আর এতকিছুর মাঝেই ২২ গজের ময়দান থেকে ভালো খবর এল শিবশংকরের (ম্যাকো) কাছে। যেন অনেকটাই স্বস্তি পেলেন। এবারে তিনি দেশের অনূর্ধ্ব-১৬ পেসারদের প্রশিক্ষণ দেবেন। বুধবার এ খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হওয়ার পর খুশির হাওয়া তুফানগঞ্জজুড়ে। এ বিষয়ে শিবশংকর বলেন, '১১ মে থেকে ৬ জুন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড জয়পুরে দেশের অনূর্ধ্ব-১৬ পেসারদের জন্য একটা ক্যাম্পের আয়োজন করছে। সেখানে আমাকে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আজ ফ্লাইটের টিকিট এসেছে। ১০ মে কলকাতা থেকে আমাকে জয়পুরে পৌঁছাতে হবে।'

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের প্রধান কোচ ভিভিএস লক্ষ্মণ মেল মারফত জানান, দেশের অনূর্ধ্ব-১৬ বোলারদের প্রশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। ১০ মে বিকেলে রিপোর্টিং টাইম। বুধবার শিবশংকরের বাড়ি যাওয়ার পর দেখা গেল সেটা নিয়েই ব্যস্ত তিনি। এই সফর নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'আগেও ক্রিকেটে ছিলাম, এখনও আছি। মাঝে কিছুটা সময় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া। মানুষের সঙ্গে মিশতে গিয়ে অনেক ভালো অভিজ্ঞতাও হয়েছে। খেলাতে যেমন একপক্ষকে হার মানতে হয়, রাজনীতিতেও তেমনটা। মানুষ হয়তো ক্রিকেটার হিসেবেই আমাকে চান। তাই ভোটে জিততে না পারলেও তুফানগঞ্জের জন্য কাজ করব।'

নিজের ছেলের সঙ্গে খুনশুটিতে ব্যস্ত শিবশংকর। বুধবার।

> **আগেও ক্রিকেটে ছিলাম, এখনও আছি। মাঝে কিছুটা সময় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া। মানুষের সঙ্গে মিশতে গিয়ে অনেক ভালো অভিজ্ঞতাও হয়েছে। খেলাতে যেমন একপক্ষকে হার মানতে হয়, রাজনীতিতেও তেমনটা। মানুষ হয়তো ক্রিকেটার হিসেবেই আমাকে চান।**
>
> **শিবশংকর পাল**
> ক্রিকেটার

কোচবিহার জেলার ক্রিকেট প্রসঙ্গ উঠলে প্রথমদিকে যাঁদের নাম উঠে আসে, তার মধ্যে অন্যতম শিবশংকর। জাতীয় ক্রিকেট দলে খেলার সুযোগ না হলেও একাধিকবার ডাক পেয়েছেন তিনি। কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকার থেকে শুরু করে মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গেও ২২ গজে দেখা গিয়েছে তাঁকে। পরবর্তীকালে ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর কোচিং শুরু করতে দেখা যায় তাঁকে। বর্তমানে বাংলা ক্রিকেট দলের সহকারী কোচের ভূমিকায় রয়েছেন তিনি। এরই মাঝে বিগত বিধানসভা নির্বাচনের মুখে রাজনীতিতে যোগ দেন শিবশংকর। নাম লেখান তৃণমূল কংগ্রেসে। টিকিট পেয়ে পদ্ম শিবিরের কাছে ধরাশায়ী হন। বর্তমানে পরিবারের সঙ্গে তুফানগঞ্জ শহরের মদনমোহনপাড়া এলাকায় নিজের বাড়িতেই সময় কাটাচ্ছেন তিনি। তাঁর চোখ-মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ভোটে হারার বিষণ্ণতার মাঝে কিছুটা হলেও স্বস্তি এনে দিয়েছে নতুন এই দায়িত্ব।

KENDRIYA VIDYALAYA BSF BAIKUNTHPUR

ADMISSION NOTICE (Session 2026-27)

It is hereby informed that **03 (three) vacant seats** are available for admission to **Class I**, reserved **exclusively for the OBC (NCL) category**. Eligible candidates are invited to submit their applications **offline** for admission in the Vidyalaya. The **last date for submission of the application form is 25 May 2026.**

WALK-IN INTERVIEW NOTICE (Session 2026-27)

A **Walk-in Interview** will be conducted on **18 June 2026** at Kendriya Vidyalaya BSF Baikunthpur for the post of **TGT (Science)- Part-Time Contractual Teacher**. Eligible and interested candidates may apply online from **08 May 2026 to 10 June 2026** through the KVSSamvida Sathi Portal : https://samvida-sathi.kvs.gov.in/register

For further details regarding the admission process or the walk-in interview, please visit the Vidyalaya website : https://bsfbaikunthpur.kvs.ac.in or contact the Vidyalaya office.

Principal

আজ টিভিতে

জেনারেশন আমি রাত ১০.১৫ জলসা মুভিজ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ আমি যে কে তোমার, দুপুর ১২.৪৫ আশ্রিতা, বিকেল ৪.১৫ টাইগার, সন্ধে ৭.০০ হিরোগিরি, রাত ১০.১৫ জেনারেশন আমি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ সংসার সংগ্রাম, দুপুর ১.০০ সঙ্গী, বিকেল ৪.০০ রণক্ষেত্র, সন্ধে ৭.০০ বড়বউ, রাত ১০.০০ খোকা ৪২০

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ স্বার্থপর, বেলা ১১.৩০ শতরূপা, দুপুর ২.৩০ প্রাণের স্বামী, বিকেল ৫.০০ লোফার, রাত ৮.০০ দেবীবরণ, ১০.৩০ অঞ্জলি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অনিন্দিতা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নায়ক-দ্য রিয়েল হিরো

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ পথ

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০
আকাশ আট

খোকা ৪২০ রাত ১০.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

গ্রামবাংলার খাবার পর্বে লাল শাক দিয়ে চাপিলা এবং আমকাসুন্দি চিংড়ি তৈরি শেখাবেন মঞ্জরী চক্রবর্তী। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন ব্যবসায় বিনিয়োগ করার আগে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। ব্যক্তিগত কাজে দূরে যেতে হতে পারে। বৃষ : দীর্ঘদিন ধরে চলা সংসারের আর্থিক সমস্যার সমাধান আজ হতে পারে। ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। মিথুন : পড়ুয়াদের আর্থিক বাধা কাটবে। কাউকে কোনও কাজে সাহায্য করে প্রশংসিত হবেন। একাধিক উপায়ে আয়ের রাস্তা খুলবে। কর্কট : অলসতার কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। কারিগরি বিষয়ক শিক্ষায় সাফল্য পাবেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। সিংহ : আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশির কারণে ঋণ করতে হতে পারে। পুরোনো সম্পত্তি কেনার আগে বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। কন্যা : আত্মবিশ্বাসের জোরে আজ নতুন কোনও কাজে হাত দিয়ে সফল হবেন। সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক আলোচনায় মীমাংসা হতে পারে। তুলা : আমদানি রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্তদের আশানুরূপ লাভের সম্ভাবনা। কর্মপ্রার্থীরা নতুন চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। বৃশ্চিক : অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। আজ পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। ধনু : খুব কাছের লোকের দ্বারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। মূল্যবান কাগজপত্র হারিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। মকর : আপনার সামান্য কথাকে কেন্দ্র করে সংসারে অশান্তি। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকুন। শারীরিক সমস্যা হতে পারে। কুম্ভ : দীর্ঘদিন পর কোনও প্রিয়জনকে কাছে পেয়ে আনন্দ। বাড়ি সংস্কারে খরচ বাড়বে। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। মীন : আবেগে বেশি টাকা খরচ করে অনুশোচনা করতে হতে পারে। সন্তানের সৃজনশীল কাজের জন্য গর্বিত হবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ বৈশাখ ১৪৩৩, ভাঃ ১৭ বৈশাখ, ৭ মে ২০২৬, ২৩ বহাগ, সংবৎ ৫ জ্যৈষ্ঠ বদি, ১৯ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।৫, অঃ ৬।৩। বৃহস্পতিবার, পঞ্চমী দিবা ৬।৫৯। পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ৩।৫২। সাধ্যযোগ রাত্রি ১১।২৭। তৈতিলকরণ দিবা ৬।৫৯ গতে গরকরণ রাত্রি ৭।৪৪ গতে বণিজকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ৩।৫২ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১০।২২ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ৩।৫২ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ৬।৫৯ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ২।৪৮ গতে ৬।৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৪ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম পূর্ব্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৬।৫৯ গতে মাত্র দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ২।৪৮ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন, দিবা ২।৪৮ মধ্যে ভূমিক্রয়বিক্রয়। বিবাহ- সন্ধ্যা ৬।৩ গতে ৬।৩৪ মধ্যে তুলালগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৪৬ মধ্যে ও ১০।১৫ গতে ১২।৫১ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪০ গতে ২।৫০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পদত্যাগ এসজেডিএ'র চেয়ারম্যানের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ মে : নির্বাচনের ফলপ্রকাশ হতেই ইস্তফা দিলেন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার। মঙ্গলবারই তিনি মুখ্যসচিবকে মেল করে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দেন। বিষয়টি নিয়ে দিলীপের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি। এর মধ্যেই তৃণমূল আমলে এসজেডিএ-র বহু চর্চিত দুর্নীতি মামলার ফাইল ফের খোলা হতে পারে বলে খবর। এরই মধ্যে নবান্নের নির্দেশ অনুযায়ী মঙ্গলবার বিকাল থেকে এসজেডিএ-র অফিসের সামনে পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

এদিকে, সরকার বদল হতেই নতুন করে আশা দেখতে শুরু করেছেন পোড়াঝাড়-কাওয়াখালি ভূমি রক্ষা কমিটির ৩৮০ জন আন্দোলনকারী। যাঁদের মধ্যে ২৩০ জন এমন রয়েছেন যাঁরা দশ কাঠার বেশি জমি দেওয়ার পরেও প্রতিশ্রুতি মতো ফ্ল্যাট পাননি। বাকি ৪০ জন এক কাঠা থেকে দশ কাঠার মধ্যে জমি দেওয়ার পরেও প্লট পাননি। এছাড়াও অনিচ্ছুক জমিদাতাও রয়েছেন। বুধবার দুপুরে কাওয়াখালির ধর্না মঞ্চে অবশ্য কাউকেই দেখা যায়নি।

যদিও ভূমি রক্ষা কমিটির নেতা মিঠুন সরকারের বক্তব্য, 'আমরা আশাবাদী খুব তাড়াতাড়ি সমস্যা মিটে যাবে। বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর মঞ্চে এই সমস্যার কথা তুলে ধরেছিলেন। উনিই এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।'

এসজেডিএ-কে কেন্দ্র করে গত কয়েকমাস ধরেই অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল। দীর্ঘদিন চেয়ারম্যান পদে কাউকে নিযুক্ত করা না হলেও মাসকয়েক আগে দিলীপ দুগারকে চেয়ারম্যান করা হয়। তবে রাজ্যে পালাবদলের পর দিলীপ ইস্তফা দিয়ে দেওয়ায় নতুন করে কে চেয়ারম্যান হবেন তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। এসজেডিএ-র এক কর্মীর কথায়, 'নতুন চেয়ারম্যান কে হবেন? কীভাবেই বা এসজেডিএ চলবে? সেদিকেই আমরা তাকিয়ে রয়েছি।'

কালিম্পংয়ে ইস্তফা ভীমের

শিলিগুড়ি, ৬ মে : ভোটের ফলাফল প্রকাশ হতেই উত্তাপ বাড়ছে পাহাড়ের রাজনীতিতে। এরই মধ্যে এখানকার পুরসভাগুলির দায়িত্বে থাকা প্রশাসক বোর্ড বাতিলের দাবিতে সরব হয়েছে বিজেপি। তারা কালিম্পংয়ের জেলা শাসককে স্মারকলিপিও দিয়েছে। এরই মধ্যে কালিম্পং পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ভীম আগরওয়াল। বুধবার তিনি ইস্তফাপত্র কালিম্পংয়ের জেলা শাসককে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পদত্যাগের কারণ নিয়ে অবশ্য কোনও মন্তব্য করেননি ভীম।

চা বাগানের জমি দখল করে নির্মাণ

অলোকের বাড়ির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৬ মে : তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে চা বাগানের জমি দখল করে বাড়ি তৈরির অভিযোগ উঠেছিল। বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ সেই সময় এর প্রতিবাদ করেছিলেন। শিলিগুড়ি মহকুমার গুলমা চা বাগান এলাকায় থাকা সেই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন তিনি। বাড়ি ভাঙবেন বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন শংকর। সেই সময় দার্জিলিং জেলা ভূমি সংস্কার দপ্তরের তরফে কাজ বন্ধ করে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।

অভিযোগ, তারপরও বাড়ি তৈরির কাজ চালু রেখেছিলেন অলোক। প্রশাসনের তরফে যথাযথ পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের পরাজয়ের পর তৃণমূল নেতা অলোকের ওই বাড়ির কী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। চা বাগানের জমি কীভাবে দখল করা হল সেই ফাইল খুলে কড়া তদন্তের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শংকর।

যদিও বাড়ির জমি তাঁর মেয়ের নামে নথিভুক্ত রয়েছে বলে দাবি করেছিলেন অলোক। ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের মধ্যেও ওই বাড়ির জমির মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে বলে সূত্রের খবর। এই বিষয়ে জানার জন্য একাধিকবার অলোককে ফোন করা হলেও, তিনি মোবাইলে সাড়া না দেওয়ায় এই বিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

এই প্রসঙ্গে শংকর বলেন, 'অবৈধ নির্মাণ কোনওমতেই বরদাস্ত করা হবে না। চা বাগানের জমি দখল করা কোনওভাবেই মানা যায় না। এবার গুলমার অবৈধ নির্মাণ ভাঙা পড়বে।'

- তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান অলোক চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে চা বাগানের জমি দখল করে বাড়ি তৈরির অভিযোগ উঠেছিল
- ওই বাড়ি ভাঙবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ
- গত ১০-১৫ বছরে তৃণমূল নেতারা অবৈধভাবে শিলিগুড়ি মহকুমার বহু সরকারি জমি দখল করেছেন বলে অভিযোগ

শুধু গুলমা চা বাগানের জমি কেলেঙ্কারি নয়, শিলিগুড়ি মহকুমায় প্রচুর সরকারি জমি গত ১০-১৫ বছরে অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

বেআইনিভাবে জমি দখল কিংবা সেই দখল করা জমি বিক্রিতে বেশ কিছু তৃণমূল নেতা মদত দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। নদীর পাড় থেকে জঙ্গলের জমি কিংবা পূর্ত দপ্তরের জমিও তৃণমূল নেতারা অবৈধভাবে দখল করেছিলেন বলে অভিযোগ।

অবৈধভাবে দখল করা জমির হস্তান্তর কিংবা পাট্টা বিলির ফাইল খোলার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন বিজেপি নেতারা। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁ হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, 'তৃণমূলের কিছু নেতা প্রচুর সরকারি জমি বিক্রি করেছে। তদন্ত করলেই সব বের হবে। আমরা সমস্ত ফাইল খুলব।'

২০২২ সালে প্রথমবারের মতো শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ দখল করেছিল তৃণমূল। তারপর থেকে মহকুমা পরিষদের প্রায় সমস্ত প্রকল্পের খরচের হিসেব নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অজয়। আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজের মতো প্রকল্পগুলির পুরানো ফাইল খোলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপি নেতারা। তবে বিজেপি দল ভাঙিয়ে মহকুমা পরিষদের ক্ষমতা দখল করতে নারাজ। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতির পদ থেকে সরে যেতে নারাজ অরুণ ঘোষ। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'দেখা যাক কী হয়।'

ছাতা মাথায় স্কুলের পথে

আলিপুরদুয়ার শহরে বুধবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

চোপড়ায় বিজেপি প্রার্থীর গান্ধিগিরি

চোপড়া, ৬ মে : বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর যখন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত রাজনৈতিক উত্তাপে ফুটছে, ঠিক তখনই সৌজন্যের নজির গড়ে 'গান্ধিগিরি'র বার্তা দিলেন চোপড়ার বিজেপি প্রার্থী শংকর অধিকারী। দলীয় কার্যালয় দখল বা পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝোলানোর মতো ঘটনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেই তালা খুলিয়ে দিলেন তিনি।

ভোটের ফল বেরোনোর পর থেকেই চোপড়া থানার বিভিন্ন এলাকায় অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল। একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় ও তৃণমূলের দলীয় অফিস দখল করে বিজেপি কর্মীরা সেখানে পতাকা টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। বুধবার শংকর নিজে উপস্থিত থেকে মাঝিয়ালি ও সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তালা খোলার ব্যবস্থা করেন। বলেন, 'যারা এই ধরনের কাজ করেছে তারা আমাদের দলের নয়, রাতারাতি কেউ হয়তো নিজে থেকে দলে ঢুকে এসব কাজ করেছে। আমরা চাই পঞ্চায়েত তার নিজস্ব নিয়মে চলুক।'

বিজেপির এই অবস্থানকে সমর্থন জানিয়েছেন শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি অসীম বর্মন। তিনি বলেন, 'কর্মী-সমর্থকদের বার্তা দেওয়া হয়েছে, দলের কড়া নির্দেশ ঝান্ডা পুঁতে জমির দখল, কার্যালয়ে বা সরকারি অফিসে কাজে বাধা দেওয়া যাবে না।'

বিজেপি প্রার্থীর এই ভূমিকায় কিছুটা স্বস্তিতে তৃণমূল শিবিরও। মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কাইয়ুম আলম বলেন, 'এলাকার পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক। বিকেলে কার্যালয়ের তালা খোলা হয়েছে। শীঘ্রই স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হবে।'

তবে সব জায়গায় এখনও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মনেশ্বর মাঝি জানিয়েছেন, তাঁদের কার্যালয় এখনও খোলা সম্ভব হয়নি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এদিন বিকেলে চোপড়া থানায় একটি সর্বদলীয় শান্তি বৈঠক ডাকা হয়। ডিএসপি রাহুল বর্মন সহ বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। চোপড়ার প্রধান জিয়ারুল রহমান জানান, শান্তি বজায় রাখতে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে।

নিখোঁজ মাদ্রাসার পড়ুয়া

ফাঁসিদেওয়া, ৬ মে : আবাসিক মাদ্রাসায় পড়তে এসে নিখোঁজ ভিনরাজ্যের পড়ুয়া! ঘটনাটি ঘটেছে ফাঁসিদেওয়ার চটহাটের তুফানডাঙ্গি এলাকায়। নিখোঁজ পড়ুয়া বছর ১৭-র মুসান্নিফ রেজা বিহারের কিশনগঞ্জের বাসিন্দা। মঙ্গলবার দুপুরে তুফানডাঙ্গি এলাকার মাদ্রাসা থেকে সে বেরিয়ে যায় বলে অভিযোগ। দীর্ঘক্ষণ না ফেরায় মুসান্নিফের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়। পরে তার মা এসে রাতে ফাঁসিদেওয়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। মঙ্গলবার রাতে খোঁজাখুঁজির পর বুধবারও পুলিশের তরফে নিখোঁজ ছাত্রের খোঁজ চালানো হয়। যদিও এদিনও তার কোনও হদিস পাওয়া যায়নি।

এদিকে, মাদ্রাসা সংলগ্ন মহানন্দা ক্যানালের ধারে মুসান্নিফের মোবাইল, চশমা এবং জুতো পাওয়া গিয়েছে। বুধবার বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্যরা মহানন্দা ক্যানালে নেমে তল্লাশি চালায়। তবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই ছাত্রের কোনও খোঁজ মেলেনি। ফলে ভিনরাজ্যের ওই পড়ুয়ার নিখোঁজ হয়ে যাওয়া নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

মাদ্রাসার শিক্ষক আবু সুফিয়ান বলেন, 'দুপুরের খাবার খাওয়ার পর ছাত্রটি পড়তে বসেছিল। এরপর উঠে দোকানে যায়। ফিরে না আসায় আমরা খোঁজ শুরু করি। ওকে ফোন করলে এক অচেনা ব্যক্তি তা রিসিভ করে ফোন কুড়িয়ে পাওয়ার বিষয়টি জানান। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই ছাত্রের একাধিক সামগ্রী উদ্ধার হয়।'

পড়ুয়ার দাদা মুত্তাকিদ রেজা বলেন, 'মাদ্রাসায় এমনিতে কোনও সমস্যা ছিল না। তাই নিখোঁজ হওয়ার কারণ বোঝা যাচ্ছে না।'

বৃষ্টিভেজা বিকেলে পোষ্যদের নিয়ে ঘরে ফেরা। বুধবার কোচবিহারের চাউংগুড়িতে। ছবি : অর্পণা গুহ রায়

দলের নামে অপকর্মে সতর্ক বিজেপি

গেরুয়া শিবিরে যোগ দিতে মরিয়া

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৬ মে : বিজেপি জেতার পরই এনজেপি এলাকার তৃণমূল ঘেঁষা এক কুখ্যাত মস্তান নাকি গায়ে গেরুয়া আবির মেখেছিলেন। ৪০ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির বিজয় মিছিলেও রাতারাতি রং বদলে পেছনের সারিতে শামিল হয়েছিলেন তৃণমূলের কিছু সাধারণ কর্মী। গেরুয়া আবির মেখে গানের তালে নেচে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন তাঁরা কতটা কাছের। গণনার দিন বিজেপিকে এগিয়ে থাকতে দেখে দুপুরের মধ্যেই তৃণমূলের বহু কর্মী বিজেপির শিবিরে এসে বন্ধুত্ব পাতানোর চেষ্টা শুরু করেছিলেন। তৃণমূল কর্মীদের রং বদলের চেষ্টার এমন নানা গল্প উঠে আসছে বিজেপির অন্দর থেকেই।

রাজ্যে বদলের আভাস পাওয়া মাত্রই প্রথম দিকে কিছুটা আড়ালে থেকে বিজেপির উল্লাসে শামিল হওয়ার চেষ্টা করেছেন কিছু কট্টর তৃণমূল সমর্থক। তা কিন্তু নজর এড়ায়নি বিজেপি কর্মীদের। বরং ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের বিজয় মিছিলে যাঁদের তৃণমূল কর্মী হিসেবে শনাক্ত করা গিয়েছিল তাঁদের মিছিল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ৪ নম্বর মণ্ডল সভাপতি অমৃত পোদ্দার। তিনি বলছেন, 'আমাদের কাছে খবর রয়েছে এনজেপি-র এক কুখ্যাত গুন্ডাও নাকি গেরুয়া আবির মেখে আনন্দে ঘুরে বেড়িয়েছে। আমাদের সতর্ক থাকতে হচ্ছে, নজর রাখতে হচ্ছে, যাতে কেউ দলের নাম করে অপকর্ম না ঘটায়।'

বিজেপির কর্মসূচিতে তৃণমূলের কর্মীদের এই স্বেচ্ছা অংশগ্রহণ আদপে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ নাকি রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা, তা নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধছে। তাঁদের এই 'গায়ে পড়া ভালোবাসায়' সিঁদুরে মেঘ দেখছেন বিজেপির পুরোনো কর্মীরা। বিজেপির জয়লাভের পর বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর, তৃণমূলের কার্যালয়ে বিজেপির পতাকা লাগানোর মতো ঘটনাগুলির পেছনেও এই সমস্ত উড়ে আসা লোকেদেরই মদত রয়েছে বলে মনে করছেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা।

বিজেপি জিতে আসার পর দলের কর্মী ও সাধারণ সমর্থকদের মাছ-ভাত খাইয়ে সেলিব্রেশন শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে চম্পাসারিতেও মাছ-ভাত রান্না করে খাওয়ানো হয়েছে। সেখানেই বিজেপি কর্মীদের পেছনের দিকে দাঁড়িয়েছিলেন এমন কয়েকজন যাঁরা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার আগের দিন পর্যন্ত তৃণমূলের হয়ে দাপট দেখিয়েছেন এলাকায়।

পশ্চিম হাতিয়াডাঙ্গায় মঙ্গলবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে অবাক হয়ে যান বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য দিলীপ রায়। এলাকায় যাঁরা এতদিন তৃণমূল করতেন তাঁদের মুখে বিজেপির নাম। তবে এতে সমস্যা যে রয়েছে তা প্রকাশ্যেই বলছেন দিলীপ। তাঁর মতে, 'যাঁদের নামের সঙ্গে তোলাবাজি-দুর্নীতি জড়িয়ে তাঁরা যদি নিজেদের বিজেপি দলের বলে পরিচয় দেন তাহলে সমস্যা আমাদের দলেরই হবে। সেটা আমরা কখনও চাই না। ওপরমহলের নির্দেশ রয়েছে কাউকেই এখন দলে যোগদান করানো হবে না। এঁদের ওপর আমরা নজর রাখব।'

বিজেপি নেতা প্রবীণ আগরওয়াল বলছেন, 'রাজনৈতিক অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কারণে হয়তো তৃণমূল কর্মীরা এসব করছেন। যেখানে-যেখানে তৃণমূলের পার্টি অফিস দখল, ভাঙচুর হয়েছে সেসব ওঁদের মদতেই হয়েছে। আমাদের কর্মীরা সেই জায়গাগুলোতে পৌঁছে অফিস ফিরিয়ে দিয়েছেন। ঝান্ডা খুলে নিয়েছেন। আমরা সব স্তরেই এই সমস্যার কথা জানিয়ে রেখেছি।'

শহরজুড়ে তৃণমূলিদের এমন কাণ্ড নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। কোন স্বার্থে পাড়ায় পাড়ায় ভোল বদলাচ্ছেন তৃণমূল কর্মীদের একাংশ তা বুঝে মুচকি হাসছেনও অনেকে। তবে এই ভোলবদল করে ফের টাকা আদায় বা দাদাগিরি করার চেষ্টা হতে পারে বলে আগে থেকেই সাবধান করছেন বিজেপি নেতারা। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল স্পষ্ট বলেন, 'এই খবরগুলো আমরা পেয়েছি। বিজেপির নাম করে অনেকেই পরিবেশ অশান্ত করার চেষ্টাও করছেন। পুলিশ-প্রশাসনকে বলা আছে ওঁদের ধরে সবরকম আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার। আমরাও দেখব কারা তাঁদের ছাড়াতে যায়। আমরা অরাজকতা-দাঙ্গা সৃষ্টির পক্ষে নই।'

খোলা রয়েছে বিজেপির পার্টি অফিস। শিলিগুড়িতে। -সূত্রধর

মাদক পাচারে নতুন মুখে উদ্বেগ

শিলিগুড়ি, ৬ মে : মাদক কারবারে নতুন নতুন মুখ! নাজেহাল প্রশাসন। অনেকক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, কম সময়ে বেশি টাকা উপার্জনের লক্ষ্যে অপরাধ জগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন কমবয়সি তরুণ-তরুণীরা। এদিকে, তাঁদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারির ক্ষেত্রে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে প্রশাসনের। তাই নতুন 'মুখ'দের খোঁজে এবার নয়া কৌশল নিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। বিভিন্ন এলাকায় সচেতন নাগরিকদের নিয়ে কমিটি গঠনের পাশাপাশি একটি হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। মূলত সন্দেহজনকভাবে কাউকে এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখলে ওই কমিটি খবর দিচ্ছে পুলিশকে।

ওয়েস্ট জোনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমরা মাদক পাচারপ্রবণ এলাকায় সচেতন মানুষকে নিয়ে কমিটি গঠন করেছি। এছাড়া হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। সেখানে আইসি-ওসিদের নম্বর থাকছে। পরে আলাদা করে নম্বর দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার থেকেই আমরা হেল্পলাইন নম্বরের পোস্টারিং শুরু করব। পুলিশ কমিশনারেটের নির্দেশে মাদকমুক্ত শহর গড়ে তোলার ব্যাপারে আরও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এরজন্য সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে।'

মঙ্গলবার বিশ্বাস কলোনি এলাকা থেকে ৪০০ গ্রামের বেশি ব্রাউন সুগার সহ মহম্মদ সফিজুদ্দিন ওরফে মহম্মদ সফিক নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বাড়ির তিনটে ঘরভাড়া দিয়ে সংসার চলত ওই ব্যক্তির। পুলিশ ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছে, মাসখানেক আগে ওই ব্যক্তি মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ধৃতের বাড়ি থেকে মাদক ছাড়া মোবাইল সহ নগদ ৫ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।

> মাদক পাচারপ্রবণ এলাকায় সচেতন মানুষকে নিয়ে কমিটি গঠন করেছি। এছাড়া হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। সেখানে আইসি-ওসিদের নম্বর থাকছে।
>
> **কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ**
> *ডিসিপি (ট্রাফিক)*

তবে এই প্রথম নয়, গত দেড় বছরে মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত তিনটে নতুন মুখের হদিস পেয়েছে পুলিশ। এর মধ্যে মাদক হাতবদলের সময় এক তরুণী গ্রেপ্তার হন। কয়েকদিন আগে মাটিগাড়া থানার পুলিশ আয়ুশ মাহাতো নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের মা আগে মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

কিন্তু কেন মাদক কারবারকে 'পেশা' হিসাবে বেছে নিচ্ছেন তরুণ-তরুণীরা? অবশ্যই এর প্রথম এবং প্রধান কারণ সহজে বেশি টাকা উপার্জন। প্রতিবার পাচারে ৫০০-২০০০ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যায়। এছাড়া নতুন ছেলেমেয়েদের ব্যবহার করে মাদক কারবারের পান্ডারা নিশ্চিন্তে থাকতে পারছেন। কারণ, এঁদের বেশিরভাগের কোনও 'ক্রিমিন্যাল হিস্ট্রি' নেই। এলাকায় সাধারণ ছেলেমেয়ে হিসাবে তাঁরা পরিচিত। ফলে পুলিশের সন্দেহের তালিকায় তাঁরা থাকছেন না। আর এই বিষয়টির ফায়দা তুলছে মাদক কারবারিরা।

বালি তোলা বন্ধ স্থানীয়দের বাধায়

শিলিগুড়ি, ৬ মে : ফুলবাড়ির কামরাঙ্গাগুড়িতে মহানন্দা নদী থেকে বালি তোলা বন্ধ করে দিলেন স্থানীয়রা। বুধবার স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখিয়ে বালি তোলা বন্ধ করে দেন। বাগডোগরা বিমানবন্দরের চলমান নির্মাণকাজের জন্য যে বালি প্রয়োজন তার জন্য এই ঘাটটি লিজ দেওয়া হয়েছিল। তবে এখান থেকে বালি তুলে অন্যত্র পাঠানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ। এই কারণেই এদিন বালি তোলা বন্ধ করে দেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। যদিও এদিন আর এই ঘাট থেকে বালি তোলা হয়নি।

বৃদ্ধা মাকে ফেলে সপরিবারে চম্পট কৃষ্ণর

জলপাইগুড়ি, ৬ মে : বারোপাটিয়া সহ রাজগঞ্জের চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতে কার্যত জঙ্গলের রাজত্ব গড়ে তুলেছিলেন তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস। কত লোকের জমি, চা বাগান কেড়ে নিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। বহু মানুষকে টাকা নিয়ে জবরদখল করা জমিতে বসিয়ে আবার পরে উচ্ছেদ করে দিয়েছেন। বহু মানুষের জমিতে চাষ বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি। কথায় কথায় জরিমানা, নিজের মতো করে শাস্তি, সালিশি সভা বসিয়ে অত্যাচার ছিল জলভাত। কৃষ্ণ বাহিনীর অত্যাচারে মুখ বুজে থাকা মানুষগুলো ভোটের ফল বেরোতেই ফুঁসে উঠেছেন। আর সেই ভয়েই অথর্ব বৃদ্ধা মাকে বাড়িতে ফেলে রেখে সপরিবারে পালিয়েছেন কৃষ্ণ। এলাকাছাড়া তাঁর বাহিনীও। জনমানবশূন্য কৃষ্ণর বাড়িতে এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে ছাগল, কুকুর। এলাকার মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে একটাই কথা, 'এলাকাছাড়া যখন একবার হয়েছে, আর এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হবে না কৃষ্ণকে।'

বিজেপি কর্মীদের ওপর কৃষ্ণ এবং তার অনুগামীদের সশস্ত্র হামলায় মঙ্গলবার থেকেই উত্তপ্ত রাজগঞ্জ বিধানসভার বারোপাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত। ঘটনার পর কৃষ্ণ এবং তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের হতেই সপরিবারে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছেন তিনি। ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যে পুলিশ তাঁর সাত অনুগামীকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সুপার অমরনাথ কে বলেন, 'আমরা বারোপাটিয়ার ওই ঘটনায় সাতজনকে গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছি। ঘটনার মূল অভিযুক্ত কৃষ্ণ দাস পলাতক। আশা করছি শীঘ্রই আমরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারব।'

বেলাকোবাগামী রাস্তায় পেট্রোল পাম্পের গা ঘেঁষে যাওয়া নির্মীয়মাণ রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে গেলেই নজরে আসবে প্রত্যন্ত গ্রামের মধ্যে কৃষ্ণর প্রাসাদোপম বাড়ি। বাড়িতে ঢুকতে গেলে অন্য সময় যেখানে তাঁর বাউন্সার বাহিনীর হাজারো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হত, আজ সেই এলাকা এখন জনমানবশূন্য। বাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পথকুকুর আর কিছু ছাগল। অনেক ডাকাডাকির পর বেরিয়ে এলেন না কেউই।

বাড়ির পাশের এক মহিলাকে জিজ্ঞাসা করতেই তাঁর উত্তর, 'মঙ্গলবার দুপুরের পরেই বাড়ির সকলেই পালিয়ে গিয়েছেন। অথর্ব বৃদ্ধা মা সারারাত একাই বাড়িতে ছিলেন। এদিন সকালে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় এসে তাঁকে নিয়ে গিয়েছেন।' বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কানে এল আশপাশে কোথাও তারস্বরে ডিজেতে বিজেপির ভোটের থিম সং বাজছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল কৃষ্ণর বাড়ির এলাকার বুথেও বিজেপি চার ভোটে তৃণমূলকে পরাজিত করেছে। কৃষ্ণর কাজকর্ম নিয়ে মুখ খুলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়। তিনি বলেন, 'এটা দলের কোনও ব্যাপার নয়। ওটা ওর ব্যক্তিগত বিষয়। দল কখনও বলেনি কৃষ্ণ দাস তুমি মারামারি করো। যে আদা খাবে তার ঝাল লাগবে। কই আমাকে তো কেউ মারতে আসেনি। যে অন্যায় করবে সে সাজা পাবে।

পদ্মের পুরোনো প্রতিশ্রুতি পালনের আশায় মালতী

সাগর বাগচী

মান্তাদারি (রাজগঞ্জ), ৬ মে : রাজ্যে পালাবদল ঘটতেই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন ২০২০ সালে ৭ ডিসেম্বর উত্তরকন্যা অভিযানে গিয়ে মৃত্যু হওয়া বিজেপি কর্মী উলেন রায়ের স্ত্রী মালতী রায়। অন্যদিনের মতো বুধবার সকালেও বাড়ির পাশের চা বাগানে পাতা তুলতে গিয়েছিলেন মালতী। পাতা তোলার পর গাড়ি আসার অপেক্ষা করছিলেন।

এদিন স্বামীর মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আমার স্বামীকে খুন করেছে। শুধু তাই নয়, তৃণমূল কংগ্রেস স্বপ্না বর্মনকে ভোটে দাঁড় করিয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ ইচ্ছে করে নষ্ট করেছে।'

উত্তরকন্যা অভিযানে গিয়ে ফুলবাড়ির ক্যানাল রোডে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান উলেন। সিআইডি ঘটনার তদন্ত করলেও আজ পর্যন্ত জানা যায়নি, পুলিশ নাকি অন্য কারও ছোড়া গুলিতে সেদিন উলেনের মৃত্যু হয়েছিল। তবে এখন রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলাদা। নির্বাচনে বিপুল আসনে জয়ের পর সরকার গঠনের পথে বিজেপি। নতুন সরকারের কাছে স্বামীর মৃত্যুর ঘটনার আসল কারণ উদ্‌ঘাটনের জন্য সিবিআই তদন্তের দাবি জানাবেন বলে জানিয়েছেন মালতী।

স্বামীর মৃত্যুর পর দুই ছেলে ও এক মেয়েকে বড় করতে গত ছ'বছর ধরে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করেছেন মালতী। আর্থিক অনটনে দুই ছেলে মাঝপথে পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে বলে তিনি জানালেন। তবে রাজ্যে পালাবদলে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াবার স্বপ্ন দেখছেন তিনি। স্বামীর মৃত্যুর পর বিজেপি নেতারা খোঁজখবর নেয়? প্রশ্ন শুনে পাতা তোলা বন্ধ করে বাগান থেকে বেরিয়ে মালতী বললেন, 'বিজেপি সরকারে আসায় আমরা খুব খুশি। বিজেপিকে জেতাতে আমরাও প্রচার করেছি। প্রতি বছর স্থানীয় বিজেপির নেতারা স্বামীর মৃত্যুবার্ষিকীতে আসেন। স্বামীর মৃত্যুর পর রাজ্যের সমস্ত নেতা বাড়িতে এসেছিলেন। বিজেপির তরফে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছিল। বিজেপি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেটা নিশ্চিতভাবে পালন করবে।'

উলেনের দাদা দেবাশিস রায় জানালেন, ভাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী খুবই আর্থিক সংকটে পড়েছিলেন। বাড়ির উলটো দিকে, ভাইয়ের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'ভাই বিজেপির জন্য সারা জীবন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছে। বিজেপির এই বিপুল জয়ের পেছনে আমার ভাইয়েরও অবদান রয়েছে। নতুন সরকার শপথ নেওয়ার পর ভাইয়ের সংসারের দায়িত্ব নিক সেটাই চাই।'

বিজেপির দাবি ছিল, পুলিশের ছোড়া গুলিতে মৃত্যু হয়েছে উলেনের। পরে সিআইডি ঘটনার তদন্তভার নেয়। আজও তার কিনারা হয়নি। এনিয়ে মালতীর বক্তব্য, 'আমরা গরিব মানুষ তাই বিচার পাইনি। নতুন বিধায়কের কাছে দাবি, ফের তদন্ত হোক। মমতার সরকার আমার স্বামীকে কেড়েছে। সিবিআই তদন্ত হলে সবটা পরিষ্কার হবে।'

উত্তরকন্যা অভিযানে খুন হন স্বামী

চা বাগানে পাতা তুলতে ব্যস্ত মালতী রায়। বুধবার। -সংবাদচিত্র

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ক্ষণিকের বিশ্রাম।। মালদায় ছবিটি তুলেছেন দুর্বার সান্যাল।

পদত্যাগে আগ্রহী ডিপিএসসি'র চেয়ারম্যান

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৬ মে : কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বুধবার স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি গাইডলাইন ২০২৬ প্রকাশ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ অনুযায়ী স্কুলগুলোকে পরিচালনা করা হবে। স্কুলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই কমিটিতে অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষাবিদ এবং লোকাল অথরিটির সদস্যরা মিলে বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব সামলাবেন। এই গাইডলাইন প্রকাশের পরই বর্তমান স্কুল পরিচালন সমিতিগুলিকে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এর মধ্যেই জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায় জানিয়েছেন, তিনি পদ থেকে দ্রুত ইস্তফা দেবেন।

দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে স্কুল পরিচালন সমিতি ও জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি ও সদস্য পদে শাসকদলের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। তৃণমূল সরকারে থাকাকালীন অনেক সভাপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতিরও অভিযোগ উঠেছিল। বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ এদিন বললেন, 'তৃণমূলের আমলে স্কুলগুলোতে যে যে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, প্রতিটি ঘটনার তদন্ত হবে।'

অনিয়মের তদন্ত দাবি শংকরের

শিলিগুড়ি কলেজের লাইব্রেরির বই কেনা নিয়েও প্রভাব খাটানোর অভিযোগ উঠেছিল। চলতি বছর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়ের বিরুদ্ধে প্রাথমিকে স্কুলে জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চালানো নিয়ে একাধিক অভিযোগ ওঠে। জানা গিয়েছিল, ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা সরকারি তরফে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও চরম বেহাল ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে পরিচালনার অভিযোগ ওঠে। বিভিন্ন সময় স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের হেনস্তার অভিযোগও রয়েছে অনেক পরিচালন সমিতির সভাপতির নামে। হায়দরপাড়া বুদ্ধভারতী বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক স্বপনেন্দু নন্দী বলেন, 'প্রভাব খাটিয়ে সেসময়ের পরিচালন সমিতির সভাপতির মিথ্যা অপবাদে আমাকে সাত মাস সাসপেন্ড থাকতে হয়েছিল। কিন্তু পরে আইনি লড়াইয়ে জিতে আবার স্কুলে যোগ দিয়েছিলাম।' তৃণমূল আমলে যে সে স্কুল, কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতিদের বিরুদ্ধে বিতর্ক হয়েছিল, সেই ঘটনাগুলোর তদন্ত চাইছেন শিক্ষকদের একাংশ। শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপিকা বিদ্যাবতী আগরওয়াল বলছেন, 'তদন্ত হলে তো অনেককিছুই সামনে আসবে। তবে নতুন পরিচালন সমিতি গঠন না হওয়া পর্যন্ত তদন্ত হবে কি না তা নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না।'

গৈরিকীকরণের পরিকল্পনা

ছাত্র সংসদ ভোট চায় এবিভিপি

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৬ মে : নতুন সরকারের মন্ত্রীসভা গঠনের পরেই দ্রুত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নির্বাচন চাইছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেছে বিদ্যার্থী পরিষদ। বুধবার এনিয়ে শিলিগুড়িতে সংগঠনের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের দপ্তরে একপ্রস্থ বৈঠকও হয়েছে। বৈঠকের পর সংগঠনের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের রাজ্য সভাপতি বিশ্বজিৎ রায় বলেছেন, 'কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়াশোনার পরিবেশ ফেরানোই আমাদের লক্ষ্য। তবে তার আগে ছাত্র সংসদ গঠন করতে হবে। সেজন্য ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকটি সংগঠন যাতে তাদের সাধ্যমতো নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে, সেই পরিবেশ তৈরির চেষ্টা হবে।' এদিকে তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরে অন্য সরকারি ভবনের মতো কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভবনও নীল, সাদা রং করা হয়েছিল। এবার সেগুলি গেরুয়া রং হবে কি না, সেই প্রশ্নে এবিভিপির তরফে দাবি করা হয়েছে, তারা গেরুয়া রংয়ের পক্ষে। তবে তা সরকারি বিষয়।

রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনগুলিতে এই ছাত্র সংগঠন এতদিন দুর্বল ছিল। এবার রাজ্যে বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতেই এবিভিপি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়ন রুমগুলি দখলের চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে বলে অভিযোগ। কোথাও এবিভিপির সদস্যরা ইউনিয়ন রুমের তালা ভেঙে ঢুকছেন, তো কোথাও ক্যাম্পাস চত্বরে গেরুয়া পতাকা ঝুলিয়ে দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ। মঙ্গলবারই এবিভিপি সদস্যরা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সংগঠনের পতাকা নিয়ে মিছিল করেন। পরে ছাত্র সংসদের অফিসঘর খুলে গঙ্গাজল ছিটিয়ে সেখানে সরস্বতীমূর্তি বসান সংগঠনের সদস্যরা। তবে এবিভিপির তরফে দাবি করা হয়েছে, তারা দখলদারি রাজনীতির পক্ষে নয়। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গেরুয়া পতাকা লাগানোর মূলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং বাম ছাত্র সংগঠনগুলির হাত দেখছে তারা। অনেকে ইউনিয়ন রুমগুলিতে গেরুয়া পতাকা লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন এবিভিপির উত্তরবঙ্গ প্রদেশের সম্পাদক দীপ দত্ত। তিনি বলছেন, 'এবিভিপির নাম করে কেউ কেউ অন্যায় করার চেষ্টা করছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার পরিবেশ নষ্টের চেষ্টা হলে আমরা ছেড়ে কথা বলব না।'

প্রসঙ্গত, রাজ্যে ২০১৭ সালে শেষ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে

> **কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়াশোনার পরিবেশ ফেরানোই আমাদের লক্ষ্য। তবে তার আগে ছাত্র সংসদ গঠন করতে হবে।**
>
> -বিশ্বজিৎ রায়
> *রাজ্য সভাপতি (উত্তরবঙ্গ প্রান্ত), এবিভিপি*

ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়েছিল। এবার দ্রুত সেই বকেয়া নির্বাচন চাইছে এবিভিপি। তার আগেই এবিভিপি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিজেদের ক্ষমতা জাহিরের চেষ্টা করছে। সংগঠন সূত্রে খবর, আগামী ৩-৪ মাসের মধ্যে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সক্রিয় কমিটি গঠন করার চেষ্টা করবে তারা।

তবে শুধু এবিভিপিই নয়, শিলিগুড়ি সূর্য সেন কলেজের গেটে বাম ছাত্র সংগঠন ডিওয়াইএফআই পতাকা লাগিয়ে দেয়। এসএফআইয়ের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক অনিকেত দে বলেছেন, 'দীর্ঘদিন টিএমসিপি ভোট বন্ধ করে অবৈধভাবে ইউনিয়ন চালাচ্ছিল। সেখানে অসামাজিক কাজ চলছিল।' এদিকে টিএমসিপির দার্জিলিং জেলা সমতলের সভাপতি তনয় তালুকদার বলছেন, 'নতুন সরকার ভোট করালে স্বাগত।'

সাংবাদিক বৈঠকে এবিভিপি নেতৃত্ব। শিলিগুড়িতে বুধবার।

প্রহৃত মহিলা

শিলিগুড়ি, ৬ মে : রাত হলেই এলাকায় মদ খেয়ে হুজ্জতির প্রতিবাদ করায় প্রতিবেশী তরুণ বাপি লোহারকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। স্বামীকে মারধর খেতে দেখে এগিয়ে গেলে প্রহৃত হন স্ত্রী ব্রিজিত লোহারও। মঙ্গলবার রাতে চামটা চা বাগান এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রহৃত ওই তরুণের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল গভীর রাতে পাঞ্চু চিকবড়াইক নামে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

এদিকে, মঙ্গলবার রাতে মারধরের দুটি পৃথক ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। এর মধ্যে প্রধাননগর থানার মাল্লাগুড়ি এলাকায় একটি মারপিটের ঘটনা ঘটেছে। একটি বাইক ও সাইকেলে ধাক্কা লাগাকে কেন্দ্র করে ওই ঝামেলা বাধে। অভিযোগ, ধাক্কা মারার পরেই সাইকেলচালক মহাদেব মাহাতো ওই বাইকচালককে মারধর করেন। প্রধাননগর থানার পুলিশ মহাদেবকে গ্রেপ্তার করে। আবার ভক্তিনগর থানার পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাস সংলগ্ন এলাকায় তর্কাতর্কির জেরে এক তরুণকে মারধরের অভিযোগে ওঠে রোহিত দাস ও তমাল ধর নামে দুই তরুণের বিরুদ্ধে। ওই দুই তরুণকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

গ্রেপ্তার ৮

শিলিগুড়ি, ৬ মে : ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় মঙ্গলবার রাতে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করে এনজেপি থানার পুলিশ। যার মধ্যে ৫ জন বিজেপির কর্মী-সমর্থক রয়েছেন। বাড়িভাসার বাঁশবাড়ি এলাকায় অস্ত্র নিয়ে দুই বিজেপি কর্মীর ওপর আক্রমণ চালানোর ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

চায়ের দোকানে আক্রান্ত পদ্ম নেতা

ব্যাগ থেকে গড়িয়ে পড়ল বোমা

মনজুর আলম

চোপড়া, ৬ মে : চোপড়ার কালাগছ এলাকায় শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার কিষান মোর্চার জেলা সম্পাদক শ্যামল সরকারের ওপর বোমা, লাঠি নিয়ে হামলার অভিযোগ উঠল। তবে স্থানীয়দের তাড়া খেয়ে পালানোর সময় এক দুষ্কৃতীর ব্যাগ থেকে একটি বোমা গড়িয়ে পরে। পরে পুলিশ এসে ওই ব্যাগ থেকে আরও ৮টি বোমা উদ্ধার করে। গোটা ঘটনায় এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। অল্পের জন্য বড় কোনও অঘটন এড়ানো গেলেও এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাস্তার ধারের একটি চায়ের দোকানে দু'পক্ষের মধ্যে কোনও একটি বিষয় নিয়ে বচসা শুরু হয়। বিবাদ থেকে হাতাহাতি ও মারপিট শুরু হয়ে যায়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে স্থানীয়রা বিবাদ থামাতে এগিয়ে যান। অভিযুক্তদের কয়েকজন পালিয়ে গেলেও দুজনকে স্থানীয়রা ধরে ফেলেন। একজনের পিঠের ব্যাগ রাস্তায় পড়ে যায়। সেসময়ে ব্যাগ থেকে একটি বোমা রাস্তায় গড়িয়ে পড়ে। বোমা বেরিয়ে আসতেই চমকে ওঠেন সকলে। দুজনকে ঘিরে উত্তম-মাধ্যম দেওয়া শুরু করে জনতা। এরপরই পুলিশ দুজনকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

এদিকে, দোকান মালিকের ছেলে কৃষ্ণগোপাল পাল বলছেন, 'হালকা বৃষ্টি পড়ছিল। শ্যামল বাইরে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এমন সময় তিন-চারজন এসে তার উপর হামলা চালায়। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা এগিয়ে আসেন। তারপরেই ব্যাগ থেকে বোমা গড়িয়ে পড়ে।'

স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এলাকায় তোলাবাজির প্রতিবাদ করায় দুষ্কৃতীদের একাংশ শ্যামলের ওপর চড়াও হয়। যারা একাজ করেছে, তারা দলের কেউ নয়। দু'দিন আগে বিজেপি কর্মী বলে দাবি করে এলাকায় এসব করে বেড়াচ্ছে। বিজেপির ১ নম্বর মণ্ডলের সহ

কালাগছে ব্যাগভর্তি বোমা ঘিরে পুলিশ। বুধবার।

সভাপতি পিনু চক্রবর্তী বলেন, 'যে দুজনকে পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছে, তারা আমাদের দলের কেউ নয়। শুনেছি তাদের একজনের ব্যাগ থেকে বোমা উদ্ধার হয়েছে।'

শ্যামল সরকার বলেন, 'স্থানীয় বাসিন্দা শ্রীবাস মণ্ডল সহ কয়েকজন ইচ্ছাকৃতভাবে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে। তোলাবাজির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোতেই হামলা চালানো হয়।' ঘটনার সময় উপস্থিত স্থানীয়দের তৎপরতায় অভিযুক্তদের মধ্যে দুজনকে আটকে রাখা হয়। এরপরেই ব্যাগ থেকে বোমা বেরিয়ে আসে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান চোপড়া থানার আইসি কেশব বড়াল, ডিএসপি রাহুল বর্মন। আইসি জানিয়েছেন, উত্তেজিত জনতার রোষ থেকে পুলিশ ওই দুই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। বিকালে সিআইডির বম্ব স্কোয়াড ব্যাগ ও রাস্তায় পড়ে থাকা বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করে। এই ঘটনার নেপথ্যে বড় কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন।

স্থানীয়দের সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল ১১টা নাগাদ হাতে লাঠি, কাঁধে ব্যাগ নিয়ে চায়ের দোকানের সামনে ঢুকে শ্যামলকে এলোপাতাড়ি মারধর শুরু করে দুষ্কৃতীরা। এদিকে, কালাগছ থেকে ভৈষপিটা রুটের রাস্তার উপর ব্যাগ ও বোমা পড়ে থাকায় কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে যায়। পুলিশ ও স্থানীয়দের থেকে জানা গিয়েছে, ঘটনায় শ্রীবাস মণ্ডল ও সঞ্জয় সরকার নামে দুজনকে পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছে। তাদের মধ্যে শ্রীবাস কয়েক বছর আগে একজন পুলিশকর্মীকে খুনে অভিযুক্ত। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ। আইসি কেশব বড়াল বলেন, 'মোট ৯টি বোমা উদ্ধার হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।'

বিজেপির পতাকা নিয়ে নালিশ

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৬ মে : তৃণমূলের একাধিক কার্যালয়ের পর এবার লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বিজেপির পতাকা লাগানোর অভিযোগ উঠেছে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। ওই পঞ্চায়েতের প্রধান মমতা বর্মন এবং উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষের দাবি, এই পরিবেশে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাঁরা নকশালবাড়ির বিডিওকে জানিয়েছেন। যদিও বিডিও প্রণব চট্টরাজের সঙ্গে এব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে তাঁর উত্তর, 'আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।' বিজেপির দাবি, ওই গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে দলের পতাকা ইতিমধ্যেই খুলে নেওয়া হয়েছে।

বাগডোগরা

বুধবার লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে গিয়ে দেখা গেল, প্রধান নেই। উপপ্রধান পাশের সেক্রেটারির ঘরে বসে রয়েছেন। নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিতে পরিষেবার জন্য সাধারণ মানুষ প্রায় ছিলেন না বললেই চলে। উপপ্রধান অভিযোগের সুরে বললেন, 'মঙ্গলবার বিজেপির কিছু কর্মী-সমর্থক আমাদের অফিসের বাইরে ঝান্ডা লাগিয়ে দেন। এরপর অফিসে ঢুকে চেয়ারের পিছনে ঝান্ডা লাগানো হয়। ছবি সহ নকশালবাড়ির বিডিওকে জানিয়েছি। এখন বিডিও কী করেন সেই অপেক্ষায় আছি।'

সোমবার বাগডোগরা ক্ষুদিরামপল্লিতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের তালা ভেঙে বিজেপির ঝান্ডা লাগানো হয় বলে অভিযোগ। যদিও বিজেপির জেলা প্রোটোকল ইনচার্জ সজলকান্তি সরকার বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের ঝান্ডা খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের ঝান্ডাও খুলে দেওয়া হয়েছে। আমরা এসবে বিশ্বাস করি না।'

পদ্মের পসরা সাজিয়ে। গাজোল বাজারে পঙ্কজ ঘোষের ক্যামেরায়।

২০ বছরের কারাদণ্ড

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৬ মে : চার বছরের নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার ঘটনার ৯ বছর পর এক ব্যক্তিকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত। দোষী সাব্যস্ত হওয়া রাম ভগতের বিরুদ্ধে ২০১৭ সালে ওই নাবালিকাকে চকোলেটের লোভ দেখিয়ে যৌন হেনস্তা করার অভিযোগ ওঠে। সেই মামলায় মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বিশেষ পকসো কোর্টের অ্যাডিশনাল সেশন জজ অনীতা মেহেত্রা মাথুর ওই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। বুধবার দোষীকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি ১৫ হাজার টাকার জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে ৬ মাসের অতিরিক্ত সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়।

২০১৭ সালের ২১ অক্টোবর রাম ভগতের বিরুদ্ধে ওই নাবালিকার পরিবার শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করে। বছর চারেকের ওই নাবালিকা রাম ভগতকে দাদু বলে ডাকত। অভিযোগ ছিল, চকোলেটের লোভ দেখিয়ে ওই ব্যক্তি বাচ্চাটিকে নিয়ে পাশের মাঠে যায়। সেখানে নাবালিকার পোশাক খুলে তার গোপনাঙ্গে ওই ব্যক্তি হাত দেয় বলে

নাবালিকাকে যৌন হেনস্তা

অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি বাচ্চাটি বাড়িতে এসে তার ঠাকুমাকে জানায়। এরপর পরিবারের তরফে নাবালিকার কাকা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে রাম ভগতকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তিন মাস জেলে থাকার পর অভিযুক্ত শর্তসাপেক্ষে জামিন পায়। তবে জামিন পেয়ে ওই ব্যক্তি পালিয়ে যায়। এক বছর আগে পুলিশ তাকে আবার গ্রেপ্তার করে। তারপর থেকে ওই ব্যক্তি সংশোধনাগারে রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে আদালতে শুনানি চলাকালীন ৮ জনের স্বাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। যার মধ্যে নাবালিকার পরিবার, প্রতিবেশী, চিকিৎসক ছিলেন।

বিষয়টি নিয়ে সরকারি আইনজীবী সুনন্দা সরকার বলেন, 'পকসো আইনের সেকশন ৬ ও সেকশন ৮-এর ভিত্তিতে ওই ব্যক্তির সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। রাম ভগত টিকিয়াপাড়া এলাকায় একটি দোকানে কাজ করত। ঘটনার পর তদন্তকারী অফিসার অসুস্থ থাকায় চার্জশিট দিতে দেরি হয়েছিল। সেইজন্য আদালত ঘটনার পর শর্তসাপেক্ষে ওই ব্যক্তিকে জামিন দিয়েছিল। কিন্তু পরে রাম ভগতকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আদালত নির্যাতিতাকে ৩ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে।'

বিমলদের তৎপরতায় অশান্তির আঁচ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৬ মে : পাহাড়ের তিনটি আসনে বিজেপি জিততেই যেন বাড়তি অক্সিজেন পেয়ে গিয়েছেন বিমল গুরুং এবং তাঁর দল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা-নেত্রীরা। পাহাড়ের হারানো মাটি ফিরে পেতে বুধবার থেকেই রণনীতি তৈরি করে ময়দানে নেমে পড়েছেন বিমলরা। দখল হয়ে যাওয়া পার্টি অফিসগুলি ফেরানো সহ বেশ কিছু রণনীতি নেওয়া হয়েছে। তিনি এদিন জানিয়েছেন, ১৪ মে জিটিএ-র সদর দপ্তর লালকুঠি ঘেরাও করা হবে। এদিন কালিম্পংয়ে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) দখলে থাকা পার্টি অফিস দখলের জন্য জড়ো হন কয়েকশো মোর্চা নেতা-কর্মী। পরিস্থিতি মোকাবিলায় দ্রুত প্রচুর পুলিশ, র‍্যাফ এবং কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী সেখানে মোতায়েন করা হয়। এই ঘটনার পর থেকেই পুলিশ পাহাড়ে বিজিপিএম এবং তাদের বন্ধু পার্টি তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়গুলিতে নজরদারি শুরু করেছে। যে কোনওরকম অশান্তি মোকাবিলায় প্রস্তুত বলে পুলিশ জানিয়েছে।

২০০৭ সালে দল গঠনের পর পাহাড়ে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছিল বিমলের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। সেই সময় দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্সিয়াং, মিরিক, সুখিয়াপোখরি সহ গোটা পাহাড়ে প্রচুর দলীয় কার্যালয় তৈরি করা হয়েছিল। কালিম্পংয়ের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের পাশেই বিরাট জায়গা নিয়ে মোর্চার দলীয় কার্যালয় তৈরি হয়েছিল। কালিম্পংয়ের তৎকালীন মোর্চা নেতা ডঃ হরকারাবাহাদুর ছেত্রী এই পার্টি অফিস তৈরির অন্যতম কারিগর ছিলেন।

২০১৭ সালের জুন মাসে পাহাড়ে হিংসাত্মক আন্দোলনের পর বিমল সহ পার্টির প্রথম সারির নেতারা আত্মগোপন করেন। সেপ্টেম্বরে অনীত থাপা এবং বিনয় তামাং রাজ্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পাহাড়ের শাসন ক্ষমতায় ফেরেন। বিমলকে দল থেকে বের করে মোর্চার দায়িত্ব হাতে নেন। যদিও ২০২১ সালে বিনয়-অনীতের মধ্যেও মতভেদ তৈরি হয়। এর পরেই ২০২২ সালে অনীত পাহাড়ে নতুন দল বিজিপিএম তৈরি করেন। জিটিএ, পঞ্চায়েতে একচ্ছত্রভাবে ক্ষমতায় এসেছেন অনীতরা। এর পরেই বিজিপিএম কালিম্পং সহ পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় থাকা মোর্চার অফিসগুলির দখল নেয়। বর্তমানে একমাত্র সিংমারির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছাড়া মোর্চার সেই অর্থে পুরোনো কোনও অফিসের অস্তিত্ব নেই।

এবার বিধানসভা ভোটে কালিম্পং, দার্জিলিং এবং কার্সিয়াং-এই তিনটি আসনেই অনীত থাপার বিজিপিএম এককভাবে প্রার্থী দিয়েছিল। অন্যদিকে মোর্চা এবং জিএনএলএফকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপি তিনটি আসনে প্রার্থী দেয়। ভোটের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, বিজেপির কাছে তিনটি আসনেই ধরাশায়ী হয়েছে অনীতের বিজিপিএম। আর এরপরেই মোর্চা পাহাড়ে কিছুটা হলেও হারানো মাটি খুঁজে পেয়েছে। ভোটের আগে পর্যন্ত কালিম্পংয়ে মোর্চার খুব বেশি দলীয় ঝান্ডা দেখা যায়নি। দেখা মেলেনি নেতা-নেত্রীদেরও। কিন্তু বুধবার শয়ে-শয়ে মোর্চা নেতা-নেত্রী ঝান্ডা হাতে ডম্বরচক সংলগ্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের পাশে থাকা বিজিপিএমের কার্যালয় ঘেরাও করেন। অনীতের পার্টির বিরুদ্ধে উত্তপ্ত স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

- ডম্বরচক সংলগ্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের পাশে থাকা বিজিপিএমের কার্যালয় ঘেরাও করে মোর্চা
- ১৪ মে জিটিএ-র সদর দপ্তর লালকুঠি ঘেরাও কর্মসূচি মোর্চার
- পাহাড়ে বিজিপিএম এবং তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়গুলিতে নজরদারি পুলিশের

সেখানে প্রচুর ফোর্স মোতায়েন করা হয়। পরে মোর্চার তরফে রবি থাপা সাংবাদিকদের বলেছেন, 'আমরা পার্টি অফিস দখল করতে নয়, এই পার্টি অফিস সরকারি কাজে ব্যবহারের দাবি জানিয়ে গেলাম। কেননা এটা সরকারি জমি। এখানে সরকারি প্রকল্প হওয়া উচিত।'

শহরের থানাডারায় তৃণমূলের পার্টি অফিস নিয়েও এদিন মোর্চা আপত্তি জানিয়েছে। তাদের বক্তব্য, গ্রন্থাগার সংলগ্ন ওই জমিও সরকারের। সেখান থেকে ওই পার্টি অফিস তুলে দিতে হবে। মোর্চার বিক্ষোভের পরেই এদিন জেলা প্রশাসনের তরফে দুটি পার্টি অফিসই বন্ধ করে নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিজিপিএমের সভাপতি অনীত থাপা বলেছেন, 'ওই পার্টি অফিস তো মোর্চার আমলেই তৈরি হয়েছিল। আমরা তো নতুন করে পার্টি অফিস বানাইনি।'

উদয়ন-জগদীশের ছায়াসঙ্গীদের পালানোর হিড়িক

প্রসেনজিৎ সাহা ও অমৃতা দে

দিনহাটা ও সিতাই, ৬ মে : কেউ বলেছিলেন ৪ তারিখের পর বিরোধীদের হাঁটু ভেঙে দেবেন, কেউ হুমকি দিয়েছিলেন বিরোধী এজেন্টদের প্যান্ট খুলে দেবেন। রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতা হারাতেই সেই নেতারা 'গৃহত্যাগ' করেছেন। কেউ গভীর রাতে পালিয়েছেন, কেউবা তার আগেই। তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গ ও ছায়াসঙ্গীরাও পগারপার হবার রাস্তা খুঁজছেন। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর দিনহাটা-সিতাইয়ে এটাই ছবি।

রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস হারতেই ৪ মে রাত নয়টায় দিনহাটা ছাড়েন উদয়ন গুহর ছেলে সায়ন্তন গুহ। এরপর রাত আড়াইটায় উদয়ন গুহও কর্মীদের ফেলে দিনহাটা ছেড়ে চম্পট দেন। অথচ, উদয়নই দিনহাটায় দলের প্রথম সারির কয়েকজন নেতাকে বলেছিলেন, ৫ মে সকালে দেখা করবেন। আর দল হারতেই তিনি যখন রাতের অন্ধকারে পালালেন, তখন তাঁর সঙ্গে থেকে হম্বিতম্বি করা নেতারা এতদিন ঘাপটি মেরে থাকার পর দিনহাটা ছাড়তে শুরু করেছেন।

দিনহাটা বিধানসভা এলাকায় উদয়নই শেষকথা ছিলেন, তেমনই দিনহাটা-২ ব্লকের সভাপতি দীপক ভট্টাচার্যের প্রভাব কারও অজানা নয়। ভোটের আগে একাধিকবার প্রকাশ্যে হুমকি দিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। তৃণমূল ক্ষমতায় থাকাকালীন এঁদের বিরুদ্ধে লাগামহীন অত্যাচারের ক্ষোভ জমে রয়েছে সাধারণ মানুষের মনে। বিজেপি এখন জয়ী হওয়ায় সেই ভয়ে তিনিই এখন বাড়িছাড়া। এদিন ফোনে যোগাযোগ করলে দীপকের মন্তব্য, 'বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করে আমি দিনহাটায় নেই। তবে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি।' অপরদিকে, ওই ব্লকেরই আরেক দাপুটে নেতৃত্ব ডালিয়া চক্রবর্তী গণনার দিনই পরিস্থিতি বুঝে বাড়ি থেকে চম্পট দিয়েছেন। তাঁর বাড়ি ভাঙচুর হয়। যদিও তিনি কোথায় গিয়েছেন তা জানা যায়নি।

এই গাড়িতেই শেষবার দেখা গিয়েছিল সাংসদ জগদীশকে।

অপরদিকে, উদয়নের সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবীর সাহা চৌধুরীরও আর দেখাই নেই। এদিন ফোনে যোগাযোগ করা হলে তাঁর দাবি, 'দিনহাটাতেই আছি। তবে বর্তমান পরিস্থিতির কারণে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছি।' তবে তাঁদের 'নেতা' যে বিপদের দিনে এভাবে তাঁদের ছেড়ে চলে যাবেন, তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি। উদয়ন গুহর পাশে ছায়ার মতো হয়ে থাকা বিভাস সরকারকেও আর দেখা যায়নি। ফোন করা হলে তিনি সাড়া দেননি।

একই অবস্থা সিতাইয়ে। সেখানে সাংসদ জগদীশচন্দ্র বসুনিয়া ও তাঁর স্ত্রী তথা সিতাইয়ের বিধায়ক সংগীতা রায়ও পালিয়েছেন। তাঁরা ঘর ছাড়ার পরই তাঁদের ছায়াসঙ্গী বিশু রায় প্রামাণিককেও আর দেখা যায়নি সিতাইয়ে। সিতাইয়ের আরেক প্রভাবশালী নেতা নুর আলম হোসেনও আত্মগোপন করেছেন। যদিও এদিন ফোনে জানান, তিনি দিনহাটাতেই আছেন। কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

তবে নেতারা যাই বলুক না কেন, বিপদের দিনে একা কর্মীরাই।

গলা টিপে খুন

লিভ ইন সঙ্গীকে গলা টিপে খুনের অভিযোগ প্রেমিকের বিরুদ্ধে। হুগলির পান্ডুয়ার ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। স্বামী-সন্তান ছেড়ে প্রেমিকের সঙ্গে থাকতেন মৃতা।

অবশেষে জুতো

২৮ বছর পর জুতো পরলেন ৭২ বছরের আঙুরবালা সাউ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তির এই বাসিন্দা বিজেপি ক্ষমতায় না এলে জুতো পরবেন না বলে পণ করেছিলেন। এবার সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলেন তিনি।

ফাইল আশঙ্কা

স্বাস্থ্যভবন থেকে যাতে কোনও ফাইল না সরে সেই আশঙ্কা প্রকাশ করে মুখ্যসচিবকে চিঠি দিল জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস। পালাবদলের ফলে নথি নষ্ট করা হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

কাউন্সিলার ধৃত

পুরোনো অস্ত্র মামলায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুজালি পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শেখ আমিরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ফ্লাইট ধরার সময় ব্যাগ স্ক্যানিংয়ের ফলে ৬ রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে।

ভোটার তালিকা বাদ মোতাব এখন বিধায়ক

কলকাতা, ৬ মে : মাসখানেক আগেও তাঁর একমাত্র প্রার্থনা ছিল যেন ভোটার তালিকায় নিজের নামটা অন্তত ওঠে। আর আজ তিনি ফরাক্কার নির্বাচিত বিধায়ক! ৫৮ বছর বয়সি মোতাব শেখের এই উত্থান যেন রূপকথার গল্পকেও হার মানায়। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় খাতা খুলতে না পারা কংগ্রেস এবার যে দু'টি আসনে জিতেছে, তার মধ্যে অন্যতম হলেন এই মোতাব।

বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধনের (এসআইআর) পর হঠাৎ করেই তাঁর নাম বাদ পড়ে যায়। পেশায় কন্ট্রাক্টর মোতাব শেখ এরপর সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। প্রথম দফার মনোনয়নের সময়সীমা শেষ হওয়ার ঠিক আগের দিন, ৫ এপ্রিল দেশের শীর্ষ আদালত তাঁর পক্ষে রায় দেয়। ৬ এপ্রিল ফরাক্কা আসন থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী

হিসেবে মনোনয়ন জমা দেন তিনি। আর সোমবার ইভিএম খুলতেই দেখা গেল, ৬৩,০৫০ ভোট পেয়ে ৮ হাজারেরও বেশি ব্যবধানে তিনি জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন। এই আসনে বিদায়ী শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস তৃতীয় স্থানে নেমে গিয়েছে, আর দ্বিতীয় হয়েছে বিজেপি।

নিজের এই অবিশ্বাস্য জয়ে আপ্লুত মোতাব সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আমি বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবান মানুষ! এসআইআর-এর পর যখন নাম বাদ পড়ল, তখন সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম জীবনে আর কোনওদিন ভোটটাই দিতে পারব না। কিন্তু মানুষ আমাকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছে, এটা সাধারণ মানুষেরই জয়।' রাজ্যের প্রায় ২৭.১ লক্ষ মানুষের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছিল, যার মধ্যে ফরাক্কাতেই বাদ পড়েছিলেন ৩৮,২২২ জন। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই সংখ্যাটা ছিল সবচেয়ে বেশি, প্রায় ১১ লক্ষ। কংগ্রেসের জেতা অন্য আসন রানিনগরও এই জেলাতেই, যেখানে জুলফিকার আলি জয়ী হয়েছেন।

মোতাব জানান, টালমাটাল পরিস্থিতির জেরে তিনি প্রচারের জন্য মাত্র ১৪ দিন সময় পেয়েছিলেন। তাঁর মতে, শাসকদলের দুর্নীতি এবং বিধায়কদের জনবিচ্ছিন্নতার জন্যই মানুষ তাঁদের প্রত্যাখ্যান করেছে। রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকারের সঙ্গে অযথা সংঘাতে না গিয়ে, তাদের সহযোগিতা নিয়েই নিজের এলাকার পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে চান দোইপুর গ্রামের এই বাসিন্দা। একইসঙ্গে এসআইআর-এর জেরে যে ২৭ লক্ষ মানুষের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, বিধানসভায় তাদের হয়েও গলা ফাটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর ট্রাইব্যুনাল মেনে নিয়েছিল যে পরিচয়পত্র হিসেবে আধার কার্ড যথেষ্ট। মোতাবের কাছে ২০১৮ সালের পাসপোর্ট এবং ২০০১ সালের ড্রাইভিং লাইসেন্সও ছিল। কংগ্রেসের দাবি, নির্বাচন কমিশন সমতল মাঠ দিতে ব্যর্থ হলেও মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আস্থাতেই এই জয় সম্ভব হয়েছে। মোতাবের এই জয় প্রমাণ করল, শত প্রতিকূলতা এবং আইনি জটের পরেও সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ থাকলে গণতন্ত্রের রণাঙ্গনে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়।

দাঁড়িয়ে সম্মান জানানোর নিদানে অস্বস্তি জয়ী প্রার্থীদের

অভিষেকের ঢাল মমতা

কলকাতা, ৬ মে : রাজনীতির মাঠে যখন চরম বিপর্যয় নেমে আসে, তখন ব্যর্থতার দায় নেওয়ার চেয়ে তা এড়ানোর মরিয়া চেষ্টাই বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে মাত্র ৮০টি আসনে আটকে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পনেরো বছরের অজেয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে। এই পাহাড়প্রমাণ ভরাডুবির পর দলের অন্দরেই যখন আঙুল উঠছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর অত্যন্ত ভরসার কর্পোরেট ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাকের দিকে, ঠিক তখনই ভাইপোকে আড়াল করতে সব শক্তি নিয়ে আসরে নামলেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যে আইপ্যাকের জাদুদণ্ড চরম ফ্লপ হওয়ার পর উত্তরপ্রদেশে অখিলেশ যাদব তাদের কার্যত ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছেন, সেই কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজির অন্যতম কাণ্ডারি অভিষেককে বাঁচাতে গিয়ে দলের বর্ষীয়ান নেতাদের চরম অস্বস্তির মুখে ফেলে দিলেন তৃণমূল নেত্রী।

মঙ্গলবার কালীঘাটে সদ্য জয়ী প্রার্থীদের নিয়ে এক রুদ্ধশ্বাস বৈঠক ডেকেছিলেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী। এমনিতেই দলের অন্দরে প্রবল ডামাডোল, যার প্রমাণ হিসেবে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকেও গরহাজির

দলীয় বৈঠকে পাশাপাশি মমতা, সুব্রত বক্সি ও অভিষেক।

ছিলেন অন্তত ৯ জন জয়ী প্রার্থী! কিন্তু যেটুকু সময় বৈঠক চলল, তাতে হারের কারণ অনুসন্ধানের চেয়ে অভিষেকের পিঠ চাপড়াতেই বেশি ব্যস্ত ছিলেন নেত্রী। দলের একটা বড় অংশ যখন মনে করছে যে, নিচুতলার কর্মীদের আবেগ না বুঝে কেবল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের কর্পোরেট ছকের ওপর অন্ধ ভরসা করার জন্যই এই পতন, তখন মমতা ভরা বৈঠকে হঠাৎ করে ভোটের আগে অভিষেকের 'কঠোর পরিশ্রম'-এর খতিয়ান তুলে ধরতে শুরু করেন।

সবচেয়ে আশ্চর্যের এবং চরম নাটকীয় মুহূর্তটি তৈরি হয় এর ঠিক পরেই। ভাইপোর গুণগানের শেষে মমতা ফতোয়া জারি করেন, দলের প্রতি অভিষেকের এই 'অবদান'-এর জন্য উপস্থিত সবাইকে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান জানাতে হবে! নেত্রীর এই কড়া নির্দেশের পর কালীঘাটের অন্দরের দৃশ্যটি ছিল রীতিমতো অস্বস্তিকর। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, কিংবা জাভেদ খানের মতো পোড়খাওয়া এবং বর্ষীয়ান রাজনীতিকরা, যাঁরা দশকের পর দশক ধরে বাংলার রাজনীতির ময়দানে মাটি কামড়ে পড়ে আছেন, তাঁরাও বাধ্য হলেন অত্যন্ত জুনিয়র এক নেতার সম্মানে মাথা নিচু করে নিজেদের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে। ইচ্ছে না থাকলেও, এমন এক লজ্জাজনক হারের পর যাঁর রণকৌশল সবচেয়ে বেশি কাঠগড়ায়, তাঁর জন্যই জোর করে সম্মান আদায় করার এই প্রক্রিয়া দলের পুরনো প্রবীণদের আত্মসম্মানে যে জোর ধাক্কা দিয়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

নবান্ন হাতছাড়া হওয়ার পরেও তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব বাস্তব পরিস্থিতি মানতে নারাজ। প্রবীণ নেতাদের বাধ্য করে অভিষেকের এই বন্দনা আসলে দলের ভেতরে একটা স্পষ্ট বার্তা দিয়ে দিল। জনাদেশ যতই বিপক্ষে যাক না কেন, পিসির ছত্রছায়ায় দলের অন্দরে ভাইপোর একাধিপত্য নিয়ে কোনওরকম প্রশ্ন তোলা বা আঙুল তোলা যে একেবারেই বরদাস্ত করা হবে না, কালীঘাটের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে সেটাই বুঝিয়ে দিলেন মমতা।

পেয়ারা তুমি খাও... বুধবার নদিয়ায়। ছবি-পিটিআই।

চে-লেনিন মোছার ফতোয়া এবিভিপির

দাদাগিরি রুখতে একজোট বাম ছাত্ররা

রিমি শীল

কলকাতা, ৬ মে : বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে যেতেই এবার লড়াইয়ের ময়দান বদলে যাচ্ছে। বিধানসভা ভবনের পর এবার কি তবে বামপন্থার 'দুর্গ' বলে পরিচিত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দাপট খতম হতে চলেছে। যাদবপুর থেকে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনগুলি একসময় বামেদের একচ্ছত্র অধিকার ছিল, সেখানে এবার গেরুয়া ঝান্ডা উড়িয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)।

নির্বাচনী ফলাফলের রেশ কাটতে না কাটতেই এবিভিপির ঘোষণা, ইউনিয়ন রুমে আর বরদাস্ত করা হবে না চে গুয়েভারা, লেনিন বা কার্ল মার্ক্সের ছবি। তাঁদের সাফ কথা, 'যাঁরা ভারতের কেউ নন, তাঁদের ছবি ক্যাম্পাসে কেন থাকবে? বরং সেখানে জায়গা পাবে স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি এবং দেবী সরস্বতীর ছবি।' সংগঠনের দক্ষিণবঙ্গ প্রদেশ সম্পাদক নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্যের হুঁশিয়ারি, 'ইফতার হলে সব ক্যাম্পাসে এবার রামনবমীও হবে।' ইতিমধ্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অরবিন্দ ভবনের সামনে জমায়েত করে 'উগ্র বামপন্থা' উপড়ে ফেলার ডাক দিয়েছে তারা। সব কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শাখা খুলে প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে এবিভিপি। রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই নিজস্ব ধ্বজা উড়িয়েছে এবিভিপি। তাদের নিশানায় এখন ছাত্র ইউনিয়নের ঘরগুলি।

পালটা মার দিতে প্রস্তুত বাম ছাত্র

রাজ্যে পালাবদলের পর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছবি।

সংগঠনগুলিও। এসএফআই থেকে শুরু করে এআইডিএসও সহ সব বামপন্থী দল এবার 'আদর্শ বাঁচাতে' একজোট হচ্ছে। তাদের পালটা যুক্তি, নেতাজি বা রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীরাও লেনিন-মার্ক্সকে শ্রদ্ধা করতেন। সেই ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আসলে মনীষীদেরই অপমান করা। এসএফআই রাজ্য সভাপতি প্রণয় কার্জি স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'ক্যাম্পাসে আমাদের ছাত্ররা তৈরি আছে।' পিএসইউ, এআইএসএফ-এর মতো দলগুলোও হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, এই আক্রমণ যত তীব্র হবে, পালটা প্রতিরোধও হবে ততটাই ঝাঁঝালো।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই লড়াই কেবল দেওয়ালে ছবি রাখা বা সরানোর নয়, বরং দীর্ঘদিনের 'বাম দুর্গ' ভাঙার এক পরিকল্পিত কৌশল। ভোটের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় লেনিনের মূর্তি ভাঙা বা বাম কর্মীদের ওপর হামলার যে অভিযোগ উঠেছে, তারই রেশ এবার ক্যাম্পাসে ছড়াচ্ছে। উত্তরবঙ্গের কলেজগুলোতেও এই সংঘাতের আঁচ পৌঁছতে শুরু করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই আদর্শগত সংঘাত আগামী দিনে বড়সড় গোলমালের রূপ নিতে পারে। একদিকে ক্ষমতার দাপট নিয়ে এবিভিপির শাখা বিস্তার করার চেষ্টা।

অন্যদিকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষায় বামেদের কামড়ে পড়ে থাকা, সব মিলিয়ে বাংলার বিদ্যাপীঠগুলিতে এখন পড়াশোনার চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে রাজনীতির রং। প্রশ্ন উঠছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আর আদৌ মুক্তচিন্তার জায়গা থাকবে, নাকি কেবল রাজনৈতিক দাদাগিরির আখড়ায় পরিণত হবে? আগামী কয়েক দিনে যাদবপুর বা প্রেসিডেন্সির ঘাসফুল কিংবা কাস্তে-হাতুড়ি আঁকা দেওয়ালে গেরুয়া রং লাগে কি না, সেটাই এখন দেখার। লড়াইটা এখন আর শুধু ভোটের নয়, লড়াইটা 'আদর্শ' দখলের।

তিনটি পাঁঠার গলায় ঝুলছে অরূপ বিশ্বাস, স্বপন দেবনাথ, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম। রয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক।

নেতাদের নামে পাঁঠা বলি প্রাক্তন বিধায়কের

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

জামালপুর, ৬ মে : ভোটের ফলাফল প্রকাশের রেশ কাটতে না কাটতেই নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল জামালপুরের প্রখ্যাত বুড়োরাজ মন্দির। দলীয় তিন হেভিওয়েট প্রার্থীর পরাজয় কামনায় 'মানত' করেছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়। বুধবার সেই মানত পূরণ করতেই তিনটি পাঁঠা নিয়ে সপার্ষদ মন্দিরে হাজির হলেন তিনি।

এদিন দুপুরে তপনকে মন্দিরে এই অবস্থায় ঢুকতে দেখে সেখানে উপস্থিত সাধারণ মানুষ ও সেবাইতরা অবাক হয়ে যান। দেখা যায়, সঙ্গে আনা তিনটি পাঁঠার গলায় ঝোলানো রয়েছে টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক অরূপ বিশ্বাস, পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক স্বপন দেবনাথ এবং কাটোয়া বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম। মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়েই তপন জানান, এই তিন নেতার পরাজয় নিশ্চিত করতেই তিনি বুড়োরাজের কাছে বিশেষ মানত করেছিলেন। সেই মানত পূরণ হওয়াতেই তাঁর এই আগমণ।

এই মানতের পিছনে কারণ কী? উত্তরে তপনের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস দলটিকে ভেতর থেকে শেষ করার কারিগর ওই তিন নেতাই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগসাজশ করেই দলকে দুর্বল করেছেন তাঁরা। একসময় দলের বিধায়ক পদে থাকলেও বর্তমানে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি তাঁর ক্ষোভ যে চরমে পৌঁছেছে, তা এদিন স্পষ্ট করে দিলেন তপন। তাঁর কথায়, 'দলটি উচ্ছন্নে চলে যাক, দল হারুক- এমনই মানত করেছিলাম।' শুধু জোড়াফুলের পরাজয় উদযাপনই নয়, নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়েও ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন তিনি। তপন জানান, খুব শীঘ্রই তিনি অন্য কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে পারেন, তবে তা কোন দল- তা এখনই খোলসা করতে চাননি তিনি।

ব্যক্তিগত বা সাংসারিক কারণে মানত পূরণে পাঁঠা বলির প্রথা থাকলেও, রাজনৈতিক পরাজয় কামনায় নেতাদের নামে পাঁঠা নিয়ে আসার ঘটনায় হতবাক বুড়োরাজ মন্দিরের সেবাইতরা। তাঁদের বক্তব্য, মন্দিরের ইতিহাসে এমন ঘটনা আগে কখনও দেখা যায়নি। ভোট-পরবর্তী হিংসা বা রাজনৈতিক তর্জার আবহে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

দলের হারের মাঝেও রেকর্ড শোভনদেবের

কলকাতা, ৬ মে : গোটা রাজ্যে যখন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবল ভরাডুবি এবং দলের হেভিওয়েট মন্ত্রী-নেতাদের লজ্জাজনক হার, তখন ৮২ বছর বয়সে এক অনন্য ইতিহাস রচনা করলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে টানা দশমবারের জন্য বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে, বয়স বা রাজ্যের পালাবদল তাঁর ব্যক্তিগত ক্যারিশমাকে এতটুকুও টলাতে পারেনি। তাঁর এই জয় শুধু তৃণমূলের জন্য নয়, বরং বাংলার সংসদীয় রাজনীতিতেও এক নজিরবিহীন ঘটনা।

১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি তৃণমূল গঠনের সময় থেকেই

দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সৈনিক শোভনদেব। সেই বছরই উপনির্বাচনে জিতে তিনি ছিলেন বিধানসভায় তৃণমূলের একমাত্র বিধায়ক। রাজনৈতিক জীবনের শুরু ১৯৬০-এর দশকে, আর প্রথমবার বিধায়ক হন ১৯৯১ সালে কংগ্রেসের টিকিটে বারুইপুর থেকে। বারুইপুর, রাসবিহারী, ভবানীপুর, খড়দহ হয়ে এবার বালিগঞ্জ। দল যখন যেখানে দাঁড় করিয়েছে, বিনা বাক্যে মেনে নিয়েছেন এই প্রবীণ নেতা। ২০২১ সালে খড়দহ থেকে ৯৩,৮৩২ ভোটে জিতলেও, এবার তাঁর মার্জিন কিছুটা কমেছে। তবু ৬১,৪৭৬ ভোটের বিশাল ব্যবধানে বিজেপি প্রার্থী শতরূপা চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে তিনি চমক দিয়েছেন।

রাজ্যপাল আরএন রবির সঙ্গে সিইও মনোজ আগরওয়াল। বুধবার।

রাজ্যপালকে প্রার্থী তালিকা দিলেন সিইও

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৬ মে : রাজ্যে বিজেপি সরকারের শপথ ৯ মে শনিবার। তার আগে ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে চূড়ান্ত ফলাফল রাজ্যপালকে জানিয়ে এলেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। বুধবার সকালে লোকভবনে গিয়ে জয়ী বিধায়কদের তালিকা ও কমিশনের গেজেট বিজ্ঞপ্তি রাজ্যপাল আরএন রবির হাতে তুলে দেন মনোজ আগরওয়াল। এদিকে এবারে নির্বাচনে রাজ্যের দুই কেন্দ্র নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুই কেন্দ্রেই জয়ী হয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী, ফল প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে এই দুটি আসনের মধ্যে কোনও একটি তাঁকে ছাড়তে হবে। নিয়মের এই গেঁড়োয় শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা শুভেন্দুর। বরারই নন্দীগ্রামকে নিজের 'ভিটেভদ্রাসন' বলে মনে করেন শুভেন্দু। দল বদলালেও নন্দীগ্রাম কখনও তাঁকে বিমুখ করেনি। ৩৪ বছরের বাম জমানার পরিবর্তনে পরে নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সূত্রের সেখানকার প্রতিটি মানুষের সঙ্গে শুভেন্দুর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

বুধবার নন্দীগ্রামে গিয়ে স্থানীয় মানুষের কাছে সেই ঋণের কথা কবুল করেও শুভেন্দু বলেছেন, তিনি যে আসনেই থাকুন না কেন নন্দীগ্রামের জন্যে তিনি দায়বদ্ধ থাকবেন। নন্দীগ্রাম না ভবানীপুর কোনও আসন ছাড়বেন সেই সিদ্ধান্ত নেবে দল। তবে নন্দীগ্রামের ব্যাপারে শুভেন্দুর বাধ্যবাধকতা থাকলেও এবার ভবানীপুর আসন ছাড়া কঠিন। কারণ সেক্ষেত্রে ভবানীপুরে আগামী ৬ মাসের মধ্যে আবার নির্বাচন করতে হবে। যদিও বিপুল জনসমর্থন নিয়ে রাজ্যে সরকার গড়ার পর আগামী ৬ মাসের মধ্যে রাজ্যের কোনও আসনে জয় হাসিল করা বিজেপির পক্ষে কঠিন হওয়ার কথা নয়। কিন্তু কেন্দ্রটির নাম যেহেতু ভবানীপুর তাই সেটা একটু বেশি ঝুঁকি নেওয়াই হতে পারে বিজেপির কাছে।

হাজিরা এড়ালেন সুজিত-রথীন

কলকাতা, ৬ মে : ইডি দপ্তরের হাজিরা এড়ালেন তৃণমূলের সুজিত বসু ও রথীন ঘোষ। ভোট মেটার পর সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল তাঁদের। কিন্তু বুধবার দু'জনেই জানিয়ে দিয়েছেন, হাজিরা দিতে পারছেন না। জানা গিয়েছে, প্রাক্তন মন্ত্রী রথীন ঘোষ চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, শৌচাগারে পড়ে যাওয়ার কারণে তিনি পায়ে চোট পেয়েছেন। চিকিৎসক তাঁকে বিশ্রাম নিতে বলেছেন। সুজিত বসু জানিয়েছেন, ভোট পরবর্তী হিংসায় দলের কর্মীরা আক্রান্ত। তাই এই সময় তাঁদের পাশে দাঁড়াতে আরও কিছুদিন সময় দেওয়া হোক তাঁকে।

হাইকোর্টে হুমায়ুন

কলকাতা, ৬ মে : মুর্শিদাবাদে ভোটপরবর্তী হিংসা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন আমজনতা উন্নয়ন পার্টির সুপ্রিমো তথা বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন তিনি। অভিযোগ, বিভিন্ন জায়গায় নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে আক্রমণ, বিস্ফোরণ, ভাঙচুর করা হচ্ছে। নওদায় অভিযোগ জানানোর পরেও মামলা দায়ের করেনি পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে জনগণের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে হস্তক্ষেপ করুক আদালত। ইতিমধ্যেই বিদায়ি রাজ্য সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল, অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল, গভর্নমেন্ট প্লিডার, পাবলিক প্রসিকিউটররা ইস্তফা দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে একাধিক মামলার শুনানিতে জটিলতা তৈরি হয়েছে। ফলে পরের সপ্তাহে মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

'দুর্গ' শান্তিনিকেতনে আর নেই কড়াকড়ি

কলকাতা, ৬ মে : রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ছবিটা আমূল বদলে গিয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার যে বাড়িটি গত এক দশকে রাজ্যের অন্যতম 'ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু' ছিল, বুধবার দুপুরে সেখানে দেখা গেল এক নজিরবিহীন দৃশ্য। ১৮৮এ, হরিশ মুখার্জি স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবন 'শান্তিনিকেতন' থেকে গুটিয়ে নেওয়া হল পুলিশের অতিকায় স্ক্যানার এবং যাবতীয় অতিরিক্ত নিরাপত্তা সরঞ্জাম।

মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত যেখানে ছিল পুলিশের কড়া পাহারা, বুধবার দুপুরের রোদ গড়াতেই সেই চত্বর খাঁ খাঁ করতে শুরু করে। সবথেকে বেশি নজর কেড়েছে বিমানবন্দরের ধাঁচে বসানো সেই অতিকায় ব্যাগ স্ক্যানার যন্ত্র। এদিন মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে পুলিশকে সেই যন্ত্রটিকে সরাতে দেখা গিয়েছে। এতদিন যে স্ক্যানারের মধ্য দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

'মুক্ত' হরিশ মুখার্জি স্ট্রিট

অভিষেকের বাড়ি থেকে বের করা হচ্ছে স্ক্যানার। বুধবার। -পিটিআই।

সঙ্গে দেখা করতে আসা নেতা-মন্ত্রীদের ব্যাগ পরীক্ষা করা হত, ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গেই তা 'শান্তিনিকেতন' থেকে বিদায় নিল।

বাড়ির সামনের দৃশ্যও বদলে গিয়েছে। রাস্তার যে অংশে এতদিন প্রবেশাধিকার ছিল না বললেই চলে, বুধবার সেখানে কৌতূহলী জনতার ভিড়। বাড়ির সামনের পুলিশ বুথটি এখন প্রহরীহীন, আর তার পাশের বাতিস্তম্ভেই উড়ছে বিজেপির পতাকা। 'ভিআইপি মুভমেন্ট'-এর জন্য এতদিন যে সার দিয়ে চেয়ার পাতা থাকত, তাও পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছে। শুধু দেখা গেল কুইক রেসপন্স টিমের একটি গাড়ি এবং রুটিন টহলে থাকা এক পুলিশকর্মীকে।

'অতিরিক্ত নিরাপত্তা'র অবসান হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকার এক প্রবীণ বাসিন্দার কথায়, 'এতদিন ফুটপাথ দিয়ে হাঁটাই দায় ছিল। রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হত মাঝেমধ্যেই। এখন অন্তত প্রাণভরে হাঁটাচলা করতে পারছি।' তৃণমূলের অনেক নেতা-মন্ত্রীই তলে তলে এই পরিবর্তনে আমোদিত। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নেতার রসিকতা, 'বাঁচলাম! অন্তত মোবাইল জমা রাখা আর ব্যাগ স্ক্যান করার ঝক্কি থেকে তো রেহাই মিলল।'

লালবাজারের নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রাক্তন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রোটোকল অনুযায়ী যতটুকু নিরাপত্তা পাওয়ার যোগ্য, ঠিক ততটুকুই পাবেন। মঙ্গলবার কালীঘাটে মমতার বাড়ির সামনে থেকে 'সিজার ব্যারিকেড' সরানো হয়েছিল। এবার ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস এবং হরিশ মুখার্জি স্ট্রিটের বাসভবন থেকেও সরল দন্ডের ঘেরাটোপ। তবে রাজ্যের ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্ত স্পষ্ট করেছেন, 'প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জেড প্লাস' নিরাপত্তা ভবিষ্যতেও বহাল থাকবে।'

একইভাবে সাংসদ হিসেবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাপ্য নিরাপত্তায় কোনও কাটছাঁট করা হচ্ছে না। শুধু নিয়মমাফিক বাড়তি পুলিশ ও অস্থায়ী কিয়স্কগুলি সরানো হয়েছে। অন্যদিকে, বিদায়ি মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও অরূপ বিশ্বাসের কনভয় থেকেও অতিরিক্ত দুটি করে গাড়ি সরিয়ে নিয়েছে 'ডাইরেক্টর সিকিউরিটি'।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩৪৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৩ বৈশাখ ১৪৩৩

বদলার সংস্কৃতি নয়

বদলা নয়, বদল চাই- স্লোগানে ভর করে বাংলার মসনদে বসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৫ বছর পর তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিজয়বার্তাতে 'বদলাও' অর্থাৎ পরিবর্তনের কথা শোনা গিয়েছিল। কিন্তু ১৫ বছর আগের মতো এবারও সেই বার্তা স্রেফ কথার কথা থেকে গেল। বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গেরুয়া পতাকা হাতে একদল লোক তাণ্ডব করে চলেছেন।

তবে আশার কথা, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বিদায়ি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পাশাপাশি আরও কয়েকজন নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক দলীয় কর্মীদের সংযত থাকার বার্তা দিয়েছেন। দলীয় অনুশাসন মেনে না চললে দল থেকে বের করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। শমীক জানিয়েছেন, তিনি বিজেপির তৃণমূলিকরণ করতে দেবেন না।

গেরুয়া শিবিরের অবশ্য ভিন্ন সাফাইও আছে। তাদের বক্তব্য, হিংসায় যুক্তদের কেউ বিজেপির কর্মী নন। সুযোগ বুঝে ঝান্ডা বদলে তাঁরা বিজেপির বদনাম করছেন। ভোটপরবর্তী হিংসায় পশ্চিমবঙ্গে এখনও পর্যন্ত চারজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে যেমন তৃণমূল কর্মী রয়েছেন, তেমনই আছেন বিজেপি কর্মী। জিয়াগঞ্জে লেনিনের মূর্তি ভাঙচুর করা হয়েছে। একাধিক তৃণমূল কার্যালয়ে হামলা হয়েছে। ভাঙচুর হয়েছে এসইউসিআই(সি) দলের কার্যালয়ও।

গুলিবিদ্ধ হয়েছেন এক পুলিশ আধিকারিক। খাস কলকাতার বুকে নিউ মার্কেটে বুলডোজার দিয়ে মাংসের দোকান এবং তৃণমূলের কার্যালয় ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ভোটের আগে-পরে হিংসা নতুন ঘটনা নয়। এবার বরং দু'দফার ভোটপর্বে কোথাও খুন-জখম হয়নি। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে নির্বাচন কমিশন অশান্তি আটকাতে অনেকাংশে সফল হয়েছে।

কিন্তু ভোটের ফল বেরোনোর পর হিংসাত্মক ঘটনাগুলিতে কমিশনের ওই সাফল্য খানিকটা হলেও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কেন হিংসা ঘটবে- সেই প্রশ্ন অবান্তর নয়। বদলার সংস্কৃতিতে অবিলম্বে লাগাম না টানলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে বাধ্য।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৫ বছরের শাসনের বিরুদ্ধে জনমানসে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ভোটের ফলে। তৃণমূল নেত্রী যতই অভিযোগ করুন, বাস্তবে জনতার রায়ে তাঁর দল এই মুহূর্তে বিরোধীপক্ষে। ভোটের ফলকে সামনে রেখে রাজনৈতিক হানাহানি সভ্য গণতন্ত্রের পরিচয় নয়। বরং বিজয়ীর দায়িত্ব সর্বাধিক। পরাজিতকে রক্ষা করাটাও বিজয়ীর কর্তব্য।

তৃণমূল জমানায় কী ঘটেছিল, ভোটের ফল প্রকাশের পর বিজেপি কীভাবে তৃণমূলি আক্রমণের শিকার হয়েছিল ইত্যাদি যুক্তি দেখিয়ে পালটা মারের রাস্তায় হাঁটার অর্থ গণতন্ত্রকে কলঙ্কিত করা। শমীক, শুভেন্দুরা সেই বার্তা দিলেও নানুর, বেলেঘাটা, নিউটাউনে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেই চলেছে। মতের অমিলের অস্তিত্ব ও তাকে সম্মান জানানো গণতন্ত্রের সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য। পরমতসহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের মূল চরিত্র।

সেকারণে শাসক এবং বিরোধী- দুই পক্ষের সংযম আবশ্যিক। উভয় শিবিরের লুম্পেন বাহিনী যাতে 'জয় শ্রীরাম' বা 'জয় বাংলা' স্লোগান তুলে তাণ্ডব করতে না পারে, সেদিকে সতর্ক নজর রাখা পুলিশ ও প্রশাসনেরও দায়িত্ব। বদলার সংস্কৃতিতে শান দিলে পশ্চিমবঙ্গেরই ক্ষতি। একথা বিজেপি এবং তৃণমূল- উভয় শিবিরকে মনে না রাখলে রাজ্যের অমঙ্গল।

বিজয়ীপক্ষ বিজয় মিছিল করবেই। কিন্তু বিজয় উদযাপন করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ করা অন্যায়। ভারত বহুদলীয় গণতন্ত্রের দেশ। ডান, বাম- সমস্ত পক্ষকে নিয়ে গণতন্ত্রের চাকা ৭৫ বছরের বেশি সময় ধরে গড়িয়ে চলেছে। শুধুমাত্র ভোটে জিতেছে বলে কোনও পক্ষ পরাজিতের ওপর চড়াও হলে, বিপক্ষের দলীয় দপ্তরে হামলা চালালে, দলীয় প্রতীক, মূর্তি বা ছবি ভাঙচুর করলে গণতন্ত্রের গতিরুদ্ধ হতে বাধ্য।

বাংলার মানুষ ১৫ বছর পর আবার পরিবর্তনের পক্ষে দু'হাত তুলে সমর্থন করেছেন। সেই জনাদেশকে সম্মান দিয়ে হিংসার পথ বর্জন করে চলাই প্রকৃত রাজধর্ম।

অমৃতধারা

মনের শক্তি সূর্যের কিরণের মতো, যখন এটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এটি চকচক করে ওঠে। যেই রকম আপনি ভাববেন ঠিক সেইরকমই আপনি হয়ে যাবেন। যদি আপনি নিজেকে দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করেন তাহলে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন, আর আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন, তাহলে আপনি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু। প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং যে ধারণা আপনাকে দুর্বল করে তা প্রত্যাখান করা উচিত। সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল।

-স্বামী বিবেকানন্দ

ভাতার রাজনীতি বনাম ভাতের লড়াই

পনেরো বছরের শাসনের অবসান, নতুন সরকারের কাছে রুটিরুজি ও সামাজিক সংহতির কঠিন চ্যালেঞ্জ।

মৌমিতা আলম

বাংলায় নতুন সরকার আসছে। দীর্ঘ দেড় দশকের একঘেয়েমি কাটিয়ে বদলের প্রত্যাশায় প্রহর গুনছে আপামর জনতা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেই পারে এ কেবল একটি রাজনৈতিক দলের বিদায় আর অন্য এক শক্তির উত্থান। কিন্তু গভীরে তাকালে বোঝা যায়, এবারের লড়াইটা ছিল অস্তিত্ব রক্ষার। এবার সত্যিই ঘরে ফেরার পালা। হয়তো অনেকে প্রশ্ন করবেন, 'আমরা তো বাংলাতেই আছি, তবে আবার ফেরার কথা আসছে কেন?' আসলে ভৌগোলিক সীমানার ভেতর বাস করলেই কি সেই দেশ বা রাজ্যের আপন হওয়া যায়? গত পনেরো বছরে বাংলার অসংখ্য মানুষ নিজভূমে পরবাসী হয়ে দিন কাটিয়েছেন। রুটিরুজির টানে দলে দলে তরুণরা ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন। তাঁদের জন্য বাংলা কেবল এক চিলতে স্মৃতির উঠোন হয়ে রয়ে গিয়েছিল। আজ সেই পরিযায়ী শ্রমিকের তকমা ঝেড়ে ফেলে নিজের মাটিতে মাথা উঁচু করে বাঁচার দিন এসেছে।

পরিসংখ্যান বড় নিষ্ঠুর হয়। গত কয়েক বছরে বাংলায় প্রায় আট হাজার প্রাথমিক স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কেন? কারণ সেখানে পড়ার মতো ছাত্র নেই, অথবা পরিকাঠামো এতটাই ভেঙে পড়েছে যে অভিভাবকরা আর ভরসা করতে পারছেন না। বাংলার এক সম্পূর্ণ প্রজন্ম আজ দিশেহারা। যোগ্য হয়েও রাজপথে বসে চোখের জল ফেলেছেন লক্ষাধিক শিক্ষক পদপ্রার্থী। সরকারি দুর্নীতির এমন নগ্ন রূপ আগে কখনও দেখেনি এই রাজ্য। মেধাবী ছাত্ররা আজ কাজের অভাবে হতাশাগ্রস্ত, অথচ তাঁদের চোখের সামনে অযোগ্যরা অর্থের বিনিময়ে সরকারি চেয়ার দখল করেছে। এই যে গভীর ক্ষত, তা কি কেবল উপরি পাওনার 'ভাতা' দিয়ে মেটানো সম্ভব? এবারের জনাদেশ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, মানুষ কেবল হাত পেতে টাকা নিতে চায় না, তারা কর্মসংস্থান চায়। তারা চায় সম্মানের জীবন।

একজন মুসলমান নারী হিসেবে আমি দেখেছি, কীভাবে আমার সম্প্রদায়কে কেবল 'ভোটব্যাংক' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়ানো খুব সহজ, কিন্তু তার প্রয়োগ অত্যন্ত কঠিন। এবারের নির্বাচনে জাতপাত আর ধর্মের যে নগ্ন রূপ দেখা গিয়েছে, তাতে সামাজিক বুননটাই নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, খোদ ইভিএম যন্ত্রটির গায়েও যেন হিন্দু বা মুসলিম তকমা লেগে গিয়েছিল।

ভোটের ফলের দিন এক বেকার তরুণের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট দেখে বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। সে লিখেছে, '১৫০০ না ৩০০০?' অর্থাৎ, কোন দল জিতলে ভাতার অঙ্ক বাড়বে, তা নিয়েই তার চরম অনিশ্চয়তা। যে বয়সে তার হাতে নিয়োগপত্র থাকার কথা ছিল, সেই বয়সে সে ভাতার হিসাব কষছে। শিক্ষার আলো যে পরিবারে সমৃদ্ধি আনার কথা ছিল, সেখানে আজ কেবল টিকে থাকার লড়াই। তার বৃদ্ধা মায়ের জন্য একটা লাল শাড়ি কেনার স্বপ্ন কি কেবল স্বপ্নই থেকে যাবে? গত পনেরো বছরে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগে যে স্থবিরতা তৈরি হয়েছে, তা ক্ষমার অযোগ্য। মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের অবস্থাও তথৈবচ। অথচ তথাকথিত 'মসিহা' সেজে সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের যে দাবি করা হয়েছিল, তার বাস্তবতা অত্যন্ত করুণ।

২০১১ সালের সেই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সময় বাংলার মানুষ যে স্বপ্ন দেখেছিল, তার সঙ্গে ২০২৬-এর এই পরিবর্তনের এক অদ্ভুত মিল আছে। সেদিনও মানুষ অপশাসনের হাত থেকে মুক্তি চেয়েছিল। কিন্তু পনেরো বছর পর দেখা গেল, সুশাসনের বদলে এসেছে প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা। রেড রোডে ইদের জনসভায় দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বার্তা দিতে চেয়েছিলেন, বাংলার মানুষ তা ২০১১ সালে চাননি। তাঁরা চেয়েছিলেন উন্নয়ন, কলকারখানা আর স্বচ্ছ প্রশাসন। ধর্ম যখন রাজনীতির মূল হাতিয়ার হয়ে ওঠে, তখন সাধারণ মানুষের বুনিয়াদি সমস্যাগুলো আড়ালে চলে যায়। আমাদের নিজস্ব বাঙালি সংস্কৃতি, আমাদের সেই চিরায়ত তাল-লয় আজ যেন ধর্মের দাপটে হারিয়ে যেতে বসেছে। সব উৎসব, সব পরব আজ রাজনৈতিক মেরুকরণের শিকার।

ফিরে দেখা।। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার দিন। ২০১১ সালের ২০ মে। -ফাইলচিত্র।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে পনেরো বছরের তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটিয়ে বিজেপি সরকার গড়তে চলেছে। এই পালাবদল কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর নয়, বরং সাধারণ মানুষের হারানো অধিকার ও মর্যাদা ফিরে পাওয়ার লড়াই। বিশেষত সংখ্যালঘু সমাজের কাছে উন্নয়নের পরিবর্তে 'ভাতা' ও 'ভোটব্যাংক' রাজনীতির যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তার পরিবর্তন আজ সময়ের দাবি। কর্মসংস্থানহীনতা, শিক্ষা দুর্নীতি এবং তীব্র সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের আবহে নতুন সরকারের কাছে পাহাড়প্রমাণ প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে আপামর বাংলা।

আশ্চর্যের বিষয় হল, এবারের দীর্ঘ নির্বাচনি প্রচারে পরিবেশের সংকটের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্রাত্য ছিল। এল নিনোর প্রভাবে যখন সমস্যা বাড়ছে, তীব্র তাপপ্রবাহে যখন খেটে খাওয়া মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত, তখন কোনও নেতার মুখেই বন নিধন বা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কথা শোনা গেল না। এল নিনোর প্রভাবে দুর্বল মৌসুমি বায়ু কৃষিনির্ভর বাংলার অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। ধানের ফলন কমলে মূল্যবৃদ্ধি আকাশছোঁয়া হবে। এই সংকটে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন সেইসব শ্রমিকরা, যাঁরা রোদে পুড়ে কাজ করেন— সে নির্মাণক্ষেত্র হোক বা কৃষিক্ষেত্র। অথচ রাজনৈতিক দলগুলোর ইস্তাহারে পরিবেশের কথা সাকুল্যে দু'তিন লাইনেই শেষ। জনসভায় ধর্মের গরম বুলি যখন 'হট কেক', তখন পরিবেশের মতো রুক্ষ বিষয় নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পপুলিস্ট' বা জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতিকে বাংলা সম্ভবত এবার প্রত্যাখ্যান করেছে। নরম সাম্প্রদায়িকতার যে তাস তিনি খেলা শুরু করেছিলেন, তার পালটা হিসেবে চরম মেরুকরণের রাজনীতি ডালপালা মেলেছে। মধ্যবিত্ত সমাজ, যাঁরা দীর্ঘকাল বঞ্চনার শিকার হয়েছেন, তাঁরা তাঁদের অধিকার ফিরে পেতে দক্ষিণপন্থী আদর্শের দিকে ঝুঁকেছেন। আর এই পুরো প্রক্রিয়ায় সবথেকে বেশি বিপন্ন হয়েছে সংখ্যালঘু সমাজ। ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে আইনি জটিলতা বা ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে অস্বচ্ছতা— সব মিলিয়ে সাধারণ মুসলমানের ঝুলিতে শেষ পর্যন্ত শূন্যই থেকে গিয়েছে। অন্যদিকে, বামপন্থীরা আজও তাঁদের হারানো জমি পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ। সংসদীয় বাম রাজনীতি কবে নিজেদের খোলনলচে বদলে মানুষের হৃদয়ে ফিরবে, তা আজও এক বড় প্রশ্নচিহ্ন।

এই দীর্ঘ বঞ্চনার ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হয়েছেন বাংলার মহিলারা, বিশেষ করে সংখ্যালঘু সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীরা। তাঁদের প্রকৃত ক্ষমতায়নের বদলে মিলেছে কেবলই কিছু ফাঁকা প্রতিশ্রুতি। উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্য আর সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে তাঁদের জীবনসংগ্রাম আজ আরও কঠিন। নতুন সরকারের কাছে নারী সুরক্ষাও তাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

এই নির্বাচন আমাদের মনে করিয়ে দেয় এক বিশাল সংখ্যক প্রান্তিক মানুষের বঞ্চনার কথা। নথিপত্রের ভুল বা নির্বাচন কমিশনের কড়াকড়িতে বহু মানুষ ভোটাধিকার হারিয়েছেন। বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির কাছে ভোটার তালিকায় নাম থাকাটা আজও এক চ্যালেঞ্জ। এই মানুষগুলোর অধিকার কি আগামীর সরকার ফিরিয়ে দেবে? কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে পরিসংখ্যানের বিচারে এই ভোট হয়তো 'শান্তিপূর্ণ', কিন্তু এক বিপুল সংখ্যক নাগরিককে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখা কি সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ?

কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন— 'মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও/মানুষই ফাঁদ পাতছে, তুমি পাখির মতো পাশে দাঁড়াও/ মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।' নতুন সরকারের কাছে আমাদের সবিনয় নিবেদন, এই 'মানুষ' শব্দটি যেন কেবল নির্দিষ্ট কোনও সম্প্রদায় বা দলের বৃত্তে সীমাবদ্ধ না থাকে। মানুষ মানে এ বাংলার প্রতিটি কৃষক, প্রতিটি বেকার তরুণ, প্রতিটি শ্রমজীবী নারী। তাঁরা যেন আর একলা বোধ না করেন। ফাঁদ যেন কেবল রাজনৈতিক স্বার্থে পাতা না হয়। বাংলার জয় তখনই সার্থক হবে, যখন প্রতিটি বাঙালি তার নিজস্ব অধিকার ফিরে পাবে। রাজনৈতিক পালাবদল কেবল শাসকের পরিবর্তন নয়, বরং শাসিতের ভাগ্য বদলের হাতিয়ার হয়ে উঠুক।

(লেখক শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক)

আজ

১৯১০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন লেখক শান্তিদেব ঘোষ।

২০০৩

অনুবাদক, নাট্যকার শিশিরকুমার দাস প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

বিজেপির পতাকা নিয়ে কেউ যদি তৃণমূলকে আক্রমণ করে, তার দায় এই মুহূর্তে বিজেপি নেবে না। কারণ আমরা এখনও ক্ষমতায় আসিনি। তৃণমূল চলে যাওয়ার পর এই 'ব্রিদিং টাইম'-এ রাজ্যপাল ও নির্বাচন কমিশনকে দায়িত্ব নিতে হবে। কিছু নব্য বিজেপি দেখা যাচ্ছে। তাঁদের আমরা বিজেপিতে ঢুকতে দেব না।

- শমীক ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১

হাজার সতর্কতা সত্ত্বেও কিছুতেই প্রকাশ্যে প্রস্রাব করা আটকানো যাচ্ছিল না। তাই কর্ণাটকের মাইশুরুতে রাস্তার ধারের দেওয়ালে আয়না লাগানো হয়েছে। যাতে প্রাকৃতিক কাজের সময় ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি দেখা যায়।

ভাইরাল/২

তেলেঙ্গানার বেগমবাজারে এক মহিলার সোনার হার ছিনিয়ে মোটর সাইকেলে চেপে পালাচ্ছিল দুষ্কৃতী। তা দেখে মোটর সাইকেলে ধাক্কা মারেন এক অটোচালক। পড়ে গিয়েও দুষ্কৃতী লাঠি নিয়ে অটোচালককে আক্রমণ করে। কিন্তু চালক তাকে জাপটে ধরে রাখেন।

জনমন

জনমত

কর্মসংস্থানের নতুন দিশা চাই

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দুর্নীতি, কালোবাজারি এবং নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগ মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠেছে, যা বিশেষ করে তরুণ সমাজকে ক্ষুব্ধ করেছে। গণমাধ্যম ও জনপরিসরে এসব বিষয় বারবার উঠে আসায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের অবিশ্বাস ও হতাশা তৈরি হয়েছে। গণতন্ত্রে এই জনমতই শেষপর্যন্ত পরিবর্তন নিয়ে এল।

একটি রাজনৈতিক দল যখন আদর্শ থেকে সরে গিয়ে শুধু ক্ষমতা ধরে রাখার কৌশলে মনোযোগী হয়, তখন শাসনের মূল উদ্দেশ্য যে জনকল্যাণ- তা পিছিয়ে পড়ে। ধর্ম বা পরিচয়ের আবেগকে সামনে রেখে সাময়িক সমর্থন আদায় করা গেলেও, দীর্ঘমেয়াদে তা সমাজে বিভাজন তৈরি করে এবং প্রকৃত সমস্যাগুলিকে আড়াল করে দেয়। এর ফলে বিকল্প শক্তির উত্থান ঘটে।

এই প্রেক্ষাপটে নতুন সরকার বা নেতৃত্বের কাছে মানুষের প্রত্যাশা স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের এমন এক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যেখানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত হয়। সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও দুর্নীতির ঊর্ধ্বে উঠে সাধারণ মানুষের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়াই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

বিশেষ করে তরুণ সমাজের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন দিশা দেখানো এখন সময়ের দাবি। দক্ষতা উন্নয়ন, শিল্পের প্রসার এবং স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিত না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আস্থা ফিরে পাওয়া কঠিন হবে। পাশাপাশি, বাংলার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, সহাবস্থান ও মানবিকতার ঐতিহ্য অটুট রাখা সমান গুরুত্বপূর্ণ।

গণতন্ত্রে ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়, চিরস্থায়ী হল মানুষের অধিকার ও তাদের রায়। তাই যে কোনও শাসকের মনে রাখা উচিত, জনগণের বিশ্বাস অর্জন করা যতটা কঠিন, তা হারানো তার থেকেও সহজ।

রাসেল সরকার
হলদিবাড়ি, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

অপারেশন সিঁদুর ও আগামীর রণকৌশল

বর্ষপূর্তির আবহে অপারেশন সিঁদুর-এর সাফল্যের খতিয়ান ও ভারতের সামরিক সক্ষমতার এক নিবিড় পর্যালোচনা।

শুভদীপ ব্যানার্জি

সরকারিভাবে এখনও শেষ হয়নি অপারেশন সিঁদুর। স্থগিত রাখা হয়েছে মাত্র। তাই আজকের দিনটাকে আদপে বর্ষপূর্তি বলা যায় কি না, সেই নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। তবে সংঘর্ষ শুরুর দিন হিসেবে ৭ মে নিঃসন্দেহে ভারত সরকারের সামনে বেশ কিছু প্রশ্ন ছুড়ে দেয়। সবক শেখানোর পাশাপাশি এই এক বছরে আমরা কী কী শিখলাম?

গত বছরের এপ্রিলে পহলগামে নিরপরাধ পর্যটকদের ওপর পাকিস্তানি জঙ্গি হামলায় ২৬ জনের প্রাণ যায়। এরপর থেকেই প্রত্যুত্তরের জন্য গোটা দেশ তৈরি হচ্ছিল। আগেই ঠান্ডা বস্তায় ভরে ফেলা হয় সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি। তবে শুধু কূটনৈতিক জবাবে থেমে থাকেনি দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রক। গত বছরের ৬ মে'র মধ্যরাতের কিছু পরে বায়ুসেনার তরফে জোরদার আঘাত হানা হয় সীমান্তপারের বাছা বাছা ৯টি জঙ্গিঘাঁটি আর সন্ত্রাসবাদীদের চিহ্নিত লঞ্চপ্যাড নিশানা করে। ৫২ মিনিট ধরে চলা এই হামলায় ভারতের তরফে অংশ নেয় রাফাল, মিগ-২৯ এবং এসইউ-৩০এমকেআইয়ের মতো অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান। গোয়েন্দা বিভাগের আগাম খবরের সুবাদে ন্যূনতম ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয় ভারতীয় বায়ুসেনাকে। পিন পয়েন্ট অ্যাকুরেসির সঙ্গে নিখুঁত হামলা চালায় ভারত। সামরিক অভিযানের নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন সিঁদুর'।

এর আগেও উরি, পুলওয়ামায় জঙ্গি হানার জবাবে পাকিস্তানের বুকে আঘাত হেনেছিল ভারতের সশস্ত্র বাহিনী। তবে অপারেশন সিঁদুরের বিশেষত্ব লুকিয়ে ছিল প্রযুক্তিগত খুঁটিনাটিতে। স্বাধীনতার পর থেকে বেশ কয়েকবার পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়েছে ভারত। তবে, ১৯৯৯ সালে কার্গিলে অপারেশন বিজয়ের পরে এটাই ছিল অন্যতম বড় সংঘর্ষ। পহলগামে জঙ্গিহানার পরে পাকিস্তানও রীতিমতো আঁচ করতে পারছিল, কড়া জবাব দেবে পড়শি। তা সত্ত্বেও ৯ নিশানার ৯টিতেই লক্ষ্যভেদ করে দেখায় ভারত। এই প্রথম 'বিয়ন্ড ভিজুয়াল রেঞ্জ' টার্গেটের লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে দু'দেশের সেনা। আর তাতেই বাজিমাত করে দেখায় ভারত। আইসিসিএস বা ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার গোটা অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন সেনাকর্তাদের নজরদারি।

থেমে না থেকে অপারেশন বুনিয়ানে মারসোস শুরু করে পাকিস্তান। পরিকাঠামোর দিক থেকে ভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ড্রোন হামলার চেষ্টা করে তারা। তবে রুশ প্রযুক্তির এস-৪০০ এবং ভারতের নিজস্ব আকাশ ও নাগ ক্ষেপণাস্ত্ররোধী ব্যবস্থার সামনে টিকতে পারেনি সেইসব হামলা। এরপর আর কোনও দ্বিধায় ভোগেনি ভারতের সশস্ত্র বাহিনী। সরাসরি শুরু হয় দ্বন্দ্ব। পাকিস্তানের ভেতরে ঢুকে নুরখান, রহিমইয়ারখান, রাওয়ালপিন্ডি, কিরানা হিলসের মতো পাক স্থলসেনা ও বায়ুসেনার ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ শুরু করে বায়ুসেনা। প্রস্তুত রাখা হয় নৌসেনার ক্যারিয়ার ব্যাটল গ্রুপকে। পাকিস্তানকে মালুম পাইয়ে দেওয়া হয়, ভারতের সঙ্গে সংঘর্ষে তাদেরই লোকসান হবে বেশি। এরপর ১০ মে পাক সামরিক বাহিনীর অনুরোধে সংঘর্ষ বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ভারত।

তবে এখানেই সব শেষ নয়। প্রশ্ন থাকছে, অপারেশন সিঁদুর এবং তার ভবিষ্যৎ নিয়ে। অধিকাংশ বৈদেশিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞের মতে, আবার যে কোনও সময় উসকানি আসতে পারে অটারির ওপার থেকে। সেক্ষেত্রে ফের শুরু করতে হতে পারে অপারেশন সিঁদুর। তবে শত্রুও তৈরি থাকবে এবার। পাশাপাশি, ভুললে চলবে না ভূ-রাজনীতির দাবার ছকে এখন ইসলামাবাদ আর ওয়াশিংটন খুব বেশি দূরে নয়। আমেরিকার কাঁধে ভর দিয়েই বড় দাঁও মারতে চাইবেন আসিম মুনির, শাহবাজ শরিফরা। বোমাবন্দুকের লড়াইয়ের পাশাপাশি ভারতকে তৈরি থাকতে হবে ন্যারেটিভ যুদ্ধের জন্যও। দেরিতে নয়। সবার আগে, সবার সামনে আনতেই হবে সংঘর্ষের খুঁটিনাটি। পেশিশক্তির সঙ্গে বাকপটুতাও বাড়াতে হবে, সমানতালে।

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৩৮

পাশাপাশি : ১। ন্যায়দর্শনপ্রণেতা মুনি ৩। টাটকা, জীবন্ত বা সজীব ৪। ঢেউ, সারি বা প্যাঁচ ৫। শিব-শক্তি সম্বন্ধীয় শাস্ত্র ৭। হাতাওয়ালা জলপাত্র ১০। মদ বা কাঠ ১২। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ভাব বা অবস্থা ১৪। পরিহাস, ঠাট্টা বা মজা ১৫। উজ্জ্বলতার ভাব, সাদাভাব ১৬। সংগীতের রাত্রিকালীন রাগ।

উপর-নীচ : ১। যে সৈনিক কামান দাগে, যে সৈনিক গোলা ছোড়ে ২। সোনার পাত দিয়ে মোড়া বা গিলাট করা ৩। দ্রুতগতি বা স্রোতের বেগের ভাব ৬। দুর্গাদেবী, সরস্বতী, বীণা ৮। নদীবিশেষ, গন্ডার, অন্তরায় বা বিঘ্ন ৯। জাদুর তন্ত্রমন্ত্র ১১। খেলার তাসের রংবিশেষ ১৩। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা।

সমাধান ■ ৪৪৩৭

পাশাপাশি : ২। উচ্চবাচ্য ৫। দুলকি ৬। বালগোপাল ৮। কালা ৯। দাদা ১১। নবাবজাদা ১৩। দাগনি ১৪। জনরব।

উপর-নীচ : ১। উদুম্বর ২। উঁকি ৩। বাদল ৪। নাকাল ৬। বালা ৭। গোবদা ৮। কাবাব ৯। দাদি ১০। কলানিধি ১১। নগর ১২। জাহান ১৩। দাব।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বঙ্গে পদ্ম, তিস্তার জলে আশাবাদী ঢাকা

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৬ মে : এক দশকের বেশি সময় ধরে তিস্তার জলবণ্টন চুক্তি যে কানাগলিতে আটকে ছিল, পশ্চিমবঙ্গের সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচন কি তাকে নতুন পথ দেখাবে? এরাজ্যে ক্ষমতার পটপরিবর্তন এবং বিজেপি-র জয়ের পর এমনই এক জল্পনা এখন তুঙ্গে। বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দল বিএনপি-র প্রতিক্রিয়া সেই জল্পনার আগুনে ঘি ঢেলেছে। ঢাকার আশা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় যে তিস্তা চুক্তি হিমঘরে চলে গিয়েছিল, বাংলায় বিজেপি-র নতুন সরকারের হাত ধরে তার বাস্তবায়ন এখন সময়ের অপেক্ষা।

বাংলাদেশের কূটনৈতিক সূত্রে দাবি, দিল্লির মোদি সরকার এবং ঢাকার মধ্যে তিস্তা নিয়ে ঐকমত্য থাকলেও, পশ্চিমবঙ্গের বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তিতেই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারেনি। মমতার যুক্তি ছিল, উত্তরবঙ্গের মানুষের স্বার্থ ও কৃষিকাজ ক্ষতিগ্রস্ত করে তিস্তার জল দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু দিল্লিতে এনডিএ এবং এবার বাংলায় বিজেপি সরকার আসায় সেই 'প্রশাসনিক বাধা' কাটবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

ঠেলাঠেলির সম্ভাবনা কম

বিএনপি-র তথ্য সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল এক সাক্ষাৎকারে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে অভিনন্দন জানিয়ে আক্রমণ করেছেন মমতাকে। তাঁর কথায়, 'এতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই ছিলেন তিস্তা চুক্তির প্রধান অন্তরায়। এখন শুভেন্দুর নেতৃত্বে বিজেপি ক্ষমতায় আসায় মোদি সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবে বলে আমরা আশাবাদী।'

উত্তরবঙ্গের মালদা, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের কৃষি অর্থনীতি এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের পানীয় জল সরবরাহের সঙ্গে তিস্তা নদী সরাসরি যুক্ত। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের মতে, এবার কেন্দ্র-রাজ্যে একই দলের সরকার (ডাবল ইঞ্জিন) থাকায় দু-পক্ষের দায় ঠেলাঠেলির সুযোগ কম। ফলে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে তিস্তার জল চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যদিও এই চুক্তি নিয়ে কেন্দ্র বা বিজেপি অবস্থান স্পষ্ট করেনি। রাজনৈতিক মহলের বড় অংশ অবশ্য তিস্তার জলবণ্টনের মতো স্পর্শকাতর ইস্যুতে মোদি সরকার ধীরে পদক্ষেপ করবে বলে মনে করছে।

- বাংলায় মমতার বিদায় ও বিজেপি ক্ষমতায় আসায় তিস্তা চুক্তি নিয়ে 'প্রশাসনিক বাধা' কাটবে বলে আশাবাদী ঢাকা
- বিএনপি নেতা আজিজুল বারী হেলাল দাবি করেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তিস্তা চুক্তির পথে প্রধান বাধা
- বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী তিস্তা প্রকল্পে চিনা বিনিয়োগের ইঙ্গিত দিয়ে দিল্লির ওপর কূটনৈতিক চাপ তৈরির চেষ্টা করেছেন
- বাংলাদেশকে জল দিতে গিয়ে উত্তরবঙ্গে জলসংকট তৈরি হলে তা বিজেপির জন্য বুমেরাং হতে পারে
- পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গঙ্গা চুক্তির নবীকরণ নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে

এবারের বিধানসভা ভোটে উত্তরবঙ্গে বিপুল সাফল্য পেয়েছে বিজেপি। এখানকার ৫৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৪৩টি জিতেছে তারা। ফলে চুক্তি মেনে বাংলাদেশকে জল দিতে গিয়ে উত্তরবঙ্গে জলসংকট দেখা দিলে তা রাজনৈতিকভাবে বিজেপির পক্ষে বুমেরাং হতে পারে। সেক্ষেত্রে তিস্তা ইস্যুকে সামনে রেখে ফের উত্তরবঙ্গে সক্রিয়তা বাড়াবে তৃণমূল। কেন্দ্র-রাজ্যের শাসকদল হিসাবে বিজেপি সেই ঝুঁকি নেবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ থাকছেই।

বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান মঙ্গলবার তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। বেজিং সফরের আগে তিনি জানিয়েছেন, তিস্তা প্রকল্প নিয়ে চিনের সঙ্গেও আলোচনা হতে পারে। এই মন্তব্যকে দিল্লির ওপর এক ধরনের 'কূটনৈতিক চাপ' হিসেবে দেখছে ওয়াকিবহাল মহল। অর্থাৎ, ভারত যদি দ্রুত জলবণ্টন সমস্যার সমাধান না করে, তাহলে বাংলাদেশ বিকল্প হিসেবে চিনের বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকবে, যা ভারতের নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগজনক হতে পারে।

১৯৯৬-এর গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তির মেয়াদও এবছর শেষ হতে চলেছে। সেই চুক্তি নবীকরণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশে ভারত বিরোধী শক্তিরা মাথাচাড়া দিয়েছে। পাশাপাশি এরাজ্যের দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে জলের চাহিদা গত ২০ বছরে অনেক বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে গঙ্গা চুক্তি নবীকরণের ক্ষেত্রে ভারত সরকার কতটা নমনীয় হয় তা নিয়েও জল্পনা চলছে বিভিন্ন মহলে।

কেদারনাথ ধামে ভক্তদের ভিড়। বুধবার।

হাতকে সঙ্গে নিয়েও অস্বস্তি থালাপতির

চেন্নাই, ৬ মে : কংগ্রেস শর্তসাপেক্ষে সমর্থন করলেও তামিলনাড়ুতে সরকার গঠন নিয়ে এখনও অস্বস্তিতে থালাপতি বিজয়। বুধবার টিভিকে সুপ্রিমো লোকভবনে গিয়ে সরকার গড়ার দাবি জানিয়ে ১১২ জন বিধায়কের সমর্থনপত্র তুলে দেন রাজ্যপাল রাজেন্দ্র আর্লেকারের হাতে। কিন্তু ওই সমর্থনপত্রে সন্তুষ্ট হননি রাজ্যপাল। সূত্রের খবর, তিনি বিজয়কে সাফ বলে দেন, '১১৮ জনের সমর্থন নিয়ে তবে আসুন।' ২৩৪ আসনের তামিলনাড়ু বিধানসভায় ম্যাজিক সংখ্যা হল ১১৮। টিভিকের হাতে রয়েছে ১০৮টি আসন। কংগ্রেসের ৫। সূত্রটি জানিয়েছে, বিজয় কংগ্রেসের সমর্থনের কথা মৌখিকভাবে রাজ্যপালকে জানান। প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য তিনি কিছুটা সময় চেয়েছেন। বিজয় ভিসিকে এবং বামেদের সমর্থনও চেয়েছিলেন। কিন্তু ডিএমকের এই শরিকরা এখনও সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিতে টালবাহানা করছে। সুযোগ বুঝে এআইএডিএমকে-ও জানিয়ে দিয়েছে, তারা বিজয়কে সমর্থন করবে না। এই অবস্থায় মহাফাঁপড়ে পড়েছেন অভিনেতা থেকে নেতা হওয়া বিজয়। ১০ মে-র মধ্যে তামিলনাড়ুতে নতুন সরকার গড়তে হবে। কাজেই ভিসিকে, বামেদের সমর্থন পেতে এখন কংগ্রেসই ভরসা বিজয়ের। কংগ্রেস অবশ্য রাজ্যপালকে মনে করিয়ে দিয়েছে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ হবে বিধানসভায়। রাজ্যপালের কাছে নয়। সেক্ষেত্রে তিনি যেন বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে নতুন সরকার গঠনে বাধা হয়ে না দাঁড়ান। এদিকে, কংগ্রেস বিজয়ের সঙ্গে জোট করায় দ্রাবিড়ভূমে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ডিএমকে এবং এআইএডিএমকে পালটা জোট গঠনে তৎপর। সূত্রের খবর, দুই দলের তরফে এই নিয়ে একপ্রস্থ আলোচনাও হয়েছে। তবে এই জোট হলেও তাদের পক্ষে ১১৮ আসন জোগাড় করা কঠিন।

সরকার গঠনে জট

এদিকে বিজয়ের সঙ্গে কংগ্রেসের জোটের সিদ্ধান্তকে পিঠে ছুরি মারা বলে তোপ দেগেছেন ডিএমকের মুখপাত্র সর্বানন আন্নাদুরাই। তিনি সাফ বলেছেন, 'ডিএমকের সঙ্গে জোট ছিল বলেই কংগ্রেস তামিলনাড়ুতে এবার পাঁচটি আসন পেয়েছে। নাহলে তারা এবার শূন্য হয়ে যেত। জোট টিকে থাকবে কি না এবার কংগ্রেসই ঠিক করুক।'

সিনেমার স্বপ্ন বাস্তবে

চেন্নাই, ৬ মে : রুপোলি পর্দার ছবিটাকেই যেন বাস্তবে মিলিয়ে দিলেন সি জোসেফ বিজয়! সদ্যসমাপ্ত তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে ১০৮টি আসন জিতে একক বৃহত্তম দল হিসাবে উঠে এসেছে তামিল সুপারস্টারের দল টিভিকে। তবে আসল চমক অন্য জায়গায়। ২০২৪-এর ছবি 'গোট'-এ একটি গাড়ির নম্বর প্লেট ছিল 'টিএন ০৭ সিএম ২০২৬'। ভক্তদের দাবি, বিজয় নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আগেভাগেই 'ম্যানিফেস্টো' করেছিলেন। এই নিখুঁত ডিটেইলিং দেখে সমাজমাধ্যমে ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছে। সিনেমার স্বপ্নই কি তবে এবার বাস্তবে রূপ পেতে চলেছে!

'পুশ-ইন হলে জবাব দেবে বাংলাদেশ'

ঢাকা, ৬ মে : পশ্চিমবঙ্গে পালাবদল হতেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বিতাড়ন ও 'পুশ-ইন' ইস্যুতে সরব হল ঢাকা। মঙ্গলবার মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের পর বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান বলেছেন, 'পুশ-ইন করা হলে জবাব দেবে ঢাকা, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে সরকার।' পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার ঠিক আগে খলিলুর রহমানের এই আক্রমণাত্মক মন্তব্যকে অনেকেই 'পেশাদার কূটনীতির পরিপন্থী' বলে মনে করছেন। বিএনপি নেতৃত্ব অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে পালাবদল ইস্যুতে সতর্ক অবস্থান নিয়েছেন। দলের ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু ও উপদেষ্টা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলালের মতে, এই মুহূর্তে ভারত-বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে অবনতির কারণ নেই। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বলেন, 'ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের সরকার হওয়ায় তিস্তার মতো অমীমাংসিত ইস্যুগুলিতে সমাধানের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।'

এরই মধ্যে চিন সফরে গিয়েছেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান। শেখ হাসিনা সরকারের আমলের সিদ্ধান্ত বদলে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে চিনের সাহায্য চাইছে তারেক রহমানের প্রশাসন। তিস্তা প্রকল্প নিয়ে চিনের প্রবল আগ্রহের মাঝে খলিলুরের বেজিং যাত্রা ও 'পুশ-ইন' বিতর্ক ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের রসায়নকে কোন দিকে নিয়ে যায়, সেটাই এখন দেখার।

গরমের দিনে আরামের সাঁতার। বুধবার জম্মুতে।

৯৪০ পয়েন্ট উঠল সেনসেক্স

মুম্বই, ৬ মে : পশ্চিম এশিয়ায় অস্থিরতা সামান্য কমতেই বড় অঙ্কের উত্থান হল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। বুধবারের এই উত্থানে একদিনে লগ্নিকারীদের সম্পদ বাড়ল প্রায় ৬ লক্ষ কোটি টাকা।

এদিন বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ৯৪০.৭৩ পয়েন্ট উঠে ৭৭৯৫৮.৫২ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ২৯৮.১৫ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ২৪৩৩০.৯৫ পয়েন্টে। হরমুজ জটে বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম এক ধাক্কায় ১২ শতাংশ কমে ব্যারেল প্রতি ৯৬.৭৪ ডলারে নেমে আসে। যার জেরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজার চাঙ্গা হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে এদেশেও।

স্থগিত ট্রাম্পের 'প্রোজেক্ট ফ্রিডম'

ওয়াশিংটন, ৬ মে : ইরানের সঙ্গে চুক্তির ক্ষেত্রে 'উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি' হয়েছে দাবি করে ওমান উপসাগর ও হরমুজ প্রণালীতে পরিচালিত সামরিক অভিযান 'প্রজেক্ট ফ্রিডম' সাময়িকভাবে স্থগিত করার কথা জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প এই ঘোষণা করেছেন।

ট্রাম্পের পোস্টে বলা হয়েছে, 'ইরানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত চুক্তির লক্ষ্যে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছে। পাকিস্তান সহ অন্যান্য দেশের অনুরোধে এবং ইরানের বিরুদ্ধে আমাদের সামরিক পদক্ষেপের বিশাল সাফল্যের প্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। তবে অবরোধ কার্যকর থাকবে। চুক্তিটি চূড়ান্ত ও স্বাক্ষরিত হয় কি না, তা দেখার জন্য প্রোজেক্ট ফ্রিডম (হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল) আপাতত স্থগিত রাখা হবে।'

পোস্টের কয়েক ঘণ্টা আগে মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া 'অপারেশন এপিক ফিউরি' সমাপ্তির কথা ঘোষণা করেন। হোয়াইট হাউসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রুবিও বলেন, 'অপারেশন এপিক ফিউরি শেষ হয়েছে। আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করেছি। আমরা শান্তি চাই এবং প্রেসিডেন্ট একটি চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে আগ্রহী।' তিনি আরও জানান, প্রোজেক্ট ফ্রিডম-এর মূল লক্ষ্য ছিল পারস্য উপসাগরে আটকে পড়া ৮৭টি দেশের প্রায় ২৩,০০০ বেসামরিক মানুষকে উদ্ধার করা। এটি কোনও আক্রমণাত্মক অভিযান নয়, একটি রক্ষণাত্মক অভিযান।

ইরানের সঙ্গে আলোচনায় 'অগ্রগতি'

হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেখানে আটকা পড়া বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে নিরাপদে সরিয়ে নিতে গত সোমবার প্রোজেক্ট ফ্রিডম শুরু হয়েছিল। বিশ্বের মোট তেলের এক-পঞ্চমাংশ এই সরু জলপথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। অভিযান চলাকালীন পারস্য উপসাগরে উত্তেজনা চরম মাত্রায় পৌঁছায়। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি তাদের জাহাজে ইরানি হামলার অভিযোগ তোলে এবং মার্কিন বাহিনীও কয়েকটি ইরানি ছোট নৌকা ধ্বংস করার দাবি করে।

ট্রাম্পের এদিনের ঘোষণার পর বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমেছে। মার্কিন ক্রুড অয়েল ফিউচার প্রতি ব্যারেলে ২.৩০ ডলার কমে ১০০ ডলারের নীচে নেমে এসেছে। তবে তেহরানের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী-ডিজিপি দ্বন্দ্বে বিতর্ক

অমৃতসর, ৬ মে : পঞ্জাবের অমৃতসর ও জলন্ধরে বিএসএফ দপ্তরের কাছে পরপর দুটি বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় হতাহতের খবর না মিললেও, বিস্ফোরণের নেপথ্যে থাকা 'শক্তি' নিয়ে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিপির পরস্পর বিরোধী মন্তব্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান সরাসরি আঙুল তুলেছেন বিজেপির দিকে। তাঁর দাবি, 'বিজেপি যেখানেই নির্বাচনে লড়তে চায়, সেখানেই এই ধরনের ঘটনা ঘটে।' তিনি গেরুয়া শিবিরকে এ ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করার আহ্বান জানান। জবাবে বিজেপির অশ্বিনী শর্মা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর মানসিক অবস্থা স্থিতিশীল নয়। পঞ্জাব একটি সীমান্ত রাজ্য, যা পরিচালনায় তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।' কংগ্রেস সাংসদ সুখজিন্দর সিং রনধাওয়াও মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিযোগকে 'অপেশাদার রাজনীতি' বলে কটাক্ষ করেছেন।

অন্যদিকে, পঞ্জাবের ডিজিপি গৌরব যাদব সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাঁর দাবি, এই বিস্ফোরণগুলি পাকিস্তানের আইএসআই-এর ষড়যন্ত্রের ফল। তিনি জানান, বিস্ফোরণে আইইডি ব্যবহার করা হয়েছে এবং 'খালিস্তান লিবারেশন আর্মি'-র দাবির বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কেরল সামলাতে জাতপাতের সমীকরণ কংগ্রেসে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৬ মে : এক দশক পর কেরলে ক্ষমতায় ফিরে সরকার গঠনের প্রস্তুতি শুরু করেছে কংগ্রেস। কিন্তু তার আগে সবথেকে বড় প্রশ্ন হল, কে হচ্ছেন রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী? রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, সাংগঠনিক দক্ষতা কিংবা দিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক, সবকিছুর পাশাপাশি এবার আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে কেরলের বহু পুরনো জাতপাতের সমীকরণ।

সবথেকে বেশি চর্চায় থাকা তিন নেতা-রমেশ চেন্নিথালা, ভিডি সতীশন এবং কেসি বেণুগোপাল তাৎপর্যপূর্ণভাবে নায়ার সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। কেরলের অন্যতম প্রভাবশালী উচ্চবর্ণ হিন্দু গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত নায়ারদের মধ্য থেকেই যদি ফের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন, তাহলে সামাজিক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে নতুন বিতর্ক তৈরি হতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। দিল্লিতে কংগ্রেস সূত্রে খবর, দলের স্থানীয় নেতৃত্ব ভিডি সতীশনকেই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে চাইছেন। তবে কংগ্রেস হাইকমান্ডের আস্থাভাজন হিসেবে নাম উঠে আসছে কেসি ভেনুগোপালের। যদিও তাঁর নামে শিলমোহর পড়তে এখনও বাকি। বৃহস্পতিবার কেরলের নবনির্বাচিত বিধায়কদের বৈঠক হবে। সেই বৈঠকের পরেই এক লাইনের প্রস্তাব পেশ করে হাইকমান্ডকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার দেওয়া হবে। বুধবার মুকুল ওয়াসনিক এবং অজয় মাকেন পর্যবেক্ষক হিসাবে গিয়েছেন কেরলে। বৃহস্পতিবার দুপুরের বৈঠকের পরেই কেরলের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর নাম চূড়ান্ত হবে।

রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৫ শতাংশ হিন্দু। এখনও পর্যন্ত মোট ১২ জন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৯ জনই হিন্দু। ওই ৯ জনের মধ্যে ৬ জনই উচ্চবর্ণ সম্প্রদায়ের। সবচেয়ে বেশি বার মুখ্যমন্ত্রীর পদে দেখা গিয়েছে নায়ার নেতাদেরই। অন্যদিকে ওবিসি সম্প্রদায় থেকে মাত্র তিনজন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। খ্রিস্টান ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ভূমিকাও কেরলের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেস নেতা একে অ্যান্টনি এবং উম্মন চান্ডি, দু'জনেই খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং দীর্ঘসময় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন। এছাড়াও ইউডিএফ শরিক আইইউএমএল থেকেও একবার মুখ্যমন্ত্রী পেয়েছে কেরল।

জাতীয় সংগীতের সমমর্যাদা বন্দে মাতরমের

নয়াদিল্লি, ৬ মে : ভারতের জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম'-কে জাতীয় সংগীত 'জনগণমন'-র সমান মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাবে আনুষ্ঠানিক সিলমোহর দিয়েছে কেন্দ্র। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে 'প্রিভেনশন অফ ইনসাল্টস টু ন্যাশনাল অনার অ্যাক্ট'-এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হচ্ছে, যাতে বন্দে মাতরমকেও জাতীয় সংগীত (জনগণমন)-র মতোই সমপর্যায়ের আইনি সুরক্ষা দেওয়া যায়।

এখন থেকে জাতীয় সংগীতের মতোই 'বন্দে মাতরম'-এর অবমাননা করা বা গাওয়ার সময় বাধা সৃষ্টি করা একটি দর্তব্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে। আইন অমান্যকারীদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানার সংস্থান রাখা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই কালজয়ী রচনার ১৫০তম বর্ষপূর্তিতে কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক অনন্য মাত্রা যোগ করল। আধিকারিকদের মতে, শীঘ্রই এই সংশোধনী বিলটি সংসদে পেশ করা হবে।

মানবিক উদ্যোগ

হায়দরাবাদ, ৬ মে : উচ্চতা ৬.৬ ফুট। বাসের ভিতরের উচ্চতা তাঁর চেয়ে কম। তাই ঘাড় বেঁকে কনডাক্টরি করতে করতে পিঠ-ঘাড়ের ব্যথায় কাবু হয়ে পড়েছিলেন আমিন আহমেদ আনসারি। তিনি তেলেঙ্গানার রাজ্য সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশনের কর্মী। উচ্চতা জনিত সমস্যার কারণে আনসারি গত এক বছর ধরে অন্য পদে কর্মরত ছিলেন। ২৮ এপ্রিল সেই কাজের মেয়াদ শেষ হয়। ফিরে আসেন কনডাক্টরির কাজে। ফের শুরু হয় শারীরিক সমস্যা। নজর ঘোরে বাস কর্তৃপক্ষের। নির্দেশিকা জারি করে আনসারিকে নিয়মিত কাজের পরিবর্তে রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাস চলাচল বিভাগে নিযুক্ত করা হয়েছে। কর্পোরেশনের মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন নেটিজেনরা।

দুর্ঘটনায় মৃত ৪

পাটনা, ৬ মে : মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা বিহারের ছাপরায়। বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠান সেরে পিকআপ ভ্যানে উত্তরপ্রদেশের বালিয়ায় ফিরছিলেন অর্কেস্ট্রা পার্টির সদস্যরা। আচমকা পিছন থেকে একটি দ্রুতগতির ট্রাক এসে ধাক্কা মারে ভ্যানটিতে। দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে সেটি। মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। ৬ আহত হাসপাতালে ভর্তি। ঘাতক ট্রাকচালকের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

'প্রাণভয়ে' প্রাসাদ ছেড়ে বাংকারে পুতিন

মস্কো, ৬ মে : রাশিয়ার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ভ্লাদিমির পুতিন বাংকারে আশ্রয় নিয়েছেন। একটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, গুপ্তহত্যার আশঙ্কা রয়েছে পুতিনের। তাঁর ওপরে ড্রোন হামলা হতে পারে। সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাও রয়েছে। ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে পুতিনের নিরাপত্তা সংকটে। এ সমস্ত কারণে ক্রেমলিনের জাঁকজমক ছেড়ে মাটির নীচে সুরক্ষিত কক্ষ রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের এখনকার ঠিকানা।

রুশ সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট বলছে, মস্কোর বিলাসবহুল প্রাসাদ ছেড়ে দক্ষিণ রাশিয়ার ক্রাসনোদার অঞ্চলে এক দুর্ভেদ্য বাংকারে আছেন পুতিন। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সেখান থেকেই কাজকর্ম চালাচ্ছেন। বাংকার ও সংলগ্ন অঞ্চলের নিরাপত্তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে রাশিয়ার ফেডারেল প্রোটেকটিভ সার্ভিস। ব্যাপক সংখ্যায় নিরাপত্তা বাহিনী নামানো হয়েছে মস্কো নদী বরাবর। শুধু পুতিন ও তাঁর পরিজনদের জন্য নয়, যাঁরা তাঁর সঙ্গে কাজে যুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিরাপত্তাও চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। পুতিনের দেহরক্ষী, আলোকচিত্রী, রাঁধুনির মোবাইল ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সিসিটিভি বসানো হয়েছে কর্মীদের বাড়িতে। তাঁদের গণপরিবহণ ব্যবহারে অনুমতি নেই।

ছাড়পত্র কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৬ মে : পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি দাম বাড়িয়েছে জ্বালানি তেলের। দাম বেড়েছে বিমানের জ্বালানিরও। ফলে গভীর সংকট পড়েছিল উড়ান সংস্থাগুলি। পরিস্থিতির মোকাবিলায় উড়ান সংস্থাগুলিকে ৫০০০ কোটি টাকা ঋণের ছাড়পত্র দিল কেন্দ্রীয় সরকার।

বুধবার, প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীগোষ্ঠীর বৈঠকে ইমার্জেন্সি ক্রেডিট লাইন গ্যারান্টি স্কিম ৫.০-কে ছাড়পত্র দিয়েছে। একজন ঋণদাতার কাছ থেকে সর্বোচ্চ এক হাজার কোটি টাকা ঋণ নিতে পারবে উড়ান সংস্থাগুলি। এর পাশাপাশি ওই ঋণদাতার কাছ থেকে অতিরিক্ত ৫০০ কোটি টাকাও ঋণ নেওয়া যাবে যদি সম পরিমাণ অর্থ ওই সংস্থা লগ্নি করে। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, উড়ান সংস্থাগুলি যে নগদ সংকটে পড়েছিল তা এই সিদ্ধান্তের ফলে মিটবে।

ভারতীয় জাহাজ উদ্ধারে পাক সেনা

নয়াদিল্লি, ৬ মে : বিপদের দিনে ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে প্রকৃত বন্ধুত্বের পরিচয় দিল পড়শি দেশ পাকিস্তান। মাঝদরিয়ায় হঠাৎই বিগড়ে যায় ভারতীয় মালবাহী জাহাজ 'এমভি গৌতম'-এর ইঞ্জিন, ফুরোয় খাবার। অসহায় হয়ে পড়েন নাবিকরা। এই পরিস্থিতিতে বিপন্ন জাহাজ ও নাবিকদের উদ্ধার করতে নামে পাক নৌবাহিনী (পিএমএসএ)। তাদের চেষ্টায় শেষমেশ তরণী পুরোপুরি তীরে না ভিড়লেও, প্রাণরক্ষা হয়েছে সাত ভারতীয় নাবিকের।

ওমান থেকে ভারতে ফেরার পথে আরব সাগরে ওই মালবাহী জাহাজের জেনারেটর বিগড়ে যায়। এহেন নিরুপায় অবস্থায় তড়িঘড়ি ইসলামাবাদে বিপদ সংকেত পাঠানো হয় মুম্বইয়ের উদ্ধারকারী কেন্দ্র থেকে। প্রতিবেশী বলে কথা, বিপদে কি আর মুখ ফিরিয়ে থাকা যায়? অমনি কোমর বেঁধে নামে পাকিস্তান মেরিটাইম সিকিউরিটি এজেন্সি। 'পিএমএসএস কাশ্মীর' জাহাজ নিয়ে তারা হাজির হয় মুশকিল আসান হয়ে। শুধু ওষুধ বা কারিগরি সাহায্য নয়, পেটভরা খাবার নিয়ে তারা পৌঁছে যায় এমভি গৌতমের নাবিকদের কাছে।

এদিকে পাক সীমানা পেরিয়ে 'গৌতম' ভাসতে ভাসতে গুজরাটের দ্বারকার কাছে এসে পৌঁছোয়। সেখানে তাকে নজরদারি শুরু করে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর জাহাজ 'রাজরতন'। চেষ্টা হচ্ছে গৌতমের কোমরে দড়ি বেঁধে তাকে তীরে ভেড়ানোর।

রহস্য ফাঁস বিজ্ঞানের

বাড়ি কি সত্যিই ভূতুড়ে?

কোনও জায়গা ‘ভূতুড়ে’ মনে হওয়ার কারণ ভূত নয়, বরং ‘ইনফ্রাসাউন্ড’ নামের অতি নিম্ন কম্পাঙ্কের শব্দ। মানুষের কানে না পৌঁছোলেও এই শব্দ শরীরে অস্বস্তি ও আতঙ্ক তৈরি করে, যা অলৌকিক ঘটনা বলে ভুল করে মানুষ।

ঘরের ভিতর ঢুকতেই হঠাৎ গা ছমছম করে ওঠা, কিংবা অকারণে এক অদ্ভুত আতঙ্ক গ্রাস করা—এমন অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই হয়েছে। কোনও ভৌতিক শব্দ নেই, কোনও ছায়াও দেখা যাচ্ছে না, তবুও মনে হয় আশপাশে অশরীরী কিছু একটা আছে। আমরা একে ‘ভূতুড়ে’ বলে আখ্যা দিলেও বিজ্ঞান বলছে, এই রহস্যময় অনুভূতির পিছনে কোনও ভূত নয়, বরং রয়েছে এক অদৃশ্য শব্দ তরঙ্গ।

ভূতুড়ে বাড়ি নিয়ে গল্পের শেষ নেই। শোনা যায়, কলকাতায় গার্স্টিন প্লেসে আকাশবাণীর পুরোনো ভবন থেকে শুরু করে আলিপুরের ন্যাশনাল লাইব্রেরি কিংবা হেস্টিংস হাউস সহ একাধিক বাড়িতে নাকি এখনও ঘুরে বেড়ান ‘তেনা’রা। এইসব বাড়িতে নাকি অশরীরীদের অস্তিত্ব টের পেয়েছেন অনেকেই। যদিও যাঁরা ভূতে বিশ্বাস করেন না, তাঁদের তেনারা দেখা দেন না।

সম্প্রতি ‘ফ্রন্টিয়ার্স ইন বিহেভিয়ারল নিউরোসায়েন্স’ জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণা বলছে, এই গা ছমছমে অনুভূতির মূলে রয়েছে ‘ইনফ্রাসাউন্ড’ বা শব্দেতর তরঙ্গ। এটি এমন এক ধরনের শব্দ যার কম্পাঙ্ক ২০ হার্টজ-এর কম, যা মানুষের কান সরাসরি শুনতে পায় না। আমাদের কান এই শব্দ ধরতে না পারলেও শরীরের ওপর এর প্রভাব পড়ে মারাত্মক। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ইনফ্রাসাউন্ড মানুষকে অজান্তেই খিটখিটে, বিষণ্ণ এবং মানসিক চাপে ফেলে দেয়।

বিজ্ঞানীদের মতে, ইনফ্রাসাউন্ড আমাদের চারপাশে সবখানেই রয়েছে। পুরোনো দালানের বড় পাইপলাইন, এসি, ভেন্টিলেশন সিস্টেম, এমনকি ভারী ট্রাফিক থেকেও এই নিম্ন কম্পাঙ্কের শব্দ তৈরি হয়। প্রাকৃতিকভাবে ঝড়, ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরি থেকেও এটি তৈরি হতে পারে।

গা ছমছমে অনুভূতির মূলে রয়েছে ‘ইনফ্রাসাউন্ড’ বা শব্দেতর তরঙ্গ। এটি এমন এক ধরনের শব্দ যার কম্পাঙ্ক ২০ হার্টজ-এর কম, যা মানুষের কান সরাসরি শুনতে পায় না। আমাদের কান এই শব্দ ধরতে না পারলেও শরীরের ওপর এর প্রভাব পড়ে মারাত্মক। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ইনফ্রাসাউন্ড মানুষকে অজান্তেই খিটখিটে, বিষণ্ণ এবং মানসিক চাপে ফেলে দেয়।

এই রহস্যের কিনারা করতে কানাডার ম্যাকইওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ৩৬ জন ব্যক্তির ওপর একটি পরীক্ষা চালান। সেখানে অংশগ্রহণকারীদের ১৮ হার্টজ কম্পাঙ্কের ইনফ্রাসাউন্ডের উপস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের সংগীত শোনানো হয়। পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে গবেষণাপত্রের লেখক ও গবেষক দল জানান, ‘ইনফ্রাসাউন্ডের সংস্পর্শে আসার পর অংশগ্রহণকারীদের লালার নমুনায় স্ট্রেস হরমোন ‘কর্টিসল’-এর মাত্রা অনেক বেশি পাওয়া গিয়েছে এবং তাঁরা মানসিকভাবেও অনেক বেশি অস্বস্তি অনুভব করেছেন।’ আশ্চর্যের বিষয় হল, অংশগ্রহণকারীদের একজনও বুঝতে পারেননি যে সেখানে কোনও শব্দ করা হচ্ছে, তবুও তাঁদের শরীর ও মন ঠিকই তাতে সাড়া দিয়েছে।

গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, ১৮ থেকে ১৯ হার্টজ কম্পাঙ্কের এই শব্দ তরঙ্গ মানুষের চোখে এক ধরনের বিভ্রম তৈরি করতে পারে, যার ফলে চোখের কোণে ছায়া দেখার মতো অনুভূতি হয়। গবেষকরা সতর্ক করে জানিয়েছেন, এই ধরনের শব্দ দীর্ঘ সময় ধরে কানে আসতে থাকলে তা জনস্বাস্থ্যের পক্ষে উদ্বেগের কারণ হতে পারে।

নির্বাসন ভেঙে প্লুটো কি ফিরবে স্বমহিমায়

সৌরজগতের সেই চিরচেনা মানচিত্র থেকে ২০০৬ সালে একপ্রকার ঘাড় ধরেই বের করে দেওয়া হয়েছিল পরিবারের কনিষ্ঠতম সদস্য প্লুটোকে। সেই নির্বাসন কাটিয়ে আবার হয়তো পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলন হতে চলেছে প্লুটোর।

আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ইউনিয়ন গ্রহের সংজ্ঞা পুনর্নির্ধারণ করে প্লুটোকে ‘বামন গ্রহ’ হিসাবে চিহ্নিত করে। তবে দুই দশক পর সেই বিতর্ক আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। খোদ নাসার শীর্ষ স্তর থেকে প্লুটোকে পুনরায় গ্রহের মর্যাদা দেওয়ার জোরালো দাবি উঠেছে।

সম্প্রতি মার্কিন সেনেটের এক শুনানিতে নাসার প্রশাসক জ্যারেড আইজ্যাকম্যান সাফ জানিয়েছেন, তিনি প্লুটোর পক্ষে। তিনি বলেন, ‘আমি প্লুটোকে আবার গ্রহ হিসাবে দেখার পক্ষপাতী।’ আইজ্যাকম্যান আরও যোগ করেন যে, নাসা বর্তমানে এমন কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র তৈরির কাজ করছে যা এই আলোচনাকে বিশ্ব বৈজ্ঞানিক মহলে ফের তুলে ধরবে। তাঁর লক্ষ্য, ‘একটি অবস্থান তৈরি করা যা আমরা বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে এই আলোচনাটি পুনর্মূল্যায়নের জন্য নিয়ে যেতে পারি।’

প্লুটো কেন ব্যর্থ হয়েছিল?

আইএইউ-এর নিয়মানুযায়ী, একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রহ হতে গেলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়: প্রথমত, সেটি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবে। দ্বিতীয়ত, গোলকাকার হবে এবং তৃতীয়ত, নিজের কক্ষপথের আশপাশ থেকে অন্য সব মহাজাগতিক ধ্বংসাবশেষ বা বস্তু সরিয়ে দেবে। প্লুটো প্রথম দুটি শর্ত পূরণ করলেও তৃতীয়টিতে আটকে যায়। এটি সৌরজগতের প্রান্তসীমায় অবস্থিত ‘কুইপার বেল্ট’ নামক একটি ঘিঞ্জি অঞ্চলে থাকে, যেখানে অসংখ্য বরফখণ্ড ও অন্যান্য বামন গ্রহের বাস। প্লুটোর ভর ও মহাকর্ষীয় শক্তি এতটাই কম ছিল যে, সে তার কক্ষপথের এই প্রতিবেশীদের সরিয়ে নিজের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। ফলে তার কক্ষপথটি ‘পরিষ্কার’ না থাকায় সে গ্রহের মর্যাদা হারায়।

তবে বিজ্ঞানীরা এখন পালটা যুক্তি দিচ্ছেন। ২০১৫ সালে নাসার ‘নিউ হরাইজনস’ মহাকাশযান যখন প্লুটোর কাছ দিয়ে যায়, তখন এর গায়ে ধরা পড়ে সুবিশাল পর্বতমালা এবং নাইট্রোজেন-বরফের হিমবাহ। এই ভূতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য প্রমাণ করে যে প্লুটো কোনও মৃত মহাজাগতিক পিণ্ড নয়।

তাছাড়া সমালোচকদের মতে, পৃথিবী বা বৃহস্পতির কক্ষপথেও অনেক গ্রহাণু থাকে, তাহলে কেবল প্লুটোর ক্ষেত্রেই কেন এই নিয়ম কঠোর হবে?

অবশ্য পথটা সহজ নয়। গবেষকদের মতে, প্লুটোকে গ্রহ মানলে ওই অঞ্চলের আরও প্রায় ১০০টি বস্তুকে গ্রহের স্বীকৃতি দিতে হতে পারে। শেষ পর্যন্ত আইএইউ তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবে কি না, তা সময়ই বলবে। তবে নাসার এই পদক্ষেপ মহাকাশ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

প্লুটো কেন পরীক্ষায় ফেল করেছিল

পূর্ণাঙ্গ গ্রহ হতে গেলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়। প্রথমত, সেটি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবে। দ্বিতীয়ত, গোলকাকার হবে এবং তৃতীয়ত, নিজের কক্ষপথের আশপাশ থেকে অন্য সব মহাজাগতিক ধ্বংসাবশেষ বা বস্তু সরিয়ে দেবে। প্লুটো প্রথম দুটি শর্ত পূরণ করলেও তৃতীয়টিতে আটকে যায়।

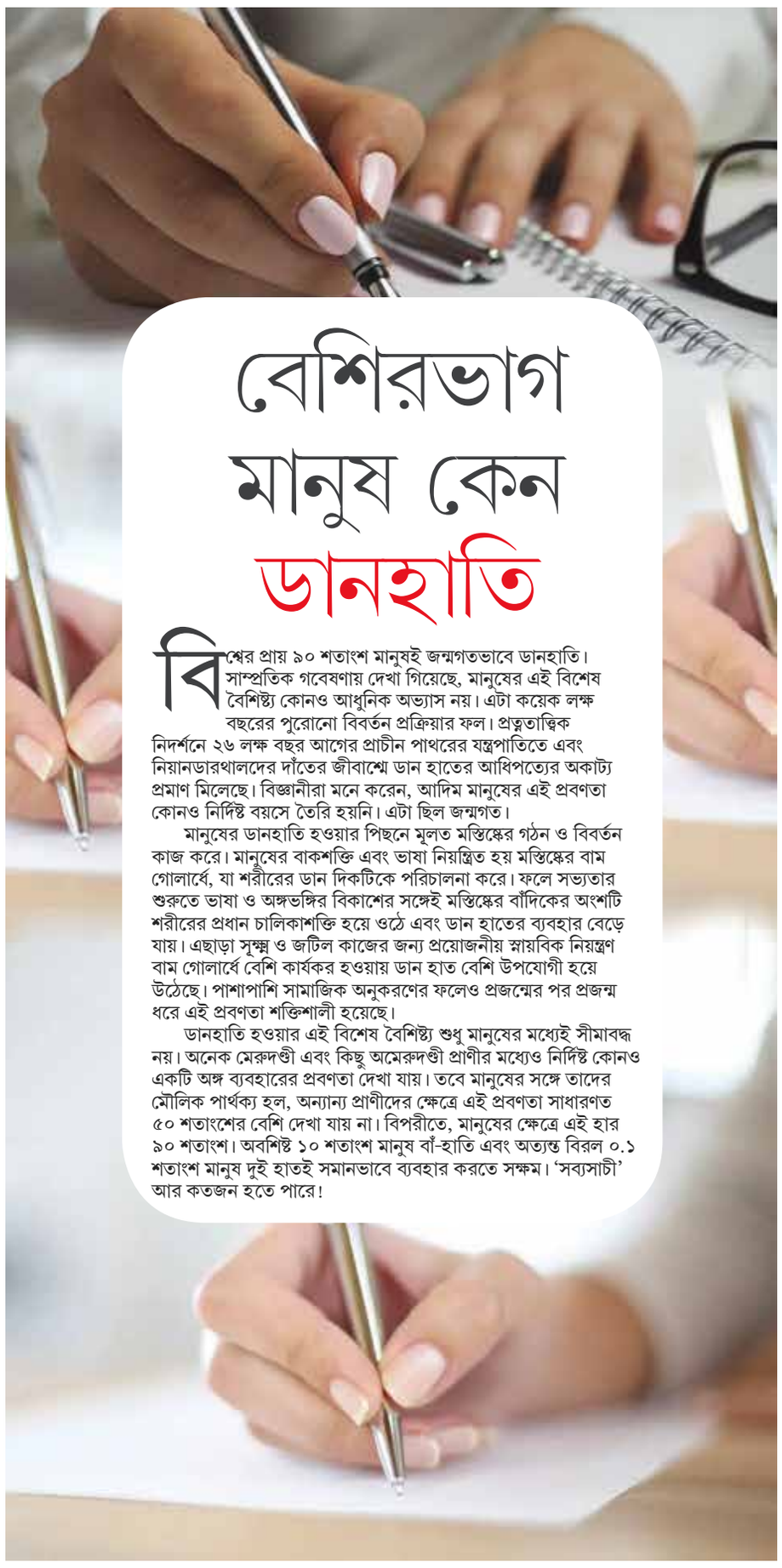

বেশিরভাগ মানুষ কেন ডানহাতি

বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষই জন্মগতভাবে ডানহাতি। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মানুষের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য কোনও আধুনিক অভ্যাস নয়। এটা কয়েক লক্ষ বছরের পুরোনো বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে ২৬ লক্ষ বছর আগের প্রাচীন পাথরের যন্ত্রপাতিতে এবং নিয়ানডারথালদের দাঁতের জীবাশ্মে ডান হাতের আধিপত্যের অকাট্য প্রমাণ মিলেছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আদিম মানুষের এই প্রবণতা কোনও নির্দিষ্ট বয়সে তৈরি হয়নি। এটা ছিল জন্মগত।

মানুষের ডানহাতি হওয়ার পিছনে মূলত মস্তিষ্কের গঠন ও বিবর্তন কাজ করে। মানুষের বাকশক্তি এবং ভাষা নিয়ন্ত্রিত হয় মস্তিষ্কের বাম গোলার্ধে, যা শরীরের ডান দিকটিকে পরিচালনা করে। ফলে সভ্যতার শুরুতে ভাষা ও অঙ্গভঙ্গির বিকাশের সঙ্গেই মস্তিষ্কের বাঁদিকের অংশটি শরীরের প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে এবং ডান হাতের ব্যবহার বেড়ে যায়। এছাড়া সূক্ষ্ম ও জটিল কাজের জন্য প্রয়োজনীয় স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ বাম গোলার্ধে বেশি কার্যকর হওয়ায় ডান হাত বেশি উপযোগী হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি সামাজিক অনুকরণের ফলেও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই প্রবণতা শক্তিশালী হয়েছে।

ডানহাতি হওয়ার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অনেক মেরুদণ্ডী এবং কিছু অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যেও নির্দিষ্ট কোনও একটি অঙ্গ ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। তবে মানুষের সঙ্গে তাদের মৌলিক পার্থক্য হল, অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা সাধারণত ৫০ শতাংশের বেশি দেখা যায় না। বিপরীতে, মানুষের ক্ষেত্রে এই হার ৯০ শতাংশ। অবশিষ্ট ১০ শতাংশ মানুষ বাঁ-হাতি এবং অত্যন্ত বিরল ০.১ শতাংশ মানুষ দুই হাতই সমানভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম। ‘সব্যসাচী’ আর কতজন হতে পারে!

জগদীশ বিদ্যাপীঠের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী পূর্ণিমা বৈদ্য পড়াশোনার পাশাপাশি হাতের কাজে সকলের নজর কেড়েছে।

ভোট পরবর্তী হিংসা ঠেকাতে কড়া প্রশাসন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ মে : ভোট পরবর্তী হিংসায় উত্তাপ বাড়ছে মেট্রোপলিটান পুলিশ এলাকায়। কানকাটা মোড় এলাকায় তৃণমূলের পার্টি অফিস জ্বালানো থেকে শুরু করে দিনদুপুরে পার্টি অফিস দখল করে নেওয়ার ঘটনায় বেড়েছে উত্তেজনা। এই পরিস্থিতিতে ভোট পরবর্তী হিংসা পুরোপুরি বন্ধ করতে সক্রিয় প্রশাসন। বুধবার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর, পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা এবং ডিস্ট্রিক্ট ফোর্স কোঅর্ডিনেটর তথা এসএসবি'র অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট গৌতম সাগরের উপস্থিতিতে এই সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। মাল্লাগুড়িতে পুলিশ কমিশনারেটের কনফারেন্স রুমে এই সাংবাদিক বৈঠক হয়।

বৈঠক থেকে পরিষ্কারভাবেই বার্তা দেওয়া হয়েছে, জয়ের আনন্দ করাই যেতে পারে। তবে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে আইনত কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজার বক্তব্য, 'কোথাও কোনও ধরনের অভিযোগ এলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখনও পর্যন্ত বড় ধরনের কোনও ঘটনা না ঘটলেও তিনটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে চিহ্নিত করে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই ঘটনাগুলির সঙ্গে যুক্ত বাকিদের খোঁজেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে।'

> কোথাও কোনও ধরনের অভিযোগ এলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
>
> সৈয়দ ওয়াকার রাজা

নির্বাচনের সময় থেকে বারেবারেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর ওপর টার্গেট করেছিল তৃণমূল। এমনকি নির্বাচনের দিনেও কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন শিলিগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব। এ বিষয়ে প্রশ্ন করতেই এসএসবি-র অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনেই যাবতীয় কাজ করা হয়েছে। এখানে পক্ষপাতিত্বের কোনও ব্যাপার নেই। স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে জনসংযোগ রেখে নিয়ম মেনেই কাজ করা হয়েছে।' অন্যদিকে, এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে নির্বাচন ও নির্বাচন পূর্ববর্তী সময় শান্তিপূর্ণ রাখার ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। পুলিশ কমিশনার বলেন, 'সাধারণ মানুষকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। তবে ভোট পরবর্তী এই সময়ও যাতে পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ থাকে এজন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে আবেদন জানাব।' পুলিশ কমিশনারের আরও বলেন, 'প্রতিটি জায়গাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের রুটমার্চ চলবে। বাহিনী পর্যাপ্ত রয়েছে। প্রয়োজন পড়লে আরও আনা হবে।'

পাড়ার রাস্তায় বৃষ্টি মাথায় চলাচল। বুধবার দীপ্তেন্দু দত্তের তোলা ছবি।

শিলিগুড়িতে দাদাগিরি ট্যাক্স

পালাবদলে সরব টোটোচালকরা

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৬ মে : রাজ্যে পালাবদল হতেই শিলিগুড়ি শহরের টোটো ও সিটি অটোচালকরা তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের দাদাগিরি নিয়ে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। একইসঙ্গে তাঁরা চাইছেন, আর যেন অন্তত তৃণমূল জমানার পুনরাবৃত্তি না হয়। টোটো ও সিটি অটোচালকরা জানাচ্ছেন, তৃণমূল নেতাদের ভয়ে কেউ প্রকাশ্যে মুখ খোলার সাহস পেতেন না। রুজিরুটির তাগিদে এতদিন তাঁরা 'দাদাগিরি ট্যাক্স' দিতেও বাধ্য হতেন।

শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ অবশ্য দাবি করেছেন, 'সিন্ডিকেট বলে কোনওকিছু থাকবে না। ইউনিয়ন ইস্যুতে পলিসি ডিসিশন হবে।'

এনজেপি স্টেশন চত্বর থেকে শুরু করে শহরের কোর্ট মোড়, জংশন সংলগ্ন এলাকা, এয়ারভিউ মোড় এলাকায় তৃণমূল নেতাদের দাপট চরমে ছিল বলে অভিযোগ। চালকরা জানাচ্ছেন, এলাকার গুরুত্ব বুঝে দাদাগিরি ট্যাক্সের দর বেঁধে দেওয়া ছিল। টোটো ও সিটি অটোর ক্ষেত্রে সেই অঙ্ক ভিন্ন ছিল। দৈনিক ১০ থেকে ২০ টাকা করে দাদাগিরি ট্যাক্স আদায় করা হত। এর বাইরেও সিন্ডিকেটের তরফে আরও একাধিক অলিখিত আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল।

এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন স্ট্যান্ডের টোটোচালক বিক্রম সরকার বলেন, 'তৃণমূল নেতাদের অত্যাচারের কোনও সীমা ছিল না। দৈনিক ১০ টাকা হিসেবে মাসে ৩০০ টাকা তাঁদের দিতে হত। প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে সিন্ডিকেটের দাদাদের হাতে সেই টাকা না পৌঁছালে স্ট্যান্ড থেকে বের করে দেওয়া হত। নিরুপায় হয়ে সবটা সহ্য করতাম।' অপর এক টোটোচালক বিশাল সিংয়ের কথায়, 'একসময় এনজেপি স্ট্যান্ডে নাম লেখাতে ১২ হাজার টাকা দিতে হয়েছিল। পরে ২০২৩ সালে স্থান বদল করেছিলাম তখন ফের ৫ হাজার টাকা দিতে হয়। এছাড়াও মাসিক ৩০০ টাকা তো বাধ্যতামূলক ছিল।'

তৃণমূল জমানায় শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই সিন্ডিকেটরাজ জাঁকিয়ে বসেছিল। এলাকাভিত্তিক তৃণমূল নেতাদের সৌজন্যেই সেই সিন্ডেকেটরাজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল বলে অভিযোগ। শিলিগুড়িতেও সিন্ডিকেটরাজের দাপট অব্যাহত ছিল। সেই সিন্ডিকেটরাজের ক্ষমতা দখল ও মাটিগাড়াতেও মাসে ৬০০ টাকা করে দিতে হত। নেতাদের পকেটে ঢুকত সেই টাকা।

এনজেপির টোটো ও সিটি অটো স্ট্যান্ড।

শহরের ভেনাস মোড় এলাকায় বুধবার যাত্রীদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন টোটোচালক ভক্তি অধিকারী। তিনি বললেন, 'অত্যাচারের কোনও সীমা ছিল না। কোর্ট মোড়, এয়ারভিউ মোড়, জংশন সংলগ্ন এলাকার স্ট্যান্ডে দাঁড়ালেই প্রতিদিন টাকা গুনতে হত। কোর্ট মোড় ও এয়ারভিউ মোড়ে দৈনিক ১০ টাকা ধার্য হলেও জংশন সংলগ্ন এলাকায় ২০ টাকা দিতে হত।' সিটি অটোচালক বিজয় সাহানি জানিয়েছেন, এনজেপি, মেডিকেল নিয়ে শহরে একাধিকবার রক্তক্ষয়ী অশান্তিও হয়েছে। সিটি অটো ও টোটোচালকদের কথায়, সিন্ডিকেটের মাথায় থাকা তৃণমূল নেতাদের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হত। অন্যথায় হুমকি ও গালমন্দ জুটত। এখানেই শেষ নয়, সাহস করে কেউ প্রতিবাদ করলে সিটি অটো কিংবা টোটো নিয়ে রাস্তায় বেরোতে দেওয়া হত না। তাঁদের কথায়, সিন্ডিকেটের নিয়ম মেনে দাদাগিরি ট্যাক্স দিলে তবেই সমস্যার সমাধান হত।

গ্রেপ্তারির দাবিতে থানায় বিক্ষোভ

ইসলামপুর, ৬ মে : দুই কিশোরের মৃত্যুর প্রতিবাদ এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বুধবার ইসলামপুর থানায় বিক্ষোভ দেখান মৃতের পরিবার সহ এলাকার বাসিন্দারা। সোমবার জলে ডুবে দুই কিশোরের মৃত্যু হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত গ্রেপ্তার না হওয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয়রা। এদিন থানায় এসে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ঘটনার পর তিনদিন পেরিয়ে গেলেও পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এদিকে পরিবারের সদস্যদের দাবি, এই মৃত্যুর পেছনে দোষীদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। না হলে জোরদার আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

গৌতমকে ঘিরে চেনা ভিড় কমছে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৬ মে : বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে ইতিমধ্যে গৌতম দেব দলের অন্দরে অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। দলের নেতা-নেত্রীদের একাংশ তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। পরাজয় ইস্যুতে গৌতমের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে প্রকাশ্যে তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সেই তালিকায় জেলার নেতা-নেত্রীদের পাশপাশি কর্মী-সমর্থকেরাও রয়েছেন। ফলে গৌতমের বাড়ির সামনে থাকা চেনা ভিড়ের ছবি বদলাতে শুরু করেছে।

মঙ্গলবার দিনের বিভিন্ন সময় নেতা-কর্মীদের আনাগোনা নজরে এলেও বুধবার তা অনকেটাই কমে গিয়েছে। শুধু বাড়িতেই নয়, পুরনিগমেও গৌতমের সাক্ষাৎপ্রার্থীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমে গিয়েছে। একটা সময় ছিল যখন নানাবিধ সমস্যা নিয়ে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে নেতা-কর্মীরা মেয়র গৌতমের বাড়ি ও অফিসে ভিড় করে থাকতেন। ভোটের ফল সামনে আসার পর সেই ভিড় উধাও হতেই গৌতম দেবের বাড়ির সদর গেট আগলে রাখা এক ব্যক্তিকে এদিন আক্ষেপ করতে শোনা গেল। তিনি বলেন, 'এতদিন অনেকেই ভিড় করে থাকতেন। স্যরের থেকে নানা ধরনের সুবিধা নিতে আসতেন। কিন্তু এখন তাঁদের কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না। খুব খারাপ লাগছে।'

যদিও গৌতম দেব এনিয়ে খুব একটা ভাবিত নন। তিনি বলেন, 'এদিন সকালে কয়েকজন এসেছিলেন। তবে এটাই তো স্বাভাবিক, এটাই তো জীবন। মানুষ জয়ীদের পাশেই থাকতে চান। পরাজিতদের পাশে থাকতে চান না।' বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষের কাছে ৭৩ হাজার ১৯২ ভোটে পরাস্ত হওয়ার পর মঙ্গলবার বাড়িতেই দিন কাটিয়েছেন। তবে এদিন বেলার দিকে তিনি পুরনিগমে হাজির হন। তার আগে পাসপোর্ট অফিসে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে সরাসরি পুরনিগমে নিজের অফিসে পৌঁছে যান। শুরুতেই একনাগাড়ে একাধিক ফাইলে সই করেন। সেই তালিকায় মেয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ফান্ডের ফাইলও ছিল। সেই ফাইলে সই করার সময় তিনি আচমকাই বলে ওঠেন, হয়তো এটাই শেষ। পরবর্তীতে পুর কমিশনার সহ ফিন্যান্স অফিসারের সঙ্গে একপ্রস্থ বৈঠকও সারেন।

সবশেষে সন্ধ্যা নাগাদ তিনি ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়েছিলেন। সেখানে দলীয় কার্যালয় সহ ওয়ার্ড অফিস ঘুরে দেখার পাশাপাশি দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। গৌতম জানিয়েছেন, 'সকালে বৃষ্টির পর থেকেই সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছি। এদিন রুটিন কিছু কাজ করলাম। পরিষেবা যাতে ব্যাহত না হয় সেটা দেখা আমার কাজ।'

পুরনিগমে জরুরি ফাইলে সই করছেন মেয়র গৌতম দেব।

- গৌতম দেবের বাড়ির সামনে নেতা-কর্মীদের আনাগোনা বুধবার অনেকটাই কম ছিল
- শুধু বাড়িতেই নয়, পুরনিগমে সাক্ষাৎপ্রার্থীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমে গিয়েছে
- একটা সময় ছিল সাধারণ মানুষ থেকে নেতা-কর্মীরা গৌতমের বাড়ি ও অফিসে ভিড় করে থাকতেন

> এদিন সকালে কয়েকজন এসেছিলেন। তবে এটাই তো স্বাভাবিক, এটাই তো জীবন। মানুষ জয়ীদের পাশেই থাকতে চান। পরাজিতদের পাশে থাকতে চান না।
>
> গৌতম দেব

ভোট শেষেও রইল পোস্টার-ব্যানার-ফ্লেক্স

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৬ মে : ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর রাস্তায় নেমে নির্বাচনি পোস্টার, ব্যানার, ফ্লেক্স খুলে ফেলার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা। দুই-তিনদিন জোরকদমে সেই কর্মসূচি চলেছিল। কিন্তু শহরের সব জায়গা থেকে এই নির্বাচনি পোস্টার ও ব্যানারগুলি খুলে ফেলা হয়নি। ওই কয়েকদিনের পর আর কাউকে এই কাজ করতে দেখা যায়নি। ভোটের ফল ঘোষণা হয়ে গেল, আর কয়েকদিন পর নতুন সরকার গঠন হয়ে যাবে। কিন্তু শহরের একাধিক জায়গায় এই ধরনের পোস্টার, ব্যানার ও ফ্লেক্সের দেখা মিললেও সেগুলি সরানোর বিষয়ে কোনও রাজনৈতিক দলের মাথাব্যথা নেই।

শহরে ঘুরতে ঘুরতে চোখে পড়ল হাসমি চকে জ্বলজ্বল করছে শিলিগুড়ি বিধানসভার কংগ্রেস প্রার্থী অলোক ধারার নাম ও ছবি সহ ফ্লেক্স, সুভাষপল্লিতে ঝুলছে তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেবের ফ্লেক্স। কোথাও দেওয়ালজুড়ে লাগানো রয়েছে সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তীর নামের পোস্টার, আবার কোথাও রয়েছে বিজেপি প্রার্থীর শংকর ঘোষের পোস্টার।

গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ভিজে কোথাও কিছু ফ্লেক্সের অর্ধেক অংশ ছিঁড়ে গিয়েছে, কোনওটা অর্ধেক জুড়ে রয়েছে, অর্ধেক অংশ আবার হাওয়ায় উড়ছে। হাকিমপাড়া, ডাবগ্রাম, দেশবন্ধুপাড়া সহ অনেক জায়গায় এভাবে ফ্লেক্স, পোস্টার ঝুলে থাকায় দৃশ্য দূষণ হচ্ছে বলে জানাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

হাসমি চকে দাঁড়িয়ে শহরবাসী শান্তনু কর্মকার বললেন, 'ভোটের সময় প্রায় বেশিরভাগ জায়গায় অনুমতি না নিয়ে ব্যানার, পোস্টার লাগিয়েছিল। এখন ফলাফল ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। এবার এগুলি খুলে ফেলা উচিত। এভাবে শহরের সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। দলীয় নেতা-কর্মীদের এবিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত।'

ভোট পার হলেও শহরে রাজনৈতিক দলের ফ্লেক্স ঝুলছে।

আবার হাকিমপাড়া দিয়ে যাওয়ার সময় মৌসুমি দত্ত বললেন, 'যখন সব মিটে গিয়েছে তখন এই পোস্টার ও ফ্লেক্সগুলি খুলে ফেলা দরকার।'

তৃণমূল প্রার্থী গৌতম বলেন, 'অনেক জায়গা থেকে এই ফ্লেক্স, পোস্টার খুলে ফেলা হয়েছে। কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া রয়েছে বাকিগুলিও খুলে ফেলা হবে।' বিজেপি প্রার্থী শংকর জানান, কর্মীদের বলা হয়েছে, দ্রুত সব খুলে ফেলা হবে। যদিও এবিষয়ে শরদিন্দু ও অলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি।

৩ দুষ্কৃতী পুলিশের জালে

শিলিগুড়ি, ৬ মে : গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৩ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতরা কার্সিয়াংয়ের বাসিন্দা প্রেম তামাং, গ্যাংটকের সুমন লেপচা, শিলিগুড়ির রায় কলোনির অমূল্য বর্মন। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে, প্রকাশনগর এলাকায় কয়েকজন দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছেন। এরপর পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৩ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্তরা এলাকায় সমাজবিরোধী কাজের উদ্দেশে জড়ো হয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ধৃতদের এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়েছে। দলের বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

বাসচালক ধৃত

শিলিগুড়ি, ৬ মে : সাতমাইলে বাস ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় অবশেষে বাসের চালককে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম লক্ষ্মণ ওরাওঁ। তিনি মাদারিহাট এলাকার বাসিন্দা। গত মাসের ২৬ তারিখ সাত মাইলের কাছে বীরপাড়া-শিলিগুড়ি রুটের বাসের সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই বাইকচালকের। এদিকে, দুর্ঘটনার পরেই বাস ছেড়ে পালান লক্ষ্মণ। অবশেষে মঙ্গলবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়।

ST. MICHAEL'S SCHOOL FOR BOYS
SILIGURI
Affiliated to ICSE, New Delhi | School Code: WB259
A Residential & Day-Boarding School

RESULT - ICSE EXAMINATION 2026

TOTAL NUMBER OF BOYS WHO APPEARED : 105
TOTAL NUMBER OF BOYS WHO PASSED : 105
95% AND ABOVE : 61 | 90% AND ABOVE : 17
85% AND ABOVE 16 | 80% AND ABOVE : 9 | 78% AND ABOVE : 2
ICSE BATCH AVERAGE : 93.46%

#Percentage has been calculated taking best five subjects including English

Jyoti Nagar, 2nd Mile, Sevoke Road, Siliguri- 734001, West Bengal
PHONE: 03561 350018 / 19
E-mail: official.michaels1999@gmail.com Website: www.smsslg.com
ICSE BOYS AVERAGE 2022 : 93.60% | ICSE BOYS AVERAGE 2023 : 94.30% | BATCH AVERAGE 2024 : 93.17% | BATCH AVERAGE 2025 : 92.79%
Congratulations to all our Teachers, Students & Parents

পৃথিবীর পাঠশালা

সবুজ গায়ের দুই শিশু

দ্বাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের উলপিট গ্রামে হঠাৎ দুই ভাইবোন এসে হাজির হয়। তাদের গায়ের রং ছিল পাতার মতো সবুজ এবং তারা এক অজানা ভাষায় কথা বলত। তারা সাধারণ কোনও খাবার খেত না, শুধু কাঁচা মটরশুঁটি খেয়ে বেঁচে ছিল। কিছুদিন পর ছেলেটি মারা গেলেও মেয়েটি ধীরে ধীরে ইংরেজি শেখে এবং তার গায়ের সবুজ রং স্বাভাবিক হয়ে যায়। মেয়েটি জানিয়েছিল যে তারা সেন্ট মার্টিনস ল্যান্ড নামের এমন এক জায়গা থেকে এসেছে যেখানে সবসময় গোধূলির মতো আলো থাকে এবং সবার গায়ের রং সবুজ। তারা নাকি পথ হারিয়ে একটি গুহার ভেতর দিয়ে এই পৃথিবীতে চলে এসেছিল। এই ঘটনা আজও ইতিহাসের এক অমীমাংসিত রহস্য।

বরফের বুকে রক্তের ঝরনা

অ্যান্টার্কটিকার বিশাল সাদা বরফের মাঝে এমন একটি জায়গা আছে যেখান থেকে টকটকে লাল রঙের জল অবিরাম ঝরে পড়ছে। দেখে মনে হবে যেন বরফের বুক চিরে রক্ত বেরিয়ে আসছে। একে ব্লাড ফলস বলা হয়। বহু বছর ধরে বিজ্ঞানীরা একে লাল শৈবালের কাজ বলে মনে করতেন। কিন্তু পরে জানা যায়, এই হিমবাহের নীচে প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর ধরে একটি বিশাল নোনা জলের হ্রদ আটকে আছে। সেই জলে প্রচুর পরিমাণে আয়রন বা লোহা মিশে আছে। ওই জল যখন ফাটল দিয়ে বাইরে এসে বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে, তখন তা মরচে পড়ার মতো লাল হয়ে যায় এবং রক্তের মতো দেখতে লাগে।

দুটি পরমাণু বোমায়ও জীবিত

১৯৪৫ সালের ৬ অগাস্ট হিরোশিমায় যখন প্রথম পরমাণু বোমা পড়ে, তখন সুতোমু ইয়ামাগুচি ব্যবসার কাজে সেখানে ছিলেন। বোমার ধাক্কায় তিনি মারাত্মকভাবে পুড়ে যান এবং তাঁর কানের পর্দা ফেটে যায়। কোনওমতে প্রাণে বেঁচে তিনি তিনদিন পর নিজের শহর নাগাসাকিতে ফিরে যান। অফিসে গিয়ে তিনি যখন তাঁর বসের কাছে হিরোশিমার সেই ভয়াবহ বোমার গল্প বলছিলেন, ঠিক তখনই নাগাসাকিতে দ্বিতীয় পরমাণু বোমাটি পড়ে। অবিশ্বাস্যভাবে তিনি এই দ্বিতীয় বোমার হাত থেকেও বেঁচে যান। মানুষের ইতিহাসে দুটি পরমাণু বোমা সরাসরি সহ্য করেও ৯০ বছরের বেশি বেঁচে থাকার এমন অকল্পনীয় রেকর্ড আর কারও নেই।

নীল লাভার আগ্নেয়গিরি

আগ্নেয়গিরি থেকে সাধারণত লাল বা কমলা রঙের লাভা বের হয়। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার কাওয়াহ ইজেন নামের আগ্নেয়গিরিটি রাতে এক জাদুকরী রূপ নেয়। এর গর্ত থেকে দাউদাউ করে উজ্জ্বল নীল রঙের আগুন এবং লাভা বের হতে দেখা যায়। আসলে এই আগ্নেয়গিরির ভেতর প্রচুর পরিমাণে সালফার বা গন্ধক রয়েছে। ছয়শো ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রায় ওই সালফার যখন বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে, তখন তা নীল রঙের শিখা নিয়ে জ্বলতে শুরু করে। রাতের অন্ধকারে পাহাড়ের গা বেয়ে নীল রঙের ওই তরল আগুন গড়িয়ে পড়ার দৃশ্য পর্যটকদের কাছে এক অদ্ভুত এবং মায়াবী আকর্ষণ।

পা বাড়িয়ে তৃণমূলের একাধিক নেতা

সংঘের দরজা দিয়ে পদ্মে

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৬ মে : রাজ্যে পালাবদলের ৪৮ ঘণ্টা পার হয়নি, বিজেপিতে পা বাড়িয়ে তৃণমূলের একাধিক নেতা। রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য অন্য দল থেকে বিজেপিতে যোগদান করানো যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তার ঠিক উলটো মেরুতে দাঁড়িয়ে আরএসএস। সংঘ সূত্রে খবর, তাদের দরজা সর্বদা খোলা, সেখানে অবাধ প্রবেশ। আর সেটাকেই কাজে লাগিয়ে আরএসএস নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন তৃণমূলের কিছু নেতা। বিজেপি নেতৃত্বের একাংশের ধারণা, সংঘের মাধ্যমে বিজেপিতে ঢুকে পিঠ বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারেন তৃণমূল নেতাদের কেউ কেউ।

তবে সংঘের তরফে বেশকিছু অনুশাসন রাখা হয়েছে বলে দাবি। সংঘে যোগ দিলেই প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ পদে নবাগতদের বসানো হবে না। তাঁদের কঠোর নিয়মের মধ্যে চলতে হবে। শিখতে হবে শারীরিক কসরত, গান, বাঁশি বাজানোর মতো নানা কৌশল। সংঘের উত্তরবঙ্গের এক নেতার কথায়, সংঘের সঙ্গে যুক্ত হতে গেলে প্রথম দিকে সাপ্তাহিক বৈঠক বা শাখা অর্থাৎ মানসিক, শারীরিক এবং জাতীয়তাবাদী মনোভাব তৈরির চেষ্টা করতে হবে। সেই কঠোর অনুশাসনে কতদিন কারা টিকে থাকতে পারেন সেটাই দেখার। যাঁরা থাকার চেষ্টা করবেন তাঁদের রেখে দেওয়া হবে। আমাদের দরজা সর্বদা খোলা।

- অনিচ্ছা সত্ত্বেও দল বদল করানো স্বয়ংসেবকদের সংগঠনে ফেরানো হবে
- উত্তরবঙ্গে এমন বহু স্বয়ংসেবক রয়েছেন
- সংঘে যোগ দিলেই প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ পদে নবাগতদের বসানো হবে না

> এই মুহূর্তে ভিড় কিছুটা বাড়বে তো বটেই। তবে দেখা যাক, কারা টিকে থাকতে পারেন।
>
> **সমীর ঘোষ**
> আরএসএসের উত্তরবঙ্গের প্রচার প্রমুখ

সংঘ সূত্রে খবর, আরএসএসের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সঙ্গে সিকিম যুক্ত রয়েছে। এর আওতায় মোট ১০ হাজার গ্রাম রয়েছে। শুধু উত্তরবঙ্গের আট জেলায় আট হাজারের মতো গ্রামে ৬০০-রও বেশি শাখা নিয়মিত চলে। তার বাইরেও সংঘ পরিবারে কিছু জাতীয়তাবাদী সংগঠন রয়েছে। সেই সংগঠনগুলিতে অনেকে যোগ দিতে চাইছেন। শহর থেকে গ্রামে কখন, কোথায় শাখা হবে, তা অনেকে জানতে চাইছেন নেতাদের কাছে। তাতে উত্তরবঙ্গে প্রত্যেক গ্রামে শাখা চালুর আশা দেখছে সংঘ।

দার্জিলিং জেলা (সমতল) তৃণমূলের নকশালবাড়ির এক নেতা ইতিমধ্যে সংঘের স্থানীয় এক পদাধিকারীকে ফোন করে সংঘে যোগ দেওয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লক তৃণমূলের দায়িত্বে থাকা দুই নেতা এবং এক জনপ্রতিনিধিও একইভাবে সেখানকার সংঘের দায়িত্বে থাকা এক পদাধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করতে চেয়ে সময় চেয়েছেন। আরএসএসের উত্তরবঙ্গের প্রচার প্রমুখ সমীর ঘোষ বলেন, 'এই মুহূর্তে ভিড় কিছুটা বাড়বে। দেখা যাক কারা টিকে থাকতে পারেন।'

সংঘের নেতারা বলছেন, তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরে সন্ত্রাস হয়েছে। প্রচুর বিজেপি কর্মীর ঘরবাড়ি ভাঙা পড়েছে গত ১৫ বছরে। অনেককে পালিয়ে যেতে হয়েছে ভিনরাজ্যে। কাউকে জোর করে তৃণমূলের পতাকা ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সম্মান, সম্পত্তি বাঁচাতে তৃণমূলে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে পালাবদলের পরে দাবি করছেন সেই নেতা, কর্মীরা। বাদ যায়নি আরএসএস নেতারাও। তাঁদেরও অনেককে জোর করে তৃণমূলে যোগদান করানো হয়েছিল। সংঘের তরফে জানানো হয়েছে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও দল বদল করানো স্বয়ংসেবকদের আবারও সংগঠনের মধ্যে ফেরানো হবে। সেরকম উত্তরবঙ্গের প্রত্যেক জেলায় কয়েকশো করে স্বয়ংসেবক রয়েছেন। ইতিমধ্যে তাঁরা যোগাযোগ করছেন। তবে সবক্ষেত্রে ঝাড়াইবাছাই প্রক্রিয়া চলবে। সংঘের আরেক উত্তরবঙ্গের নেতার বক্তব্য, 'বিজেপি রাজনৈতিক দল। তারা কাদের নেবে বা নেবে না সেটা তাদের বিচার বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করছে।'

বিজেপির অগ্নিপরীক্ষা

প্রথম পাতার পর

এখন সেইসব পাহাড়প্রমাণ প্রতিশ্রুতি পালনের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। এই বিপুল জনসমর্থনের মর্যাদা রক্ষা করতে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেই মাঠে নামতে হবে বিজেপিকে।

উত্তরবঙ্গের সবথেকে বড় এবং স্পর্শকাতর সমস্যা হল স্বাস্থ্য পরিষেবা। উন্নত চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গবাসীর সর্বোচ্চ ভরসা শিলিগুড়ির গুটিকয়েক নার্সিংহোম। সরকারি হাসপাতাল বা মেডিকেল কলেজের পরিষেবা এখনও আমজনতার ভরসা আদায় করতে পারেনি। এইমস বা সেই সমতুল্য সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের দাবি দীর্ঘদিনের। সেই দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি। তা বাস্তবায়িত করতে সবার আগে পদক্ষেপ জরুরি। শুধু ইট-কাঠ-পাথরের পেল্লায় ইমারত গড়লেই হবে না, সেখানে পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, নার্স এবং আধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামো তৈরিও সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। চিকিৎসার অভাবে যাতে একটি প্রাণও অকালে ঝরে না যায়, তা নিশ্চিত করার দায় এখন নতুন সরকারের কাঁধেই বর্তাবে।

স্বাস্থ্যের পাশাপাশি শিক্ষার আঙিনাতেও ব্যাপক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য যাতে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে না হয়, তার জন্য একাধিক কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সারির কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং আধুনিক পরিকাঠামোযুক্ত কলেজ গড়ার কথা বলা হয়েছিল বারবার। শিক্ষক নিয়োগের দীর্ঘদিনের জট ছাড়িয়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে যোগ্য প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তরুণ প্রজন্মের মন জয় করেছে বিজেপি। এখন সেই তরুণসমাজ মুখিয়ে আছে কবে তাদের ইচ্ছে পূরণ হবে সেই আশায়। দার্জিলিং হিল, আলিপুরদুয়ার, দক্ষিণ দিনাজপুরের মতো ন্যূনতম পরিকাঠামোহীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো তৈরি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনাও বড় চ্যালেঞ্জ।

টি, ট্যুরিজম, টিম্বার, টোব্যাকো- শিল্প ও কর্মসংস্থানের প্রশ্নে উত্তরবঙ্গের মেরুদণ্ড এই চার 'টি'। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই বহু চা বাগান রুগ্ন অথবা পাকাপাকিভাবে বন্ধ। চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, বাসস্থানের জন্য জমির পাট্টা এবং উন্নত জীবনযাত্রার প্রতিশ্রুতি প্রতিটি ভোটের আগেই দেওয়া হয়। এবার যখন প্রশাসনিক সমস্ত ক্ষমতা হাতে, তখন চা বলয়ের আর্থসামাজিক অবস্থার স্থায়ী সমাধানে সরকারকে এক গঠনমূলক এবং সংবেদনশীল নীতি গ্রহণ করতে হবে। শুধু চা নয়, স্থানীয় কাঁচামালভিত্তিক কৃষি-শিল্প, আধুনিক কোল্ড স্টোরেজ চেন এবং তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক গড়ার যে সোনালি স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, তা পূরণ করে স্থানীয় বেকার তরুণ-তরুণীদের হাতে কাজ তুলে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। শিল্পের চাকায় কাঙ্ক্ষিত গতি এলে তবেই উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির প্রকৃত এবং স্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব। এই সহজ সত্যটি এখনই বোঝা দরকার।

পর্যটন এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে উত্তরবঙ্গ যেন আক্ষরিক অর্থেই এক ঘুমন্ত দৈত্য। দার্জিলিং, ডুয়ার্স বা কালিম্পংয়ের পরিচিত গণ্ডির বাইরেও এখানে ইকো-ট্যুরিজম এবং অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের বিপুল সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন বিশ্বমানের যোগাযোগ ব্যবস্থা। প্রত্যন্ত পাহাড়ি ও সীমান্ত এলাকা পর্যন্ত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাস্তা তৈরি করার সময় হয়েছে। উন্নত পরিকাঠামো শুধু পর্যটক টানবে না, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের মতো আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘেরা এই অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যেও এক যুগান্তকারী জোয়ার আনবে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য রাজ্যেই কর্মসংস্থান তৈরিতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল তৃণমূল সরকার। প্রতিশ্রুতি দিয়েও তারা তা রক্ষা করতে পারেনি। বিজেপি সরকার মসিহা হবে এটাই মনে করছেন পরিযায়ীরা। সব মিলিয়ে আগামী দিনগুলো শাসকদলের জন্য এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। বিরোধী আসনে বসে সরকারের সমালোচনা করা এক জিনিস, আর ক্ষমতার শীর্ষে বসে লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বপ্ন পূরণ করা সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রার এক দায়িত্ব। রাজ্যের ক্ষমতায় আসার পর উত্তরবঙ্গবাসীর এই বিপুল জনসমর্থনকে সম্মান জানানো এখন ঐতিহাসিক কর্তব্য। মানুষের প্রত্যাশার পারদ এখন তুঙ্গে। প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন আপামর জনতা। কেন্দ্র ও রাজ্যের যুগলবন্দিতে উত্তরবঙ্গের বুকে যদি সত্যিই শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামোর এক নতুন ভোর আনা যায়, তবে তা রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে স্থায়ীভাবে চিহ্নিত হবে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি পূরণে সামান্যতম গাফিলতিও আগামীদিনে তীব্র জনরোষের কারণ হতে পারে। মঞ্চ প্রস্তুত, আলো জ্বলছে, এখন শুধু সফল প্রযোজনার অপেক্ষা। সেই অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন উত্তরবঙ্গবাসী।

ইস্তফা নয়, আদালতে

প্রথম পাতার পর

বুধবারের বৈঠকেও তিনি কিছু বলেছেন বলে খবর নেই। বৈঠকের পরেও তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেননি। কিন্তু সমালোচনায় বিদ্ধ ভাইপোর সম্মান রক্ষায় মমতা দলীয় নেতাদের বয়স নির্বিশেষে বুধবারের বৈঠকে দাঁড় করালেন বলে মনে করা হচ্ছে।

এসআইআর মামলায় তিনি নিজে সওয়াল করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টে। নির্বাচনি ফলাফল বাতিলের দাবিতে যে মামলা তিনি করবেন, তাতে ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা। কালীঘাটে দলের নবনির্বাচিত প্রার্থীদের বৈঠকে তিনি বলেন, 'আমি নিজে গিয়ে পদত্যাগ করব না। ওরা চাইলে আমাকে বরখাস্ত করুক, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলে হোক। সব রেকর্ড থাকুক। লড়াইয়ের পথে ছিলাম, এখনও থাকব। যতদূর যেতে হয় যাব।'

বৈঠকের সিদ্ধান্ত নিয়ে সেভাবে কোনও সাংবাদিক বৈঠক না হলেও তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র কুণাল ঘোষ পরে মমতার সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর ভাষায়, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্তফা না দেওয়া আসলে তাঁর প্রতিবাদের ভাষা। এটা প্রতীকী। যেভাবে গণনায় বহু আসনে গরমিল হয়েছে, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ওঁর প্রতিবাদ। আমাদের দলকে জোর করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

বিজেপি অবশ্য মমতার সিদ্ধান্তকে তাচ্ছিল্য করেছে। শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, 'উনি যা বলছেন, বলতে দিন। বাংলার রাজনীতিতে উনি এখন অপ্রাসঙ্গিক। আমি ওঁর এই বক্তব্য নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না। শুধু একটা কথা বলব, সংবিধানে এনিয়ে বিস্তারিত বলা আছে। রাজ্যপাল সঠিক সময়ে পদক্ষেপ করবেন।' বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ শেষ। ফলে মমতার মেয়াদ এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে।

অতীতে মহারাষ্ট্রের উদ্ধব ঠাকরে হেরে যাওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তবে তার আগে তিনি পদত্যাগ করে গিয়েছিলেন। সম্ভবত সেকারণে আদালতের দ্বারস্থ হলেও সুরাহা মেলেনি। সেই প্রসঙ্গ মাথায় রেখে মমতা ইস্তফা না দিয়ে মামলা করতে চলেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে কপিল সিবাল ও অভিষেক মনু সিংভির মতো আইনজীবীদের সঙ্গে এনিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। কাগজপত্র ও তথ্যপ্রমাণ জোগাড়ও করা হচ্ছে।

বুধবার লোকভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে নতুন বিধায়কদের গেজেট নোটিফিকেশন তুলে দেবেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। এরপর মমতার আনুষ্ঠানিক ইস্তফা দেওয়া না দেওয়া কার্যত অর্থহীন। কালীঘাটের বৈঠকে দলের নবনির্বাচিত ৬৯ জন হাজির ছিলেন। অনুপস্থিত ১১ জনের অনেকে তৃণমূল নেত্রীকে তাঁদের অনুপস্থিতির কথা আগাম জানিয়েছিলেন।

বাঙালিয়ানা

প্রথম পাতার পর

প্রোটোকল অনুযায়ী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাম-কংগ্রেস ও তৃণমূলের মতো স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের রাজ্য সম্পাদক বা রাজ্য সভাপতিকে আমন্ত্রণ জানানোর কথা। ২০১১-য় তৃণমূল সরকারের শপথে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তবে বিজেপি সরকারের শপথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল আদৌ যোগ দেয় কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। মোদি-শা উপস্থিত থাকবেন বলে ব্রিগেড সহ গোটা ময়দান এলাকার নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে তৎপর হয়ে উঠেছে কলকাতা পুলিশ। মোট ৪ হাজার পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছে। ব্রিগেড ও ময়দান সংলগ্ন এলাকা সেনাবাহিনীর নো ফ্লাইং জোন হওয়ায় সেখানে আকাশপথে কোনও নজরদারি সম্ভব নয়। সেকারণে আশপাশের উঁচু আবাসন থেকে নিরাপত্তা সংক্রান্ত নজরদারি চালানো হবে। এদিন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের রূপরেখা চূড়ান্ত করতে বৈঠক করেন শমীক, বনসল সহ বিজেপির রাজ্য নেতারা।

আপন প্রাণ বাঁচা

প্রথম পাতার পর

স্তরের নেতার কোথাও দেখা নেই। অনেকের মোবাইল বন্ধ। বাড়িতে সবাই নেই। কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছেন, বলতে চাইছে না তাঁদের পরিবারও। বিভিন্ন এলাকায় দলীয় কর্মীরা আক্রান্ত হলেও তাঁদের পাশে দাঁড়াতে প্রকাশ্যে আসছেন না কোনও নেতা। আক্রান্ত কর্মীরা তাঁদের দুর্দশা জানাতে কোনও নেতাকে খুঁজে পাচ্ছেন না। ফলে কর্মীরা অসহায়। তাঁদের দেখভাল করার কেউ নেই। তাঁরা এতই সন্ত্রস্ত যে, নিজেদের নাম, পরিচয় জানাতে ভরসা পাচ্ছেন না। ফুলবাড়ি মোড়ে তৃণমূল সমর্থক এক শিক্ষকের কথায়, 'দেখে মনে হচ্ছে না, তিনদিন আগেও তৃণমূল ছিল শাসকদল।' শিলিগুড়ির সুভাষপল্লিতে পরিচিত তৃণমূলপন্থী দোকানদার আক্ষেপ করলেন, 'হারার সঙ্গে সঙ্গে যেন নেতাদের কাছে দলটার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গিয়েছে। সকলের এখন আপন প্রাণ বাঁচা অবস্থা।' টেলিফোনে কোচবিহারের ছাগলবেড় এলাকার এক তৃণমূল কর্মীর কথা হাহাকারের মতো শোনাল। তাঁর কথায়, 'এই দলটার নির্দেশে কত লাঠি ধরেছি। এখন আমাদের যখন মার খাওয়ার মতো অবস্থা, তখন আমাদের দেখভাল পরের কথা, খোঁজখবর করারও কেউ নেই।' রায়গঞ্জের কর্ণজোড়া এলাকায় তৃণমূলের সরকারি কর্মচারী সংগঠনের এক কর্মকর্তা বুধবার রাতে টেলিফোনে বলেন, 'বিজেপি যে সবাইকে মারছে বা সব দপ্তরে কিংবা নেতাদের বাড়িতে চড়াও হচ্ছে, তা কিন্তু নয়। কিন্তু ভয়ে কোনও নেতা বাড়ির বাইরে পা রাখছেন না। এমনকি চা খেতে দোকানে পর্যন্ত কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আমরা সরকারি কর্মী। অফিস যেতেই হচ্ছে। কী যে হবে, বুঝতে পারছি না!'

তাঁর কথায়, 'আগে কিছু হলে জানালে পুলিশ পদক্ষেপ করত। এখন পদক্ষেপ ছাড়ুন, তৃণমূলের লোকদের কথায় কানও দিচ্ছে না। উলটে দূর ছাই করছে। পরিচিত পুলিশ অফিসাররাও যে এমন পালটি খেলেন, বিশ্বাস করতে পারবেন না।' কোচবিহারের কালজানিপাড় থেকে মালদার মহানন্দা তীর পর্যন্ত তৃণমূলে এখন আতঙ্কের পরিবেশ। নেতারা সবাই নিজেদের গুটিয়ে ফেলছেন।

২০১১ সালে নির্বাচনি বিপর্যয়ের পর সিপিএমের মতো সংগঠন ও ক্যাডারভিত্তিক দল তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল। সেই তুলনায় তৃণমূলের মতো নির্দিষ্ট মতাদর্শবিহীন দল এই ঝাপটা আদৌ সামলাতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গণনার দিন বলেছিলেন বটে, 'উই উইল বাউন্স ব্যাক', কিন্তু এই ভীরু, প্রথম আঘাতে আত্মগোপনকারী নেতাদের ভরসায় তা সম্ভব কি না, সেই সংশয় থাকছে। সিপিএম ভেঙেছিল তাসের ঘরের মতো। অনেক ভোট এবারও বিজেপিতে চলে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও সিপিএম ভোটের হার সামান্য বাড়িয়েছে। কিছু নেতা লড়াইয়ের ময়দানে ছিলেন বলে সেটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু হুড়মুড়িয়ে দেওয়াল ভেঙে পড়ার অবস্থায় তৃণমূল। এখনও দলীয় দপ্তরে আলো জ্বালানোর লোক নেই অনেক জায়গায়। এরপর সাংগঠনিক কাজ করার মতো নেতা খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। তিনদিন আগের শাসকদল তৃণমূল এখন চরম অস্তিত্ব সংকটের মুখে।

গুলিতে খুন শুভেন্দুর

প্রথম পাতার পর

কৌস্তভ বাগচী বলেন, 'তৃণমূলকে এর ফল ভোগ করতে হবে।'

এই খুনের নেপথ্যে রাজনৈতিক অঙ্ক পরিষ্কার। নিহত চন্দ্রনাথ এবং তাঁর গুলিবিদ্ধ চালক বুদ্ধদেব বেরা- দুজনই ছিলেন বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্রে শুভেন্দু অধিকারীর বিশেষ 'টিম'-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় সদস্য। ওই কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হেরে যাওয়ায় চন্দ্রনাথের ওপর আক্রোশ চরিতার্থ করা হল বলে বিজেপির অভিযোগ।

তৃণমূলের ফেসবুক পেজে ঘটনাটির নিন্দা করা হলেও ওই খুনের সঙ্গে দলের যোগের অভিযোগ সম্পর্কে একটি শব্দও লেখা হয়নি। পোস্টে বলা হয়েছে, 'মধ্যমগ্রামে আজ রাতে চন্দ্রনাথ রথের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কড়া নিন্দা করছি আমরা।' একইসঙ্গে 'আদর্শ আচরণবিধি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও গত তিনদিনে ভোট পরবর্তী হিংসায় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে তিনজন তৃণমূল কর্মীর নিহত হওয়ার' উল্লেখ করা হয়।

ওই পোস্টে 'আদালতের তত্ত্বাবধানে ঘটনাটির সিবিআই তদন্ত সহ যতটা সম্ভব কড়া পদক্ষেপ দাবি' করা হয়। আদতে পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরের ভূমিপুত্র চন্দ্রনাথ কর্মসূত্রে উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রাম এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি বিদায়ি বিরোধী দলনেতার আপ্তসহায়কের কাজ করতেন। এই হত্যাকাণ্ডে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও রহস্যজনক প্রসঙ্গ উঠে আসছে। তা হল- বুধবার সারাদিন শুভেন্দুর কোনও কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন না চন্দ্রনাথ। এই সুযোগে তাঁকে একা এবং অরক্ষিত পেয়ে কি সরিয়ে দেওয়ার এই অব্যর্থ ছক কষা হয়েছিল?

রোমহর্ষক ঘটনাটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কতটা পতন ঘটেছে। প্রকাশ্য রাস্তায় রাজনৈতিক দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যকে তাড়া করে, গাড়ি থামিয়ে নির্মমভাবে খুন করা হল। যা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত। প্রমাণ হল, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরম সীমায় পৌঁছেছে। চন্দ্রনাথ একসময় বায়ুসেনায় কাজ করতেন। সেখানে অবসর নেওয়ার পর শুভেন্দুর সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন।

বুধবার সন্ধ্যায় আরও একজন বিজেপি কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বসিরহাট স্টেশন লাগোয়া গোডাউনপাড়ায়। গুলি তাঁর হাতে লাগে। আহতের নাম রোহিত রায় চিন্টু। তাঁকে বসিরহাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনাতেও অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে।

ভোটে দাঁড়াবেন না

প্রথম পাতার পর

আবার নিজের রাজনৈতিক জীবনে বিতর্কেও কম জড়াননি। কখনও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের মুখে থুতু ছেটানো, কখনও বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাকে হুমকির ঘটনায় তাঁর নাম জড়িয়েছে। এহেন বিতর্কিত রঞ্জনকেই এবার তৃণমূল বিধানসভা ভোটে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনে প্রার্থী করেছিল। বিপক্ষে ছিলেন বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায়। শিখা এবং রঞ্জনের মা-ছেলে সম্পর্ক। মা-ছেলের এই লড়াই নিয়ে প্রথম থেকেই চর্চা ছিল। ভোটের ফলাফলে দেখা গেল প্রায় ৯৮ হাজার ভোটের বিশাল ব্যবধানে রঞ্জন পরাজিত হয়েছেন। এমনকি রঞ্জন নিজের গড় ৩৬-৩৭ দুটি ওয়ার্ড থেকেই কয়েক হাজার ভোটে পিছিয়ে গিয়েছেন। মানুষের এই প্রত্যাখ্যান নিয়ে মর্মাহত রঞ্জন। তাঁর বক্তব্য, 'এই দুটি ওয়ার্ডের জন্য আমি কী করিনি? করোনার সময় প্রতিদিন খাবার, বস্ত্র, মাস্ক, স্যানিটাইজার নিয়ে মানুষের পাশে থেকেছি। ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে আগে রাস্তা, পথবাতি কিছুই ছিল না। তারপরেও মানুষ আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই আর নয়, আর কোনওদিন ভোট চাইতে মানুষের দরবারে যাব না।'

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৬ মে : গোবিন্দভোগ চালের নাম করে, ভুয়ো স্টিকার লাগানো প্যাকেটে অন্য ব্র্যান্ডের চাল বিক্রির অভিযোগে বুধবার তুলকালাম কাণ্ড নয়াবাজার এলাকায়। এদিন বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের তরফে এই নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বচসায় জড়ান সংগঠনের সদস্যরা। পরে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন এবং ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিবেক সিং এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন।

কমিশনের দিকে দায় ঠেললেন

প্রথম পাতার পর

'বিজেপির পতাকা নিয়ে কেউ যদি এখন তৃণমূলকে আক্রমণ করেন, তাহলে তার দায় বিজেপি নেবে না। কারণ, আমরা এখনও সরকার গড়িনি। তৃণমূল চলে যাওয়ার পর এই 'ব্রিদিং টাইম'-এ রাজ্যপাল ও নির্বাচন কমিশনকে দায়িত্ব নিতে হবে।'

রাজ্যজুড়ে হিংসায় বিজেপির দায়ও অস্বীকার করছেন শমীক। তাঁর কথায়, তৃণমূলের লোকেরাই তৃণমূলের ওপর হামলা করছেন। শমীক বলেন, 'কিছু নব্য বিজেপি দেখা যাচ্ছে।

যাঁদের আমরা বিজেপিতে ঢুকতে দেব না। বিজেপিকে তৃণমূলিকরণ হতে দেব না। বিজেপির যত বড় নেতাই হোন না কেনও, এরকম করলে অ্যারেস্ট করাব। ছবি দিন, নাম দিন। কথা দিচ্ছি ব্যবস্থা নেব। নাহলে সভাপতির পদ থেকে চলে যাব।'

প্রশাসন ও বিজেপি নেতৃত্বের এই কড়া বার্তার পরেও পদ্মযুগে পা রাখা পশ্চিমবঙ্গ এখনও হিংসামুক্ত নয়। এখনও পর্যন্ত তৃণমূল ও বিজেপি মিলিয়ে প্রাণ গিয়েছে চারজনের। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার প্ররোচনা সৃষ্টিকারী ও হিংসায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্ত জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ২০০টি এফআইআর ও ৪৩৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুলডোজারের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে তিনিও কড়া অবস্থান জানিয়েছেন।

তবে এরই মধ্যে বিগত দিনে ভোট পরবর্তী হিংসা সংক্রান্ত ফাইল খোলা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শুভেন্দু। শনিবার পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণের আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাজ্যের মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতা পুলিশ কমিশনার ও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর ডিজিকে সতর্ক থাকতে বলেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তায় জোর দিতে জেলা শাসক ও পুলিশকর্তাদের নজরদারি চালাতে বলা হয়েছে।

ডিজি সিদ্ধিনাথ বলেন, 'পালাবদলের সুযোগ নিয়েছে কিছু অসাধু লোক। তাঁদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া চলছে। সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে সারা রাজ্যে ১১০০ জনকে আটক করা হয়েছে।' তিনি জানান, ভোট পরবর্তী হিংসা ঠেকানোর জন্য রাজ্যে ৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের সমন্বয় করার জন্য যৌথ কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে। কলকাতায় এখনও ৬৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে। আগাম অনুমতি ছাড়া বিজয় মিছিল করা যাবে না বলেও বার্তা দেওয়া হয়েছে।

কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে পুলিশের বিরুদ্ধেও বিভাগীয় পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। রাজনৈতিক রং না দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা স্তরের পুলিশ সুপারদের। নানুরে তৃণমূলের বুথ সভাপতি খুনের ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের ১২ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

শমীক বলেন, 'ফল উলটো হলে এতদিনে বিজেপির ২০০ কর্মী খুন হয়ে যেতেন, ১০০০ মহিলা ধর্ষিতা হতেন।' যদিও কলকাতার তপসিয়া, তিলজলা, ক্যানিং, খড়্গপুর, আসানসোল শিল্পাঞ্চল, রূপনারায়ণপুর টোল প্লাজা, জামুরিয়া, বারাবনি, বাঁশদ্রোণী সহ একাধিক জায়গায় তৃণমূল কার্যালয়ে ভাঙচুরের অভিযোগ এসেছে।

শুভেন্দু অবশ্য বলেন, 'একুশের তুলনায় এবার সেভাবে কোনও গোলমাল হয়নি। সেবার ১২ হাজার এফআইআর হয়েছিল। ৫৭ জন মারা গিয়েছিলেন। তার মানে এই নয় যে, অল্প কিছু ঘটনাকে আড়াল করছি।'

প্রতিশোধের উন্মাদনায় ভয় বাড়ছে

প্রথম পাতার পর

দিয়ে দিনের পর দিন হিংসায় প্ররোচনা দেওয়া যায় না। সাধারণ মানুষ বদলা নয়, বদল চেয়েছিল।

এই অশান্ত আবহে অনুঘটকের কাজ করেছে বুধবার রাতে শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুনের ঘটনা। এরপরই ফুঁসে উঠেছেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। ব্যারাকপুরের হবু বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী তো প্রকাশ্যেই বলেছেন, এর ফল ভুগতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় দলের অনেকেই 'গান্ধিগিরি' ছেড়ে চরমপন্থার ডাক দিচ্ছেন। কেউ কেউ আবার এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী করছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে। একজন লিখেছেন, 'এবার পালটা অ্যাকশন শুরু হোক'।

অ্যাকশন অবশ্যই হওয়া উচিত। যে দুষ্কৃতীরা রক্ত ঝরিয়েছে বা যাঁদের অঙ্গুলিহেলনে সেটা হয়েছে তাঁদের ছাড়ার কোনও প্রশ্নই নেই। কিন্তু সেটা হওয়া উচিত প্রশাসনিক পরিধির মধ্যে থেকে। সাধারণ বিজেপি নেতা-কর্মীরা যদি আইন হাতে তুলে নেন এবং খুনের বদলা খুনের রাজনীতি শুরু হয়, তবে বাংলার পরিণতি হবে ভয়ংকর।

এই হত্যার নেপথ্যে কারা, তা আইনের বিচার্য। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট, যারা এই কাজ করেছে, তারা চাইছে বিজেপির সরকার গড়ার আগেই রাজ্যে আইনের শাসন মুখ থুবড়ে পড়ুক। বিজেপি নেতা-কর্মীরা সেই ফাঁদে পা দিলে বিপদ আরও ঘনাবে। লাশের পর লাশ পড়বে।

এবারের ভোটগ্রহণ পর্ব ছিল দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এক রক্তহীন ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন, যার পুরো কৃতিত্ব নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর। কিন্তু ফল ঘোষণার পরই কেন তারা রাশ আলগা করল, তা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠছে। এই ডামাডোলের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর হল, খোদ বিজেপি নেতৃত্বের অসহায়তা। শমীক ভট্টাচার্য, সজল ঘোষ বা উত্তরবঙ্গের বাপি গোস্বামীর মতো নেতারা প্রকাশ্যে হিংসার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন এবং কর্মীদের বার্তা দিয়েছেন। কিন্তু দলের নীচুতলার কর্মীরা রাজ্য বা জেলা নেতৃত্বের কোনও কথাই শুনছেন না। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মালবাজারে আক্রান্ত এক তৃণমূল নেতাকে বাঁচাতে গিয়ে খোদ বাপি গোস্বামীকে নিজের দলের কর্মীদেরই প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে। এই অবাধ্যতার কারণ মূলত দুটি। প্রথমত, বিজেপির একাংশ দাবি করছে, নিজেদের পিঠ বাঁচাতে তৃণমূলের কিছু লোক রাতারাতি রং বদলে বিজেপির ভিড়ে মিশে অশান্তি পাকাচ্ছে। শিলিগুড়ির এনজেপি এলাকায় গাড়ি সিন্ডিকেট গুঁড়িয়ে দিয়ে নতুন করে দখল নেওয়ার খেলায় এই সুবিধাবাদী অংশের সক্রিয়তা তারই প্রমাণ। দ্বিতীয়ত, এবারের নির্বাচনে বিজেপির হয়ে যাঁরা মাঠে নেমেছেন, তাঁদের অনেকেই ছিলেন নীরব সমর্থক। তৃণমূলের রক্তচক্ষুর ভয়ে আগে প্রকাশ্যে না এলেও, এখন তাঁরাই প্রবল উৎসাহে রাস্তায় নেমে পড়েছেন। এঁরা দলের নির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামোর বা রাডারের মধ্যে না থাকায়, নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁদের চরম সংযোগহীনতা তৈরি হয়েছে। আর এই সংযোগহীনতাই এখন সবচেয়ে বড় বিপদ।

শমীক দাবি করেছেন, এখনও সরকার গঠন হয়নি, তাই হিংসা নিয়ন্ত্রণের দায় সরাসরি তাঁদের নয়, নির্বাচন কমিশনের। আইনি দিক থেকে কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হলেও, যে জনতা ইভিএমে বিপ্লব এনে আপনাদের ওপর বুকভরা ভরসা করেছে, তাদের কাছেও এই দায় এড়ানোর তত্ত্ব একেবারে গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলার মানুষ আর রক্তপাত দেখতে চায় না। ক্ষমতা যার, মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার নৈতিক দায়ভারও তার। তাই মোদি-শা থেকে শুরু করে রাজ্যের শীর্ষ নেতাদের নিশ্চিত করতে হবে, বাংলায় যেন আইনের শাসন কোনওভাবেই নষ্ট না হয়। আইনি ব্যাখ্যার কচকচানি থামিয়ে, শক্ত হাতে এই উন্মত্ততা দমন করে রাজ্যে শান্তি ফেরানোই এখন নতুন সরকারের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। মানুষ আস্থা হারালে তার ফল ভালো হবে না।

২০০৬ সালের পর প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠে উচ্ছ্বাস আর্সেনালের। লন্ডনে।

অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে আর্সেনাল

সকলে মিলে ইতিহাস তৈরি করেছি : আর্তেতা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৬ মে : প্রথমবারের জন্য পুসকাস এরিনায় পৌঁছে গেল আর্সেনাল।

মাত্র একদিন আগেই ইপিএলে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৩-৩ ড্র করে এভার্টনের বিরুদ্ধে। যা খানিকটা হলেও লিগ হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে সাহায্য করবে আর্সেনালকে। কারণ নিজেদের শেষ তিন ম্যাচ জিতলেই চ্যাম্পিয়ন হতে পারে তারা। সম্ভবত এটাই বাড়তি আত্মবিশ্বাসের কাজ করল মিকেল আর্তেতার দলের কাছে। ৩০ মে বুদাপেস্টে হতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল। বুকায়ো সাকার একমাত্র গোলে শেষ ২০ বছরে প্রথমবার উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে গেল আর্সেনাল। এর আগে ২০০৬ সালে একবারই খেলা ফাইনালে আর্সেনাল ১-২ গোলে হারে বার্সেলোনার কাছে। একইসঙ্গে প্রথম দফায় ন্যায্য পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রতিশোধও নিল নিজেদের মাঠে। প্রসঙ্গত, গত ৩০ এপ্রিল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ও আর্সেনালের মধ্যে প্রথম দফার সেমিফাইনাল ১-১ গোলে ড্র হয়। এদিনই ঠিক হয়ে যাবে, প্রতিপক্ষ হিসেবে আর্সেনাল কাদের পেতে চলেছে, প্যারিস সাঁ জাঁ নাকি বায়ার্ন মিউনিখকে! গানারদের ঘরে ইউরোপের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রফি কাপ উইনার্স কাপ (১৯৯৪), ইন্টার সিটিস ফেয়ার্স কাপ (১৯৭০) থাকলেও উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নেই।

> আর্সেনালকে অভিনন্দন। কারণ ওরা বছরের পর বছর ধরে ফাইনালে ওঠার জন্য লড়াই করছে। আর্সেনালের কোচ হিসেবে আর্তেতা দারুণ কাজ করছে। তাই ওদের জন্য আমি খুশি।
>
> -দিয়েগো সিমিওনে

নিশ্চিতভাবেই এবার এক এবং একমাত্র লক্ষ্য এটাই হতে চলেছে আর্তেতার দলের। সঙ্গে ইপিএল চ্যাম্পিয়নশিপও। সেখানে আতলেতি (অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ) আপাতত লা লিগায় প্রথম চারে শেষ করার পথে এগোচ্ছে। যা তাদের আগামী মরশুমেও সরাসরি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা করে দেবে। স্বাভাবিকভাবেই খুশি আর্তেতা ম্যাচের পর নিজের উচ্ছ্বাস গোপন রাখেননি, 'অসাধারণ এক রাত! আমরা সকলে মিলে ইতিহাস তৈরি করেছি। এই রকম একটা ক্লাবের জন্য খুশি এবং গর্বিত না হয়ে পারছি না। সমর্থকরা যে পরিবেশ তৈরি করেছে, যেভাবে আমাদের মধ্যে উদ্দীপনা এনে দিয়েছে সেটা এককথায় অসাধারণ। ২০ বছর অপেক্ষার পর দ্বিতীয়বারের জন্য আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে ফিরে এলাম।' আর্তেতা এবং আর্সেনালের সাফল্যে আবার সৌজন্য দেখিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন দিয়েগো সিমিওনে। তিনি অভিনন্দন জানানোর সময়ে অবশ্য মনে করিয়ে দেন, দীর্ঘ ২০ বছর তাদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সাফল্য না পাওয়ার কথাও, 'ওদের অভিনন্দন। কারণ ওরা বছরের পর বছর ধরে ফাইনালে ওঠার জন্য লড়াই করছে। আর্সেনালের কোচ হিসেবে আর্তেতা দারুণ কাজ করছে। তাই ওদের জন্য আমি খুশি।'

ম্যাচের প্রথমার্ধে কোনও দলই সুবিধা করে উঠতে পারেনি। দেখেশুনে মনে হয়েছে, প্রথম ৪৫ মিনিটকে দুই দলেরই ফুটবলাররা যেন গোলে শট অনুশীলন করছেন। যা কোনওভাবেই লক্ষ্যে পৌঁছাচ্ছে না। লিয়ান্দ্রো ট্রোসার্ডের শট অ্যাটলেটিকো গোলকিপার জান ওব্লাক কোনওক্রমে বার করলে সামনেই দাঁড়ানো সাকা ফিরতি বল গোলে রাখেন। এর মাত্র ৬ মিনিটের মধ্যে গোলশোধ করার সুযোগ ছিল মাদ্রিদের দলটির কাছে। উইলিয়াম সালিবার ব্যাকপাস হঠাৎই পেয়ে যান গিউলিয়ানো সিমিওনে। তিনি আর্সেনাল গোলকিপার ডেভিড রায়াকে কাটিয়েও নেন কিন্তু শেষপর্যন্ত গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস টোকা মেরে বলটা বার করে দিতে সমর্থ হন। গোল বাড়ানোর সুযোগ ছিল ভিক্টর গোয়েকেরেসেরও। কিন্তু ৬৬ মিনিটে তাঁর নেওয়া শট বারের উপর দিয়ে উড়ে যায়।

হর্ষ ও বিষাদ

ফাইনালে ওঠার আনন্দে কেপা আরিজাবালাগাকে নিয়ে দৌড় আর্সেনালের গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েসের (বাঁয়ে)। ডেভিড হাঙ্কোকে সান্ত্বনা দিয়েগো সিমিওনের।

নয়া দায়িত্বে রায়াডু

হায়দরাবাদ, ৬ মে : নয়া ভূমিকায় আম্বাতি রায়াডু। হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংস্থার 'ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট' হলেন তিনি। আজ বিকেলে নিজামের শহরের ক্রিকেট সংস্থার পক্ষ থেকে আগামী তিন বছরের জন্য জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার রায়াডুকে 'ডিরেক্টর' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। নয়া দায়িত্ব পাওয়ার পর দারুণ খুশি রায়াডু। তাঁর কথায়, 'খুব খুশি হয়েছি আমি। হায়দরাবাদ ক্রিকেটের জন্য কাজ করার পাশে নতুন কিছু করে দেখানোর জন্য আমি তৈরি। প্রচুর প্রতিভা রয়েছে হায়দরাবাদে। সেই প্রতিভা তুলে ধরাই আপাতত মূল লক্ষ্য আমার।' উল্লেখ্য, কখনও টেস্ট না খেললেও টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ৫৫টি একদিনের ম্যাচ, ৬টি টি২০ খেলেছেন তিনি।

৩৫ মিনিটেই খেলা বন্ধ করতে হত : স্নেইডার

লন্ডন, ৬ মে : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আর্সেনাল-অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের সেমিফাইনাল ম্যাচ নিয়ে কটাক্ষ ওয়েসলি স্নেইডারের। ম্যাচটি ৩৫ মিনিটের পরই শেষ করে দেওয়া উচিত ছিল বলে দাবি করেছেন প্রাক্তন ডাচ ফুটবলার।

অ্যাটলেটিকো-আর্সেনালকে কটাক্ষ

অ্যাটলেটিকোকে হারিয়ে দীর্ঘ সময় পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে আর্সেনাল। ওই ম্যাচে দুই দলেরই খেলার সমালোচনা করে স্নেইডার বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে ইউরোপের সেরা ফুটবল দেখার কথা। কিন্তু সেই মানের ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারেনি কোনও দল। উয়েফার উচিত ছিল মাঝপথেই খেলা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া।'

অপর সেমিফাইনালের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বায়ার্ন মিউনিখ ও প্যারিস সাঁ জাঁ-কে ফাইনালে প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখতে না পাওয়ার হতাশা থেকে স্নেইডার বলেন, 'উয়েফার উচিত ছিল অ্যাটলেটিকো-আর্সেনাল ম্যাচ বাতিল করে সরাসরি পিএসজি ও বায়ার্নকে ফাইনালে খেলানো। ওই দুই দলই বর্তমানে ইউরোপের সেরা ফুটবল খেলছে।'

ব্রাত্য হওয়ার পথে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে

দলের সঙ্গে রায়পুরে গেলেন না হার্দিক

রায়পুর, ৬ মে : ১০ ম্যাচে মাত্র তিনটি জয়।

বাকি চার ম্যাচ জিতলেও প্লে-অফের টিকিট মিলবে কি না বলা মুশকিল। কঠিন যে পরিস্থিতিতে গত ম্যাচে লখনউ সুপার জায়েন্টসকে হারানো মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের দমবন্ধ সাজঘরে কিছুটা হলেও অক্সিজেন জুগিয়েছে। লক্ষ্য আপাতত শেষ চার ম্যাচ জেতা। রবিবার রায়পুরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে পরবর্তী দ্বৈরথে নামার প্রাক্কালে হাতে কয়েকটা দিন।

রোহিত শর্মার প্রত্যাবর্তন এবং দাপুটে ইনিংস, রায়ান রিকেলটনের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে পাওয়া জোড়া পয়েন্টের মাঝে মাথাব্যথার কারণ ফের হার্দিক পান্ডিয়া। পিঠের সমস্যায় লখনউ ম্যাচে খেলেননি। নেতৃত্ব দেন সূর্যকুমার যাদব। হার্দিকের অনুপস্থিতিতে মাঠে মুম্বইয়ের দলগত লড়াইয়ে নয়া বার্তা। হার্দিক থাকলে 'ছন্নছাড়া' হাল, অনুপস্থিতিতে টিম হয়ে ওঠা!

হার্দিকের অধিনায়কত্ব নিয়ে আশঙ্কার কিছু নেই বলা হলেও সূর্য ব্রিগেডের যে সমীকরণ উড়িয়ে দেওয়া মুশকিল। অন্দরমহলের খবর, আগামীদিনে হার্দিক-মোহ থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তাও নাকি খোলা রাখা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সূর্যকুমার যাদবকে সামনে রেখেই চলতি ভরাডুবি কাটিয়ে ওঠার ভাবনাও 'প্ল্যান বি' হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে।

১০ মে একাদশতম ম্যাচ। প্রতিপক্ষ আরসিবি। লখনউ বধ সেরে বুধবার রায়পুরে সূর্য-রোহিতরা পৌঁছে গেলেও দলের সঙ্গে যাননি হার্দিক! পরে যোগ দেবেন কি না এখনও নিশ্চিত নয়।

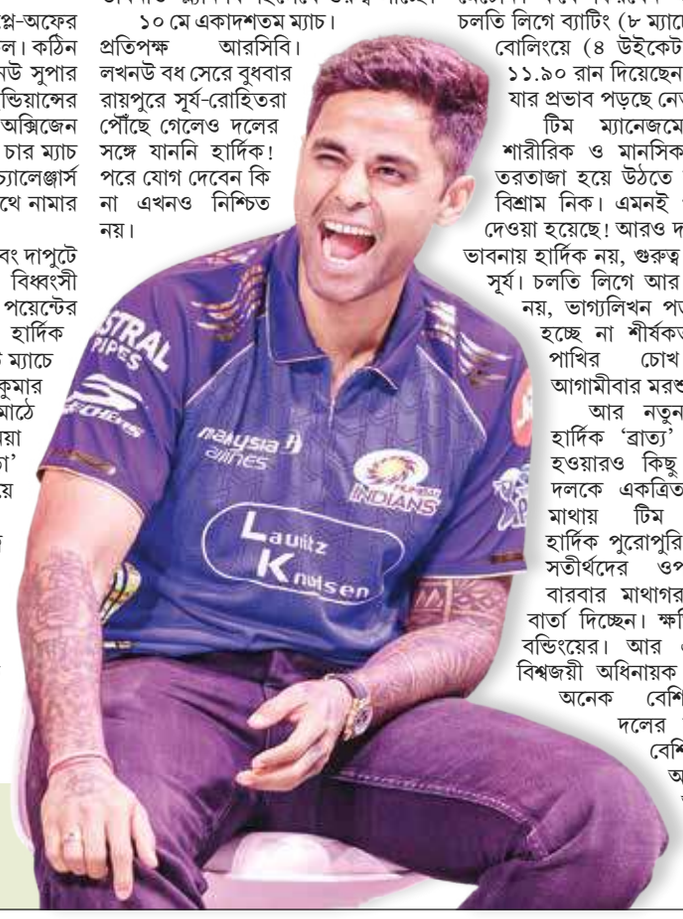

দলের সঙ্গে অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া না গেলেও ফুরফুরে মেজাজেই রয়েছেন সূর্যকুমার যাদব।

কারও দাবি, পিঠের সমস্যা এখনও মেটেনি। কবে ফিরবেন বলা মুশকিল। চলতি লিগে ব্যাটিং (৮ ম্যাচে ১৪৬ রান), বোলিংয়ে (৪ উইকেট, ওভার পিছু ১১.৯০ রান দিয়েছেন) চূড়ান্ত ব্যর্থ। যার প্রভাব পড়ছে নেতৃত্বেও।

টিম ম্যানেজমেন্টও চাইছে শারীরিক ও মানসিকভাবে হার্দিক তরতাজা হয়ে উঠতে কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিক। এমনই পরামর্শ নাকি দেওয়া হয়েছে! আরও দাবি, আগামীর ভাবনায় হার্দিক নয়, গুরুত্ব নাকি পাচ্ছেন সূর্য। চলতি লিগে আর কিছু হওয়ার নয়, ভাগ্যলিখন পড়তে অসুবিধা হচ্ছে না শীর্ষকর্তাদের। ফলে পাখির চোখ আপাতত আগামীবার মরশুমে।

আর নতুন যে দৌড়ে হার্দিক 'ব্রাত্য' হলে অবাক হওয়ারও কিছু থাকবে না। দলকে একত্রিত করে ঠান্ডা মাথায় টিম পরিচালনায় হার্দিক পুরোপুরি ব্যর্থ। উলটে সতীর্থদের ওপর প্রকাশ্যে বারবার মাথাগরম করে ভুল বার্তা দিচ্ছেন। ক্ষতি হচ্ছে টিম বন্ডিংয়ের। আর এই জায়গায় বিশ্বজয়ী অধিনায়ক সূর্য এগিয়ে। অনেক বেশি টিমম্যান। দলের মধ্যে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। আর যে অঙ্কে অনেকেই দুইয়ে দুইয়ে চার করছেন।

ফিফা আশিয়ান কাপে নামবে ভারতীয় দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ মে : প্রথম ফিফা আশিয়ান কাপ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে ভারত। এবারই প্রথম এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের পরিকল্পনা করছে ফিফা। ১৪টি দলকে দুই বিভাগে ভাগ করে খেলানো হবে। যার মধ্যে প্রথম বিভাগে ৮টি এবং দ্বিতীয় বিভাগে ৬টি দল থাকবে। ফিফা ক্রমতালিকা অনুযায়ী বিভাগ ভাগ করা হবে। সেক্ষেত্রে ভারত থাকবে প্রথম বিভাগে। এছাড়া চিনকেও আশিয়ান দেশের বাইরে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রথম বিভাগের খেলার আয়োজক দেশ হবে ইন্দোনেশিয়া ও দ্বিতীয় বিভাগের খেলাগুলি হবে হংকংয়ে। এই টুর্নামেন্ট আগেও হত। তবে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো নিজে এবার এটিকে ফিফার টুর্নামেন্ট হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।

যুবরাজ সিংকে গলফ স্টিক উপহার পাঠিয়েছেন ঋষভ পন্থ। যার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছাত্র অভিষেক শর্মা, শুভমান গিলদের কটাক্ষ করেছেন যুবি। বলেছেন, 'তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত?'

প্লে-অফের জোড়া ম্যাচ চণ্ডীগড়ে

ফাইনাল বেঙ্গালুরু নয়, আহমেদাবাদে

নয়াদিল্লি, ৬ মে : গত কয়েকদিন ধরেই জল্পনা চলছিল।

সেটাই সত্যি হল। বেঙ্গালুরু থেকে সরিয়ে আইপিএলের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে উদ্বোধনী ম্যাচ এবং ফাইনাল আয়োজনের দাবিদার ছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হোমগ্রাউন্ড এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম। যদিও আরও একবার চলে আসা সেই নিয়ম ভেঙে আবার ফাইনালের কেন্দ্র বদল। আহমেদাবাদকে অগ্রাধিকার।

২০২৫ সালের ফাইনাল আবহাওয়ার অজুহাতে ইডেন গার্ডেন্স থেকে সরানো হয়েছিল। সেবারও বেছে নেওয়া হয় বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়ামকে। এবারও যার পুনরাবৃত্তি। সবমিলিয়ে শেষ ৫ বছরে চারবারই (২০২২, ২০২৩, ২০২৫, ২০২৬) ফাইনালের দায়িত্ব পেল আহমেদাবাদ। কেন্দ্র বদলে বিসিসিআই আঙুল তুলেছে কর্ণাটক ক্রিকেট সংস্থা ও স্থানীয় প্রশাসনের ওপর। ফাইনালের জন্য সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন ও প্রোটোকল নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণেই কেন্দ্র বদলের সিদ্ধান্ত।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে এদিন প্লে-অফের পূর্ণাঙ্গ সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। গ্রুপ পর্বের ৭০টি ম্যাচ শেষে সেরা দুই দলকে নিয়ে প্রথম কোয়ালিফায়ার অনুষ্ঠিত হবে ২৬ মে ধরমশালায়। এলিমিনেটর ও দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার হবে নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুর স্টেডিয়ামে। এলিমিনেটরে (২৭ মে) মুখোমুখি হবে পয়েন্ট টেবিলে তিন ও চার নম্বরে থাকা দুই দল। প্রথম কোয়ালিফায়ারে পরাজিত এবং এলিমিনেটরে বিজয়ী দলকে নিয়ে হবে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার (২৯ মে)। ৩১ মে ফাইনাল।

চিন্নাস্বামী থেকে ফাইনাল সরানো নিয়ে প্রত্যাশামাফিক রাজনৈতিক তর্জাও শুরু হয়ে গিয়েছে। কারও কারও অভিযোগ, বেঙ্গালুরুতে আইপিএল ম্যাচের টিকিট বিলি নিয়ে বিতর্ক ফাইনাল সরে যাওয়ার অন্যতম কারণ। কর্ণাটক সরকারের বিধায়কদের বাড়তি টিকিটের দাবি ঘিরে বেশ কিছুদিন ধরেই উত্তাপ বাড়ছিল।

কংগ্রেসের এমএলএ বিজয় আনন্দ কাশাপ্পানাভর প্রত্যেক বিধায়কের জন্য ভিআইপি টিকিটের দাবি তোলেন। পরিস্থিতি সামলাতে কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবাকুমার সেই দাবি মেনেও নেন। জানান, চিন্নাস্বামীতে আয়োজিত ম্যাচে বিধায়করা তিনটি করে টিকিট পাবেন। তবে সাধারণ গ্যালারির বদলে ভিআইপি টিকিটের দাবিতে সোচ্চার হন বিধায়করা। যার জের, শেষপর্যন্ত ফাইনাল হাতছাড়া।

কংগ্রেসশাসিত কর্ণাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী শিবকুমার যদিও সেই দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন। যুক্তি, আহমেদাবাদ অনেক বড় স্টেডিয়াম। অনেক বেশি মানুষ বসে খেলা দেখতে পারবেন। সেই কারণে বিসিসিআই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরসঙ্গে বিধায়কদের টিকিট-বিতর্কের কোনও যোগ নেই। ঘটনা যাইহোক, বাস্তব হল প্রাপ্য ফাইনাল হাতছাড়া।

হতাশা আড়াল করেনি কর্ণাটক ক্রিকেট সংস্থা (কেসিএ)। সংস্থার মুখপাত্র বলেছেন, 'আইপিএলের প্লে-অফ ম্যাচ হাতছাড়ায় আমরা হতাশ। কেএসসিএ সভাপতি ভেঙ্কটেশ প্রসাদ এই নিয়ে বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। প্লে-অফের ম্যাচ আয়োজনে আমরা প্রস্তুত ও আগ্রহী ছিলাম। শেষপর্যন্ত ম্যাচ হাতছাড়া। হয়তো বোর্ড সবদিক খতিয়ে দেখেই পদক্ষেপ করেছে।'

প্লে-অফ সূচি

প্রথম কোয়ালিফায়ার :	২৬ মে। ধরমশালা
এলিমিনেটর :	২৭ মে। নিউ চণ্ডীগড়
দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার :	২৯ মে। নিউ চণ্ডীগড়
ফাইনাল :	৩১ মে, আহমেদাবাদ

চেন্নাইয়ের ব্যাটিংয়ের নতুন মেরুদণ্ড সঞ্জু : রুতুরাজ

দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচে পাওয়া পুরস্কার নিয়ে সঞ্জু স্যামসন।

চেন্নাই, ৬ মে : রবীন্দ্র জাদেজা এবং স্যাম কুরানের মতো তারকাকে ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে সঞ্জু স্যামসনকে দলে নিয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস। কিন্তু এবারের আইপিএলের শুরুতে টানা তিন ম্যাচে সিঙ্গল ডিজিটে আউট হওয়ার পর সঞ্জুকে নিয়ে রীতিমতো আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল চেন্নাই শিবিরে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, জাদেজাকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কি তবে ভুল হল? কিন্তু সেই প্রবল চাপ আর সমালোচনা সামলে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করেছেন এই তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার। গত মঙ্গলবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে স্পিন সহায়ক কঠিন পিচে ৫২ বলে অপরাজিত ৮৭ রানের ম্যাচ জেতানো এক অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলেন তিনি। এরপরই সঞ্জুকে দলের 'ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড' বলে আখ্যা দিয়েছেন সিএসকে অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়।

ম্যাচ শেষে রুতুরাজ বলেছেন, 'টি২০ বিশ্বকাপের পর আইপিএলেও সঞ্জু যে দুর্দান্ত ফর্মে আছে, তাতে ওকে দলে পেয়ে আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ। ও নিঃসন্দেহে এখন আমাদের ব্যাটিং লাইনআপের প্রধান মেরুদণ্ড।' পরিসংখ্যানও রুতুরাজের কথারই প্রমাণ দিচ্ছে। এই মরশুমে এখনও পর্যন্ত ১০ ইনিংসে সঞ্জুর সংগ্রহ ৪০২ রান, গড় ৫৭.৪২ এবং স্ট্রাইক রেট ১৬৭.৫০। শেষ সাতটি ইনিংসে তিনি তিনটি ৫০ প্লাস স্কোর করেছেন। সঞ্জু ৪০ পার করলে প্রতিটা ম্যাচেই জিতেছে চেন্নাই। সদ্যসমাপ্ত টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের খেতাব জয়ের নেপথ্যে বড় অবদান রেখে প্রতিযোগিতার সেরা হয়েছিলেন তিনি। সেই ফর্মই তিনি হলুদ জার্সিতেও অনায়াসে ধরে রেখেছেন।

> গত কয়েক মাস ধরে আমি নিজের প্রাথমিক মুভমেন্ট নিয়ে কাজ করছি এবং সুফলও পাচ্ছি। গত তিন-চার বছর ধরে আমি ক্রিজের একটু গভীরে দাঁড়িয়েই খেলছি। নিজের ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য এবং আত্মবিশ্বাসটা ভীষণ জরুরি।
>
> -সঞ্জু স্যামসন

সঞ্জুর এই পরিণত মানসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ। তাঁর মতে, 'প্রথম কয়েকটি ম্যাচে ব্যর্থ হওয়ার পর চারদিকে গেল গেল রব উঠেছিল। জাদেজার মতো সুপারস্টারকে ছেড়ে দিয়ে এত বড় চুক্তিতে নতুন দলে আসার পর যে কোনও খেলোয়াড়ের ওপরই পাহাড় প্রমাণ চাপ থাকে। সঞ্জুও নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে মরিয়া ছিল। শুরুতে ব্যর্থ হলেও, এখন ও সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা স্তরে ব্যাটিং করছে, যা দেখাটা সত্যিই রোমাঞ্চকর।' সঞ্জুর এই ধারাবাহিকতায় মুগ্ধ ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার দীপ দাশগুপ্তও। আগে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে টুর্নামেন্টের শুরুটা ভালো করলেও পরে খেই হারিয়ে ফেলতেন তিনি। দীপের মতে, বিশ্বকাপের পর থেকে সঞ্জু যে ধারাবাহিকতা দেখাচ্ছেন, ক্রিকেট দুনিয়া এত বছর ধরে ঠিক এমন একজন সঞ্জুকেই দেখতে চেয়েছিল।

নিজের ব্যাটিংয়ের এই আমূল পরিবর্তনের রহস্য খোলসা করেছেন সঞ্জু নিজেই। ক্রিজের গভীরে দাঁড়িয়ে খেলার পুরোনো কৌশল নিয়ে তিনি বলেছেন, 'গত কয়েক মাস ধরে আমি নিজের প্রাথমিক মুভমেন্ট নিয়ে কাজ করছি এবং সুফলও পাচ্ছি। গত তিন-চার বছর ধরে আমি ক্রিজের একটু গভীরে দাঁড়িয়েই খেলছি। নিজের ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য এবং আত্মবিশ্বাসটা ভীষণ জরুরি। আমি পরিস্থিতি এবং বিপক্ষ বোলার অনুযায়ী ক্রিজে নিজের মুভমেন্ট পরিবর্তন করার চেষ্টা করি।'

দিল্লির বিরুদ্ধে দাপুটে জয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে চেন্নাই। তবে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্থানে থাকা দলগুলির চেয়ে তারা মাত্র ২ পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছে। ১০ ও ১৫ মে পয়েন্ট তালিকার তলানিতে থাকা লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে জোড়া ম্যাচ (হোম এবং অ্যাওয়ে) খেলবে সিএসকে। এই ম্যাচ জিতে প্লে-অফের পথে আরও একধাপ এগিয়ে যাওয়াই এখন চেন্নাইয়ের প্রধান লক্ষ্য।

'সামরিক বাহিনীকে সম্মান দিতে হবে'

তেহরান, ৬ মে : বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে জটিলতা এখনও কাটেনি। মাঠের লড়াইকে ছাপিয়ে সামনে আসছে রাজনৈতিক লড়াই। ফিফার কাছে সামরিক বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সম্মান প্রদর্শনের দাবি জানাল ইরান।

সম্প্রতি কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে ফিফা কংগ্রেসে যোগ দিতে যাওয়ার সময় কানাডার সীমান্ত থেকে ফিরে আসে ইরানের প্রতিনিধিদল। তাদের অভিযোগ, অভিবাসন দপ্তরের কর্মীদের কাছে অসম্মানজনক আচরণের শিকার তারা। এবার ইরান বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে ফিফার কাছে নতুন শর্ত রেখেছে।

ফিফার কাছে দাবি ইরানের

ইরান ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মেহেদি তাজ বলেছেন, 'আমাদের কোনও প্রতীক, বিশেষ করে ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ডস কর্পসকে (আইআরজিসি) কেউ অসম্মান করবে না। এই বিষয়ে ফিফাকে নিশ্চয়তা দিতে হবে। নাহলে কানাডার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের হয়তো ফিরে আসতে হতে পারে।' আইআরজিসি হল ইরানের একটি সামরিক বাহিনী, যাদের কাজ দেশটির ধর্মীয় শাসন রক্ষা করা। এই বাহিনীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর তকমা দিয়েছে।

ইরান ফুটবল সংস্থার সভাপতি মেহেদি আইআরজিসি-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যে কারণে, তাঁর ভিসা বাতিল করা হয় বলে জানান কানাডার অভিবাসনমন্ত্রী। গত সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও জানিয়েছেন, ইরানের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আইআরজিসি-র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কাউকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ফলে ইরানের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে ক্রমশ অনিশ্চয়তা বাড়ছে।

ভারত-পাক দ্বিপাক্ষিক ক্রীড়ায় 'না'

নয়াদিল্লি, ৬ মে : পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রীড়া সম্পর্ক নিয়ে নিজেদের অবস্থান বদলাচ্ছে না ভারত সরকার। দ্বিপাক্ষিক ক্রীড়ায় আগের নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকছে। বহুদেশীয় টুর্নামেন্টে দুই দেশ মুখোমুখি হতে পারে। কিন্তু পরস্পরের বিরুদ্ধে দ্বিপাক্ষিক কোনও সিরিজ খেলবে না। নিজেদের পুরোনো অবস্থান এদিন আরও একবার পরিষ্কার করে দিল কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক। মন্ত্রকের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, 'দ্বিপাক্ষিক ক্রীড়া ইভেন্টের নিরিখে পাকিস্তানে খেলার জন্য কোনও দল পাঠাবে না ভারত। একইভাবে ভারতে খেলার অনুমতিও দেওয়া হবে না পাকিস্তানকে। তবে আন্তর্জাতিক এবং বহুদেশীয় ইভেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া সংস্থার ভাবনা এবং স্বার্থের কথা মাথায় রেখে পদক্ষেপ করা হবে।'

স্ত্রী সঞ্জনা গণেশনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে এই ছবি পোস্ট করেন জসপ্রীত বুমরাহ।

বাগান নিয়ে ভাবছেন না অস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ মে : এই মরশুমে সুন্দর ফুটবল খেলা ক্লাবের তালিকায় মোহনবাগানের নাম নিলেন না ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ।

ইস্টবেঙ্গলের এই মরশুমটা সত্যি অসাধারণ কাটছে। যখন দলটা তৈরি হয়, তখন অনেক কিছুর অভাব ছিল। কিন্তু এখন গর্ব করে বলতে পারি, ইস্টবেঙ্গল ভারতের যে কোনও দলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

-অস্কার ব্রুজোঁ

মুম্বই ম্যাচ থেকে মহা গুরুত্বপূর্ণ ৩ পয়েন্ট। খেতাব জয়ের হাতছানি ইস্টবেঙ্গলের সামনে। তাদের বাকি আর তিন ম্যাচ। এর মধ্যে শক্ত গাঁট কেবল চির প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তবে তাদেরকে এখন সেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন না ইস্টবেঙ্গল কোচ। তাঁর কথায়, 'ইস্টবেঙ্গলের এই মরশুমটা সত্যি অসাধারণ কাটছে। যখন দলটা তৈরি হয়, তখন অনেক কিছুর অভাব ছিল। কিন্তু এখন গর্ব করে বলতে পারি, ইস্টবেঙ্গল ভারতের যে কোনও দলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। আমার মতে, এই মরশুমে এফসি গোয়া, পাঞ্জাব এফসি এবং ইস্টবেঙ্গল এই মরশুমে সবচেয়ে সুন্দর ফুটবল খেলেছে।'

মুম্বই সিটি এফসি বধের আনন্দে কেভিন সিবিল্লের কাঁধে সাউল ক্রেসপো।

দল লিগ শীর্ষে রয়েছে। শেষ ল্যাপে যাতে 'পচা শামুকে পা না কাটে', সেই নিয়ে বেশ সতর্ক অস্কার। বাকি তিনটি ম্যাচই ফাইনাল ধরে এগোতে চাইছেন তিনি। যা পরিস্থিতি, ডার্বি ম্যাচটা হয়তো খেতাব নির্ণায়ক হয়ে উঠবে। অস্কার নিজেও সেটা মনে করছেন। তিনি বলেছেন, 'শিরোপা নিয়ে এখন ভেবে লাভ নেই। আমাদের কাছে শেষ তিনটি ম্যাচ ফাইনাল। প্রতিটি ম্যাচেই নিজেদের সেরাটা দিতে চাই। আশা করছি, পাঞ্জাব ম্যাচে আমাদের গ্যালারি ভর্তি থাকবে। এই ম্যাচ জিততে পারলে ডার্বি আমাদের জন্য নির্ণায়ক হয়ে উঠবে।'

অতীতে সুবিধাজনক অবস্থায় থেকেও ইস্টবেঙ্গল খেতাব হাতছাড়া করেছে। ট্রেভর জেমস মরগ্যান কিংবা আলেহান্দ্রো মেনেন্ডেজ গার্সিয়ার জমানায় কাপ ও ঠোঁটের মধ্যে ফারাকটা থেকেই গিয়েছে। এবার কি সেই ফারাকটা ঘোচাতে পারবেন অস্কার? এবার সেই দিকেই তাকিয়ে লাল-হলুদ জনতা।

মহিলা ফুটবলে হার ইস্টবেঙ্গলের : মহিলাদের জাতীয় লিগে কিকস্টার্ট এফসি-র কাছে ২-১ গোলে হারল ইস্টবেঙ্গল। জয়ী দলের হয়ে গোল করেন এসিয়েন ও বেবিসানা দেবী। ইস্টবেঙ্গলের একমাত্র গোলদাতা ফাজিলা ইকওয়াপুট।

রক্ষণেও খেলতে তৈরি কামিন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ মে : ম্যাচে আরও বেশি সময় মাঠে থাকতে চাইছেন জেসন কামিন্স। তার জন্য রক্ষণে খেলতেও তৈরি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অজি তারকা।

২০২৩-'২৪ মরশুমে সবুজ-মেরুনে যোগ দেওয়ার পর থেকে নানা ভূমিকায় দেখা গিয়েছে কামিন্সকে। প্রথম মরশুমটা মূলত স্ট্রাইকার হিসেবেই তাঁকে ব্যবহার করেছিল মোহনবাগান। এরপর কখনও উইং, কখনও মাঝমাঠ। কামিন্স অবশ্য প্রতিটা ক্ষেত্রে শুধু যে মানিয়ে নিয়েছেন তা নয়, নিজেকে প্রমাণ করেছেন। উজাড় করে দিয়েছেন সবটা।

প্রথম একাদশে সুযোগ পেতে ঘাম ঝরাচ্ছেন জেসন কামিন্স। বুধবার।

গত দুই মরশুমের তুলনায় এবার একটু হলেও ফিকে লাগছে কামিন্সকে। সুযোগও কম পাচ্ছেন। প্রথম একাদশে তাঁকে জায়গা দেওয়াটা সের্জিও লোবেরার কাছেও যে বেশ চ্যালেঞ্জিং, তা স্বীকার করে নিয়েই জেসন বলেছেন, 'কোচ চাইলে পরের ম্যাচে আমি সেন্টার ব্যাক হিসেবেও খেলতে রাজি।' হয়তো মজার ছলেই কথাটা বললেন। তবে এই মন্তব্যে দলের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতাও ফুটে উঠল। কামিন্স আরও বলেছেন, 'আমি যে কোনও পজিশনে খেলা উপভোগ করি। এটা আমার জন্য কোনও সমস্যাই নয়। আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলাটা উপভোগ করা।'

সাজঘরকে চাপমুক্ত রাখার বিষয় কামিন্সের জুরি মেলা ভার। সতীর্থদের মাতিয়ে রাখতেও সমান সাবলীল তিনি। আর সবুজ-মেরুন সাজঘরের এই পরিবেশটাই বছরের পর বছর তাঁদের সাফল্যের রসদ জোগাচ্ছে বলে জানান অজি তারকা। কামিন্সের কথায়, 'মোহনবাগান আমাদের বৃহত্তর পরিবার। আমরা একে অপরের ভাইয়ের মতো। সত্যি বলতে, আমি আমার নিজের পরিবারের চেয়েও এই মানুষগুলিকে বেশি দেখি। সফল প্রতিটা দলের সাজঘরের দিকে তাকালেই এটা দেখতে পাবেন।'

এই মরশুমেও চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির থেকে অল্প হলেও এগিয়ে রয়েছে মোহনবাগান। এই পরিস্থিতিতে ৯ তারিখের এফসি গোয়া ম্যাচ লোবেরার দলের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৃহস্পতিবার সকালে অনুশীলন করে বেলার বিমানে গোয়া উড়ে যাবে টিম মোহনবাগান। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে শুক্রবার ফতোরদায় অনুশীলন করবেন জেমি ম্যাকলারেন, সাহাল আব্দুল সামাদরা। গোয়া ম্যাচের আগে সবুজ-মেরুন শিবিরে স্বস্তি ফিরিয়েছেন আপুইয়া। আলবার্তো রডরিগেজের পর তিনিও পুরোদমে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন। লোবেরা জানালেন, আলবার্তো-আপুইয়া দুইজনেই গোয়া ম্যাচে খেলতে তৈরি। তবে আপুইয়া ৯০ মিনিট খেলতে পারবেন কি না তা এখনই বলা মুশকিল। হয়তো তাঁকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইবেন না লোবেরা।

এদিকে, আগামী মরশুমের জন্য এখনই কোনও ফুটবলারকে চুক্তিবদ্ধ করছে না মোহনবাগান। ম্যানেজমেন্টের তরফে এর কারণ হিসাবে আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু আসলে আগামী মরশুমে মোহনবাগানের সঙ্গে সুপার জায়েন্ট যুক্ত থাকবে কি না সেই অনিশ্চয়তা থেকেই হয়তো এই সিদ্ধান্ত।

৩ মিনিটে গোল করে প্যারিস সাঁ জাঁ-কে এগিয়ে দেন ওসমানে ডেম্বেলে।

পয়া মিউনিখেই ফাইনালে পিএসজি

বায়ার্ন মিউনিখ-১ প্যারিস সাঁ জাঁ-১

(দুই লেগ মিলিয়ে প্যারিস সাঁ জাঁ জিতল ৬-৫ ব্যবধানে)

মিউনিখ, ৬ মে : এক বছর আগে মিউনিখের এই আলিয়াঞ্জ এরিনায় প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের স্বাদ পেয়েছিল প্যারিস সাঁ জাঁ। সেখান থেকেই খেতাবরক্ষার অভিযানের শেষ ল্যাপের টিকিট পেয়ে গেল লুইস এনরিকের দল। পেশির চোটের জন্য এনরিকে এদিন পাননি রাইট ব্যাক আচরাফ হাকিমিকে। এজন্য পিএসজি-কে ডানপ্রান্তে কিছু পরিবর্তন করতে হয়। ওয়ারেন জাইরে-এমেরিকে মাঝমাঠ থেকে তুলে এনে হাকিমির জায়গায় খেলানো হয়। অনভ্যস্ত পজিশনে নেমেও তিনি অভাব বুঝতে দেননি হাকিমির। তাঁর জন্য বায়ার্ন মিউনিখের লেফট উইঙ্গার লুইস দিয়াজ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেননি। তবে ৩ মিনিটে আসল কাজটা করে দেন ওসমানে ডেম্বেলে।

নিজেদের অর্ধ থেকে ফাবিয়ান রুইজের থ্রু পেয়ে যান কভিচা কাভারাৎস্কেইয়া। এরপর তিনি বাঁ প্রান্ত দিয়ে দ্রুত দৌড়ে বক্সে পৌঁছে মাপা বল রাখেন ডেম্বেলের জন্য। যেখান থেকে পিএসজি-কে গোল এনে দেন ফরাসি তারকা। আর এই গোলটাই বায়ার্নের ফাইনালে ওঠার রাস্তা কঠিন করে দেয়। একেবারে শেষ লগ্নে হ্যারি কেন সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে সমতা ফেরালেও তা কাজে আসেনি। বুধবার রাতে ম্যাচ ১-১ ড্র থাকলেও দুই পর্ব মিলিয়ে ৬-৫ ব্যবধানে জিতে প্যারিস সাঁ জাঁ ফাইনালে গেল। যেখানে তাদের সঙ্গে দেখা হবে আর্সেনালের।

প্রথম লেগের মতো এদিন গোলের ছড়াছড়ি না হলেও দুই দলই ওপেন ফুটবল খেলেছে। বল পজেশনে অবশ্য টেক্কা দিয়েছে বায়ার্ন (৬২%)। কিন্তু তাঁদের আক্রমণের প্রধান অস্ত্র হ্যারি কেনকে বেশিরভাগ সময়টা বোতলবন্দি করে রেখেছিলেন পিএসজি-র দুই সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার মার্কুইনোস ও উইলিয়ান পাচো। বায়ার্নের মাঝমাঠও অবশ্য এদিন নিজেদের সেরা ফর্মে ছিল না। যার জন্য অনেকটাই কৃতিত্ব প্রাপ্য রুইজ, ভিটিনহা ও জোয়াও নেভেসের। মাত্র একটা গোল করলেও বায়ার্ন ডিফেন্সকে ব্যস্ত রাখার কাজটা দক্ষতার সঙ্গে করে গেলেন কাভারাৎস্কেইয়া, দেজিরে দুয়ে ও ডেম্বেলে। পিএসজি-র এই তিন ফুটবলার ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে জায়গা বদল করতে পারেন। যার জন্য তাঁদের মার্কিং করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে যান বায়ার্নের ডিফেন্ডার ডায়োট উপামেকানো ও জোনাথন তাহ। ফাইনালেও পিএসজি-র এই ফ্লুইড ফুটবল চাপে রাখবে আর্সেনালকে।

এশিয়ান গেমসে নেই ভিনেশ

নয়াদিল্লি, ৬ মে : ভিনেশ ফোগটের আশঙ্কাই সত্যি হল। রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া ঘোষণা করেছে যে, গোন্ডায় অনুষ্ঠেয় প্রতিযোগিতাটি আসন্ন এশিয়ান গেমসের জন্য সিলেকশন ট্রায়াল হিসেবে গণ্য হবে না। এর ফলে তাঁর এশিয়ান গেমসে অংশ নেওয়ার পথ কার্যত বন্ধ হয়ে গেল।

সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী, শুধুমাত্র ২০২৫ ও ২০২৬ সালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পদকজয়ী অ্যাথলিটরাই সিলেকশন ট্রায়ালের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ২০২৪ সালে অলিম্পিকে ডিসকোয়ালিফাইড হওয়ার পর ভিনেশ আর কোনও পেশাদার ইভেন্টে অংশ নেননি, তাই এই নতুন নিয়মে তিনি বাদ পড়ছেন।

আদালতের পথে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ মে : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষে এই মরশুমে আইএসএলে অবনমন বাঁচানো কার্যত অসম্ভব। এই পরিস্থিতিতে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে সাদা-কালো বাহিনী। এই মরশুমে আইএসএলে অবনমন না রাখার পক্ষে সওয়াল করে গত ২৭ এপ্রিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল মহমেডান। এখনও তার উত্তর মেলেনি। বুধবার ওই একই মর্মে ফেডারেশন সভাপতিকে আরও একবার চিঠি পাঠানো হয়েছে। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিক্রিয়া না পাওয়া গেলে অবনমন রদ করতে আদালতে মামলা দায়ের করা হবে বলে জানিয়েছে মহমেডান ক্লাব।

অবনমন বাঁচাতে উদ্যোগ

প্রথমত, এবার অনেক দেরিতে আইএসএল শুরু হয়েছে। বদল এসেছে ফরম্যাটে। কমেছে ম্যাচ সংখ্যাও। ফলে ক্লাবগুলোর পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এরকম একাধিক বিষয়কে সামনে রেখে এই মরশুমে অবনমন পদ্ধতি প্রয়োগের বিপক্ষে সরব হয়েছে মহমেডান। তবে তারা একথাও জানিয়েছে, মহমেডান এই প্রক্রিয়ার বিরোধী নয়। কিন্তু এই মরশুমেই তা প্রয়োগ করা হলে সেই সিদ্ধান্ত অন্যায্য হবে। বিষয়টি বিবেচনার জন্য ফেডারেশনকে জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক আয়োজনের পরামর্শ দিয়েছে মহমেডান।

আগরতলায় যাচ্ছে কাইজেনের ৭ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ মে : আগরতলায় ৯ ও ১০ মে আন্তর্জাতিক ক্যারাটে অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার জন্য কাইজেন ক্যারাটে-ডু অ্যাসোসিয়েশনের সাতজন শুক্রবার রওনা হবে। তারা হল দিব্যাজ্যোতি গুপ্তা, পহল আগরওয়াল, সত্যম তিওয়ারি, সায়ন বর্মন, অম্লান পাল, চেওয়াং প্রধান ও রাহুল রায়। কোচ দেবাশিস ঢালি।

স্টার্ক-কুলদীপ-নীতীশ

'অশনি সংকেত' দেখছে নাইটরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ মে : করব, লড়ব, জিতব রে!

রিংটোনটা ক্রমশ প্রবলভাবে বাজছে আইপিএলের আঙিনায়। খারাপ শুরুর পর ক্রমশ ছন্দে ফিরছে দল। আর সেই ছন্দে ফেরার সেরা উদাহরণ, জয়ের হ্যাটট্রিক।

কিন্তু এখনই থামলে চলবে না। 'দিল্লি' এখনও বহুদূর। এমন ভাবনা নিয়েই বুধবার সন্ধ্যার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করে দিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। আজ সন্ধ্যার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে প্রায় তিন ঘণ্টা অনুশীলন করেছেন নাইটরা। আর সেই অনুশীলনের নির্যাস হিসেবে সামনে আসছে জোড়া তথ্য। এক, দলের সাফল্যের ছন্দ বজায় রাখার পাশে জয়ের সরণিতে থাকা। দুই, শুক্রবারের ম্যাচের প্রতিপক্ষ দিল্লি দলে থাকা প্রাক্তন নাইট মিচেল স্টার্ক, কুলদীপ যাদব, নীতীশ রানাদের নিয়ে সতর্কতা।

দিল্লি ক্যাপিটালসের শক্তিশালী বোলিংকে চ্যালেঞ্জ জানাতে তৈরি হচ্ছেন রিঙ্কু সিং। নয়াদিল্লিতে।

২০২৪ সালে শেষবার আইপিএল খেতাব জিতেছিল কেকেআর। নাইটদের সেই ট্রফি জয়ে বিশাল ভূমিকা ছিল স্টার্কের। অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসারকে পরবর্তী সময়ে দলে রাখেনি কেকেআর। শোনা যায়, নাইট কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্তের ফলে মনের কোনে অভিমান জমেছিল স্টার্কের। এখনও সেই অভিমান রয়েছে। যার ফল শুক্রবারের ম্যাচে দেখা যায় কিনা, সেটাই দেখার। একা স্টার্ক নন, দিল্লি দলে রয়েছেন আরও দুই প্রাক্তন নাইট। নীতীশ ও কুলদীপের মনের অন্দরে কেকেআর নিয়ে বড় রকমের 'ক্ষত' রয়েছে অনেকদিনই। শুক্রবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে নীতীশ-কুলদীপের সেই রাগ পারফরমেন্সে বদলে গেলে আজিঙ্কা রাহানের দল সমস্যায় পড়তেই পারে।

তাছাড়া পরিস্থিতির বিচারে ৯ ম্যাচে ৭ পয়েন্টে থাকা কেকেআরের জন্য এখন সব ম্যাচই ফাইনালের মতোই। বাকি থাকা পাঁচ ম্যাচ জিততে পারলে প্লে-অফ সম্ভাবনা থাকবে। একটা ম্যাচে হার মানেই প্লে-অফের পথ কার্যত বন্ধ হয়ে যাবে। এমন অবস্থার মধ্যে তাই স্বাভাবিকভাবেই রীতিমতো সতর্ক হয়ে রয়েছেন রাহানেরা। দলের অন্দরের খবর, জয়ের হ্যাটট্রিকের পর সাফল্যের ছন্দ ধরে রাখার মরিয়া প্রতিজ্ঞা সেরে ফেলেছেন ক্যামেরন গ্রিনরা। লক্ষ্যে কতটা সফল হন নাইটরা, সেটাই এখন দেখার।

পন্থদের বিদায়ঘণ্টা বাজাতে চান বিরাটরা

লখনউ, ৬ মে : হারের ডাবল হ্যাটট্রিক।

চূড়ান্ত ভরাডুবিতে প্লে-অফের আশা ইতিমধ্যেই শেষ। ৯ ম্যাচে সংগ্রহ ৪। দশ দলীয় লিগে লাস্টবয় লখনউ সুপার জায়েন্টস। আর একটা হার মানে কার্যত বিদায়। এহেন বিধ্বস্ত প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিয়ে জোড়া পয়েন্টের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার দশম ম্যাচ খেলতে নামছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। গতবারের চ্যাম্পিয়নরা এবারও রেডহট ফর্মে। ৯ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থেকে প্লে-অফে যাওয়ার বড় দাবিদার।

আইপিএলে আজ

INDIAN PREMIER LEAGUE

লখনউ সুপার জায়েন্টস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : লখনউ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

রাস্তাটা আরও মসৃণ করে নিতে লখনউয়ের বিদায়ঘণ্টা বাজানোতে চোখ বিরাট কোহলির টিমের। ধারেভারে এবং চলতি ফর্মের নিরিখে হট ফেভারিটও আরসিবি। ব্যাটিং, বোলিং সহ প্রতি বিভাগেই ম্যাচ উইনারের ভিড়। জোশ হ্যাজেলউডের প্রত্যাবর্তনে বোলিং নতুন দিশা পেয়েছে। ঋষভ পন্থের লখনউয়ের সামনে সেখানে সমর্থকদের মুখে কিছুটা হাসি ফোটানোর মরিয়া তাগিদ।

লখনউ সুপার জায়েন্টস ম্যাচের জন্য ব্যাটিং অনুশীলনে বিরাট কোহলি। বুধবার।

সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দলের যে তাগিদে কিছুটা ইন্ধন জোগাতে পারে গত ম্যাচে আরসিবি-র হার। গুজরাট টাইটান্সের সামনে আটকে যায় বিরাটদের দৌড়। বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠ একানা স্টেডিয়ামে যে শিক্ষাটা কাজে লাগাতে চাইবেন ঋষভরা। তবে মাথার ওপর সমস্যার পাহাড়। মুম্বই ম্যাচে মিচেল মার্শ, নিকোলাস পুরান রান পেলেও ব্যাটিং চিন্তা সেই তিমিরেই।

হেডকোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের মূল মাথাব্যথা স্বয়ং ঋষভ। ধারাবাহিকতার অভাব। সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া দূর, প্রায় প্রতি ম্যাচে প্রত্যাশার অপমৃত্যু ঘটছে ২৭ কোটির ঋষভকে ঘিরে। বারবার ব্যাটিং অর্ডার বদলেও হাল সেই এক। ফল মাঝ লিগেই বিদায়ঘণ্টার আশঙ্কা। তবে পাটিগণিতের নিয়মে এখনও প্লে-অফের দরজা বন্ধ হয়নি।

বাকি পাঁচ ম্যাচ জিততে পারলে ১৪ পয়েন্টে পৌঁছোনো সম্ভব। তবে টানা ছয় ম্যাচ হারের ঘায়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পরিস্থিতি থেকে শেষ পাঁচ ম্যাচে জেতা-ভরসা রাখতে পারছেন না লখনউয়ের অতিবড় সমর্থকও। লখনউ ব্যাটিং যখন খোঁড়াচ্ছেন, তখন আরসিবি-র ব্যাটাররা প্রায় প্রতি ম্যাচেই আগুন ঝরাচ্ছেন। ফিল সল্ট চোটের কারণে দেশে ফিরলেও বিরাটদের বিক্রম জারি। দেবদত্ত পাডিক্কাল, রজত পাতিদার, টিম ডেভিডরা বোলারদের আতঙ্ক হয়ে উঠছেন। আছেন জ্যাকব বেথেলের মতো প্রতিভাবান তারকা।

আগামীকাল ভরত অরুণের প্রশিক্ষণাধীন লখনউ বোলিং লাইনআপ সেই চ্যালেঞ্জ কীভাবে সামলায়, চোখ থাকবে। মহম্মদ সামি, মহসিন খান, আবেশ খানরা থাকলেও দলগত প্রয়াসের বড্ড অভাব। এক-দুইটি ম্যাচে কখনও সামি, কখনও আবেশ জ্বলে উঠলেও দলের বৈতরণি পার হতে তা যথেষ্ট নয়।

শুধু আরসিবি নয়, লখনউয়ের পথের কাঁটা খোদ ঘরের মাঠের বাইশ গজও। একানা স্টেডিয়ামে জয়ের চেয়ে ঋষভদের হারের পাল্লা অনেক বেশি। অপরদিকে, গত মরশুম থেকে অ্যাওয়ে ম্যাচে আরসিবি-র সাফল্য চোখে পড়ার মতো। চলতি লিগে প্রথম সাক্ষাৎকারেও ব্যাটে-বলে একপেশে জয় পেয়েছেন বিরাটরা। ভুবনেশ্বর কুমার-হ্যাজেলউডদের সুইংয়ে বেলাইন হয়েছিল ঋষভরা। আগামীকাল? প্রশ্নের উত্তরে লুকিয়ে লখনউ প্লে-অফের ভাগ্য।

হারের ডাবল হ্যাটট্রিকের পরও চিন্তিত নন লখনউ সুপার জায়েন্টস অধিনায়ক ঋষভ পন্থ।

পাঞ্জাব বধ করে শীর্ষে হায়দরাবাদ

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-২৩৫/৪
পাঞ্জাব কিংস-২০২/৭

হায়দরাবাদ, ৬ মে : 'রাতে ঘুমোচ্ছ না কেন? তুমি না ভালো ছেলে, ঘুমিয়ে পড়ো।' ইনস্টাগ্রামে এই রিল কয়েকদিন আগে ভাইরাল হয়েছিল। বুধবার পাঞ্জাব কিংসের জন্য লাইনটা একটু বদলে দিয়ে বলাই যায়, 'ক্যাচ ধরছ না কেন? ক্যাচ ধরতে হয় তো।' 'ক্যাচেস উইন ম্যাচেস'-এই সহজ সত্যটাই এদিন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ভুলে গিয়েছিল শ্রেয়স আইয়ারের পাঞ্জাব ব্রিগেড। যার সুযোগ নিয়ে ২৩৫/৪ স্কোরে পৌঁছে যায় সানরাইজার্স। আর দিনটা শেষ করে ৩৩ রানে জয়ের সঙ্গে লিগ টেবিলের এক নম্বরে পৌঁছে। হারের হ্যাটট্রিকে পাঞ্জাব নেমে গেল দ্বিতীয় স্থানে।

এবারের আইপিএলে দুই দলের প্রথম সাক্ষাৎকারে ওপেনিং জুটিতে ১২০ রান তুলেছিলেন অভিষেক শর্মা ও ট্রাভিস হেড। এদিন সেখান থেকেই শুরু করেন 'ট্রাভিষেক।' প্রথম ওভারে অভিষেক (১৩ বলে ৩৫) অর্শদীপ সিংকে (৪৩/১) ছক্কা মেরে হাত গরম করার পর দ্বিতীয় ওভারে মার্কো জানসেনের (৬১/০) থেকে ২০ রান নেন। হেড (১৯ বলে ৩৮) অর্শদীপের দ্বিতীয় ওভারে নেন ১৬ রান। অভিষেককে ফিরিয়ে লকি ফার্গুসন (৪১/১) ৩.৩ ওভারে ৫৪ রানের জুটি ভাঙার পর হেডকে তুলে নেন যুযবেন্দ্র চাহাল (৩২/১)। এরপরই শুরু হয় পাঞ্জাব ফিল্ডারদের ক্যাচ মিসের প্রদর্শনী।

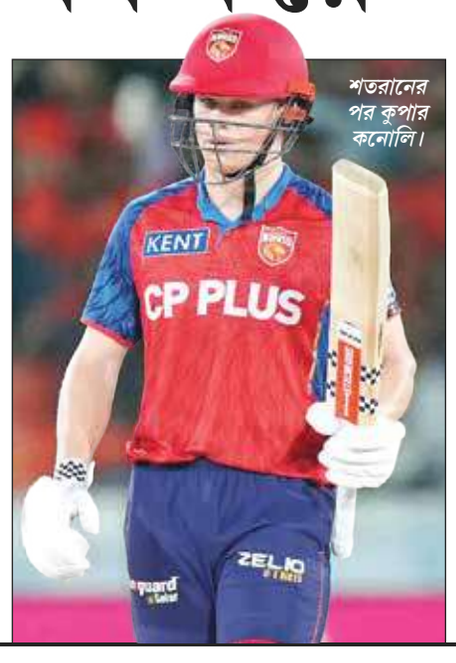

শতরানের পর কুপার কনোলি।

অষ্টম ওভারে ফার্গুসনের প্রথম বলে ৯ রানে থাকা ঈশান কিষানের (৩২ বলে ৫৫) লোপ্পা ক্যাচ ফেলে দেন কুপার কনোলি। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ক্যাচ মিসের জন্য সমালোচিত হয়ে গত দুই ম্যাচে বাদ পড়েছিলেন শশাঙ্ক সিং। এদিন দলে ফিরে তিনি একই ভুল করলেন। নবম ওভারের চতুর্থ বলে হেনরিচ ক্লাসেনের (৪৩ বলে ৬৯) 'ললিপপ' হাত থেকে গলিয়ে দেন শশাঙ্ক। মজার বিষয়, ক্লাসেনও তখন ৯ রানেই ছিলেন। ১১তম ওভারে ঈশানের ক্যাচ ছাড়েন লকি। শেষ বলে ঈশানের সহজ স্টাম্পিং মিস করেন প্রভসিমরান সিং। তিনটি ক্ষেত্রেই বোলার ছিলেন চাহাল।

পাঞ্জাব ফিল্ডারদের 'বন্ধুত্ব' স্বীকার করে নিয়ে ৮৮ রানের জুটিতে হায়দরাবাদের বড় স্কোরের মঞ্চ গড়ে দেন ঈশান-ক্লাসেন। শেষদিকে নীতীশ কুমার রেড্ডি (১৩ বলে অপরাজিত ২৯) ক্যামিও ইনিংসে সানরাইজার্সকে দুশোর গণ্ডি পার করিয়ে দেন। এই নিয়ে আটবার পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে দুশো প্লাস স্কোর করল হায়দরাবাদ। যা আইপিএলে একটি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুগ্ম সর্বাধিক।

বিশাল রানতাড়ার চাপের সঙ্গে প্যাট কামিন্স (৩৪/২), এশান মালিঙ্গার (৩৬/১) বুদ্ধিদীপ্ত বোলিংয়ে ৬৩ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে পাঞ্জাব ম্যাচ থেকে আউট হয়ে যায়। কনোলি (৫৯ বলে অপরাজিত ১০৭) একটা দিক ধরে রেখে চেষ্টা চালালেও তা যথেষ্ট হয়নি সতীর্থদের ব্যর্থতায়। উলটোদিক থেকে মার্কাস স্টোয়িনিস (২৮) ও সূর্যাংশ শেরগে (২৫) ছাড়া কেউ কুড়ির গণ্ডী পেরোতে না পারায় পাঞ্জাব সবসময় পিছিয়েই ছিল। শেষপর্যন্ত তারা ২০২/৭ স্কোরে আটকে যায়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়িনী হলেন
উত্তর ২৪ পরগনা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগনা - এর একজন বাসিন্দা রিতা সাহা - কে 06.02.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 88K 64969 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি বহু মানুষের হৃদয়ে এক অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে যায় এবং তাদের কোটিপতি বানিয়ে তোলে। আমি বহুবার পুরস্কার জেতার স্বপ্ন দেখেছি কিন্তু লটারির টিকিট কেনার ব্যাপারে আমার মানসিকতা সীমাবদ্ধ ছিল। এখন আমি ভাগ্যবান কারণ আমি ডিয়ার লটারি কেনার জন্য আমার মনকে শান্ত করতে পেরেছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।